

রো মে ল

রো মে ল

রো মে ল

রো মে ল

রোমেল

অমিতাভ রায়

অ ন ন্য প্র কা শ ন

৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

প্রথম প্রকাশ :
১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৪

প্রকাশক :
সুব্রত নায়ক
অনন্ত প্রকাশন
৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

অলঙ্করণ :
তপন মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদের ছবি :
রোমেলের বিখ্যাত 'ডেথমাস্ক' এর

ইতিহাসে এমন এক একটি চরিত্র মাঝে মাঝে মেলে যাঁদের খ্যাতি কিংবদন্তীর নায়কের মত। রোমেল তাঁদেরই একজন। তাঁর দুর্বার বেগ, অসম সাহস তাঁকে কিংবদন্তীর নায়কের খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর রাজকীয় মৃত্যুর মহিমায় প্রস্থান এক সময় বহু আলোচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় অধ্যায়ে মরুত্রাস রোমেলকে ঘিরে নানা ঘটনার ঘনঘটা ইতিহাসেব পাতায় ধরা দিয়েছে। সেইসব রুদ্ধশ্বাস দিনের কাহিনী, 'রোমেল'।

চিরন্তনী
হাওড়া-৩

অমিতাভ রায়

অগ্রজ

দিলীপকুমার রায়

ও

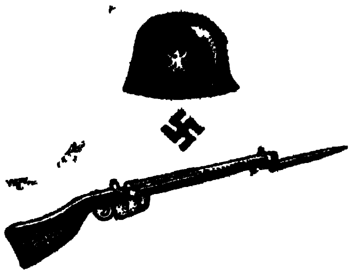
কমলকুমার রায়কে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কমবোডিয়া

আশা নিরাশার দিনগুলি

রাসপুটিন (যন্ত্রস্থ)



'ম্যামুট' গাড়িটা হাসপাতালের সামনে এসে ব্রেক কসল। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেকে যিনি নেমে এলেন তাঁর পোশাক দেখে বোঝা গেল, তিনি একজন জেনারেল।

তাঁর চিবুক দৃঢ়। দৃষ্টি শাণিত। দ্রুত পদক্ষেপে তিনি হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন। চকিতে হাজির হলেন রোগীদের শিয়রের পাশে।

যুদ্ধের গোলাগুলির আড়ালে হাসপাতালটি জুড়ে যত রোগী ছিল, তারা সবাই পেশায় সৈনিক। অবাগত জেনারেলের দিকে এগিয়ে এলেন কয়েকজন ডাক্তার। মৃদু হেসে করমর্দন করে বললেন, "হ্যালো।"

"হ্যালো, ফাইন।" মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর দিলেন জেনারেল। আর ঠিক তখনি তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য স্থির হল। নিমেষেই তিনি বুঝলেন যাদের সঙ্গে করমর্দন করেছেন তাঁরা ব্রিটিশ।

রোগীদের দিকে এক লহমা তাকালেন তিনি। তবে কি! তবে কি ভুল করে ব্রিটিশ হাসপাতালে ঢুকে পড়লাম! নিঃসন্দেহ হবার জন্য

ত্রস্তে সরে এলেন ডাক্তারদের টেবিলের পাশে। প্রশ্ন করলেন—"ডক্টরস, হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহে কোন অসুবিধা বোধ করছেন না তো?"

প্রশ্ন করার সময় সবিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন সব ডাক্তারই ব্রিটিশ। অপরাহ্নের ম্লান আলোতে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তারদের দিকে, উত্তরের অপেক্ষায়।

—"হ্যাঁ, সরবরাহ ঠিক আছে, ধন্যবাদ।"

'না, সন্দেহের কোন লেশও নেই ডাক্তারদের অভিব্যক্তিতে। তবে কি হতে পারে? ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি আমি কে, কারণ রোমেলকে চিনতে পারলে ওদের অভিব্যক্তিতে এমন স্বাভাবিকতা কিছুতেই বজায় রাখতে পারতো না ওরা। একটা সম্ভাবনা আছে, জার্মানদের সঙ্গে পোলিশদের চেহারায় খুব মিল আছে। এক্ষেত্রে ওরা বোধ হয় আমাকে পোলিশই ভাবছে।'

বুঝতে পারছিলেন, বিপদের সীমানায় তাঁর পা পড়েছে। মুহূর্তের ত্রস্ততা তাঁর বিপদকে আরও বিপজ্জনক ভাবে ত্বরান্বিত করবে। তাই কোন তাড়াহুড়া না করে, রোগীদের ধীরে সুস্থে পরিদর্শন করতে লাগলেন।

হাসপাতাল জুড়ে ব্রিটিশ ও জার্মান রোগী। জার্মান রোগীরা চমকে উঠলেন। এও কি সম্ভব! রোমেল ব্রিটিশ হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! যে রোমেলকে ধরে দিতে পারলে অজস্র পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ব্রিটিশরা ঘোষণা করেছে, তাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে রোমেল রোগী পরিদর্শন করছেন।

উত্তেজনায় জার্মান রোগীদের কেউ কেউ বিছানার ওপর উঠে বসলেন। রোমেল দৃষ্টিতে তাঁদের আশ্বস্ত করলেন। তবু ওদের শঙ্কিত দৃষ্টি রোমেলকে অনুসরণ করে চললো। রোমেলের উপস্থিতি ওদের রক্তে উত্তেজনায় জোয়ার বয়ে নিয়ে এল।

রোমেল শিয়রে শিয়রে [illegible] ঝাঁকানি

দিয়ে, কাউকে আসতে চাপড়ে দিয়ে তাঁর সহানুভূতি জানালেন। জার্মান সৈন্যরা শিহরিত হলেন। তাঁদের মনে হল, কাঁদের ওপরে যেন পালকের পায়ে হাঁটছেন রোমেল, নিশ্চিত অনায়াস অবহেলায়।

পরিদর্শন শেষ হলে আবার ডাক্তারদের সঙ্গে করমর্দন করলেন রোমেল। ধন্যবাদ জানালেন। ডাক্তাররাও জানালেন বিদায় সম্ভাষণ। রোমেল গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে চাপা স্বরে নির্দেশ দিলেন—"ফুল স্পিডে চালাও।"

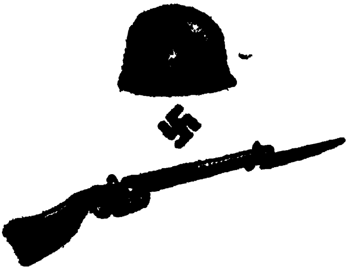
• মুহূর্তে 'ম্যামুট' তীব্র বেগে ছুটে চলল।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবাক হলেন, ম্যামুট এত তড়িঘড়ি ছুটল কেন? ব্যাপারটা তো স্বাভাবিক নয়! কে যেন হঠাৎ বলে উঠল, "ম্যামুট মুহূর্তে দূরে চলে যায়। কারণ ম্যামুটের আরোহী বড় বেগবান, রোমেল গতি ভালবাসেন।"

কে! কে উচ্চারণ করল কথাটা? যেদিক থেকে কথাটা উচ্চারিত হয়েছিল সেদিকে দৃষ্টি যেতেই দেখা গেল, আহত জার্মান সৈনিকেরা উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিস্ময় রূপান্তরিত হল আপসোসে। ইস্! রোমেল হাতের মুঠো থেকে এভাবে বেরিয়ে গেল! গোলন্দাজদের কাছে নির্দেশ গেল—এখুনি যত দূর পাল্লার গোলা আছে দাগো। একটু আগে ম্যামুট গাড়িটা যে পথে ছুটেছে, সেই পথ লক্ষ্য করে ক্রমাগত গোলা ছুঁড়ে যাও।

কিন্তু তখন একটু দেরি হয়ে গেছে। মরুত্রাস রোমেলের ম্যামুট গাড়ি গোলার সীমানার বাইরে চলে গেছে।



"ফ্যুয়ার, হয়তো জয়কে আমাদের সঙ্গী করা সম্ভব হত, কিন্তু গ্রাজিয়ানির পরাজয় আমাদের সমস্ত বিশ্বাসের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আমাদের যে কোন তুচ্ছ পরাজয়ও মিত্রবাহিনীকে দারুণ স্নায়ুশক্তি জোগাবে।"—উনিশে জানুয়ারি, উনিশশো একচল্লিশের এক বিশেষ আলোচনা সভায়, শোকাচ্ছন্ন মুখে মুসোলিনি জানালেন হিটলারকে।

হিটলার মুখোমুখি বসেছিলেন। টেবিলের ওপরে তাঁর একটি হাত অন্যটির ওপরে আলগোছে পড়েছিল। বরাবরের মতই তাঁর চোখ অতিরিক্ত জ্বলজ্বলে। মুসোলিনির গভীর বিশ্বাস, হিটলার দ্রুত ভাবতে পারেন; তিনি এক অসাধারণ, অলৌকিক আবির্ভাব। মুহূর্তে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবত একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কথা শেষে মুসোলিনি, হিটলারের উত্তরের অপেক্ষায়, উৎসুক চোখে তাকালেন।

হিটলার বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে কথা শুরু করলেন। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চিন্তা করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন—

"উত্তর আফ্রিকায় সামরিক সাহায্য বিপুল পরিমাণে দেব। ডিউস্, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, উত্তর আফ্রিকাকে আমরা কখনই খরচের খাতায় যেতে দেব না। আমি জানি, ইটালির এখন অনেক কিছু প্রয়োজন। প্রয়োজন আছে মাইন-এর, ভারি ট্যাঙ্কের, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের। সবই দেব। দেব এই কারণে যে, আমাদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য একই মোহনায় এসে মিশেছে; আর তা হল মিত্র-শক্তিকে খতম করা। আমরা তা করবই।"—কথা বলতে বলতে হিটলার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখের রঙ টকটকে আগুনের মত হয়ে উঠল। টেবিলের ওপর মুষ্ঠাঘাত করে গভীর প্রত্যয়ে তিনি আবার উচ্চারণ করলেন, "হ্যাঁ, মিত্র শক্তিকে সর্বত্রই চূর্ণ করা হবে।"

ডিউস্ মুসোলিনি আশ্বস্ত হলেন। হিটলারের কথা তাঁর সামনে এক সুখস্বপ্ন এনে দিল। মানসচক্ষে তিনি যেন দেখতে পেলেন, তাঁদেব বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে—বাধাহীন বন্ধনহীন। সবিনয়ে তিনি জানালেন হিটলারকে, "আমরাও ত্রিপলিতে তিন ডিভিশন সৈন্য আনছি, এ ছাড়া একটি আর্মড ডিভিশনও পাঠানো হচ্ছে। আমাদের সব সৈন্য এসে পৌঁছবে বিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে।"

হিটলার গভীর উৎসাহে শুনছিলেন। মুহূর্তের জন্য তিনি ঘুরে তাকালেন ইটালিয়ান সামরিক উপদেষ্টার দিকে। বললেন—"আপনাদের ইচ্ছা নিশ্চয়ই এই যে, জার্মানীর ফিফ্থ লাইট ডিভিশন আপনাদের সঙ্গে যোগদান করুক।"

ডিউস্ অবাক হয়ে তাকালেন। সামরিক উপদেষ্টা সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়লেন, বললেন—"ঠিক এই অনুরোধটাই আপনাকে জানাবো বলে ভেবেছিলাম আমরা।"

হিটলার কোন উত্তর দিলেন না, মৃদু হাসলেন। শাণিত চোখে দেওয়ালে রাখা আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের ফিফ্থ লাইট ডিভিশন যথাসময়ে ত্রিপলিতে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।"

আলোচনা শেষে আশ্বস্ত ডিউস্ ও তাঁর সামরিক উপদেষ্টারা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

উনিশশো একচল্লিশ সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারি, হিটলারের একটি চিঠি পৌঁছেছিল মুসোলিনির কাছে। চিঠিতে হিটলার লিখেছিলেন, "আমি জানি আর পাঁচ দিনের মধ্যেই ট্রিপলিতে ব্রিটিশ সৈন্যদের অবরোধ ভেঙে পড়বে।...জেনারেল রোমেল সম্পর্কে বলছি—তিনি আপনাদের আশাহত করবেন না। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, রোমেল কিছুদিনের মধ্যেই আপনাদের সৈন্যদের মধ্যে বিশেষ আশার সঞ্চার করতে পারবেন।"

হিটলারের নির্দেশে জেনারেল আরউইন রোমেল ট্রিপলিতে পৌঁছেছিলেন উনিশশো একচল্লিশের, ফেব্রুয়ারির বারো তারিখে।

ট্রিপলিতে পৌঁছে প্রথম কয়েকদিন রোমেলের কেটে গেল পরিস্থিতিকে সঠিক ভাবে বুঝে আক্রমণ পরিকল্পনা করতে। রোমেল বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর সামনে প্রতিকূলতা সাগরসমান। আফ্রিকার মরুভূমির বালিতে ভারি ট্যাঙ্ক চালান দুরূহ হবে। জার্মানীর সঙ্গে দূরত্ব সামরিক সরবরাহে প্রতিবন্ধক হতে পারে। প্রথমে তিনি ভেবে নিতে চাইছিলেন, খারাপ কি কি ঘটতে পারে। তারপর পরিকল্পনায় বসেছিলেন, কি করে প্রতিকূলতা অথবা বিপদগুলোকে এড়িয়ে সুফল লাভ করতে পারেন।

রোমেল এক বিচিত্র পরিকল্পনায় হাত দিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের আক্রমণের কথা ভাবলেন। স্থির করলেন, চকিতে আক্রমণ করতে হবে। প্রতিটি আক্রমণের ধারা অন্যটির থেকে ভিন্ন ভাবে পরিচালিত করতে হবে। উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে তড়িৎগতিতে আক্রমণ চালাতে হবে। এমনভাবে আক্রমণ করতে হবে যাতে শত্রুপক্ষ কোনভাবেই বুঝতে না পারে কোথায় আমাদের

সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এভাবে কাজ করতে পারলে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করা সহজসাধ্য হবে।

মিত্রশক্তির মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্সের কাছে জানতে চেয়েছিলেন জেনারেল ওয়াভেল—"জেনারেল রোমেল সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানাও।" আসলে জেনারেল ওয়াভেল ওয়াকিবহাল হতে চাইছিলেন জেনারেল রোমেলের আক্রমণধারা ও অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। রোমেল সম্পর্কিত নানা কথা তাঁর কানে আসছিল। তিনি আশঙ্কিত হচ্ছিলেন।

মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্সও তখন ব্যস্ত ছিল জেনারেল রোমেল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। তাঁরা এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ তখনও করতে পারেননি যা থেকে রোমেল সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠানো যায়। ফলে যা জানতে পেরেছিলেন, জেনারেল ওয়াভেলের কাছে সেই খবরই পৌঁছে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, রোমেল অসাধারণ জেনারেল তেমন নয়। তবে হ্যাঁ, নাৎসি পার্টিতে অনেকের সঙ্গে রোমেলের আঁতাত আছে। পার্টির দৌলতেই রোমেলের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, আফ্রিকায় আসবার সুযোগ ঘটেছে।

মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্সের খবর অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিতে ভরা ছিল। জেনারেল রোমেল কোনদিনই নাৎসি পার্টির সদস্য ছিলেন না, আঁতাতের জোরেও তার পদোন্নতি ঘটেনি। অসাধারণ যোগ্যতায় তিনি পদমর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

উনিশশো একচল্লিশ সালের বিশে মার্চ রাত্রিবেলা রোমেল কয়েকজন সেনানায়ককে ডেকে পাঠালেন। নিভৃতে রোমেল তাঁদের

সঙ্গে বসলেন। খুব ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন, "ক্রেগুস, আগামীকাল থেকে আমরা অপারেশন শুরু করবো, ঝড়ের বেগে আমরা শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো, আক্রমণের ঢেউএ প্রতিপক্ষের সব রকম প্রতিরোধের বাঁধ আমরা চুরমার করবো।"

রোমেল চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন দেওয়ালের মানচিত্রেব পাশে। মানচিত্রের গায়ে কতকগুলি ফ্ল্যাগ-আঁটা আলপিন। তারই একটিকে ধরে রোমেল বললেন—"এ জায়গাটায় অস্ট্রেলিয়ার নাইনথ. ডিভিশন রয়েছে। যতদূর জানি, আমরা যে এখন সহসা আক্রমণ করতে পারি তেমন কোন আশঙ্কা নেই বলেই ওরা মনে করে। এই অবস্থার সুযোগ আমবা নেব। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পরই আমরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওদের আক্রমণ করবো। এমনভাবে আক্রমণ করবো যাতে লিবিয়ার উপকূলের দিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া ওদের আর কোন পথ না থাকে।"

"মনে রাখবেন," রোমেল বলেছিলেন, "আপনাদের শত্রু মোটেই প্রস্তুত নেই। তাই আগামীকাল আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে বিজয়ীর বরমাল্য। গুড লাক।"

সেনানায়কেরা শুধু শুনে গেলেন। রোমেলের কথায় যেন জাদু ছিল, যেন ছিল এক অমোঘ নির্দেশ। রোমেলের স্মিত মুখে কঠিন প্রত্যয়ের আভাস তারা পাচ্ছিলেন। রাত্রির অন্ধকারেই প্রস্তুতিতে মেতে উঠলেন। প্রয়োজনীয় সব কাজ, সব নির্দেশ সেরে বিছানায় শুয়ে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন ভোরের প্রথম আলো ফোটার ক্ষণটির জন্য।

নাইন্‌থ অস্ট্রেলিয়ান ডিভিশনের কম্যাণ্ডার খবরটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি। সেন্‌ট্রি এসে খবরটা দিয়েছিল, "মনে হচ্ছে প্যান্‌জার ডিভিশন এগিয়ে আসছে।"

—"ইম্পসিবল্," কমাণ্ডার নস্যাৎ করে বলেছিলেন। "আমাদের মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্স খবর দিয়েছে এখন জার্মানরা কোন আক্রমণ করবে না।"

—"কিন্তু আমাদের কাছে ওয়্যারলেস-এ খবর এসেছে প্যান্‌জার ডিভিশন এগিয়ে আসছে, রোমেলের নির্দেশেই সম্ভবত এটা ঘটেছে।"

—"হোয়াট!" চমকে উঠেছিলেন কম্যাণ্ডার। রোমেলের নামই তাঁকে চমকে দিয়েছিল। যেখানে রোমেল আছেন সেখানে সবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। তিনি দ্রুত নির্দেশ দিয়েছিলেন—"আর্মি ইনফানট্রির সবাই তৈরী হও। মনে হচ্ছে, আমরা আক্রান্ত হতে চলেছি।"

সেনট্রির খবরে কোন ভুল ছিল না। প্যান্‌জার ডিভিশন সময় নষ্ট করেনি। ঝড়ো বাতাসের বেগে তারা ছুটে এসেছিল অস্ট্রেলিয়ান ডিভিশনের দিকে।

যুদ্ধ খুব সামান্যই হয়েছিল। নাইনথ অস্ট্রেলিয়ান ডিভিশনের কম্যাণ্ডার বেগতিক দেখে নির্দেশ দিয়েছিলেন—"সোলজারস, পিছু হটে লিবিয়ার উপকূলের দিকে এগোও।"

যুদ্ধে পিছু হটা অপমানজনক কিছু নয়, বরঞ্চ ষ্ট্র্যাটেজীর দিক থেকে পিছু হটা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে তা খুবই কৃতিত্বের। অযথা সৈন্যক্ষয় না করে, পিছু হটে এসে পাল্টা আঘাত হানাই যুদ্ধের এক প্রচলিত রীতি। ঝটিকা আক্রমণের মুখে পড়ে অস্ট্রেলিয়ান কম্যাণ্ডার সেই নীতিকেই আশ্রয় করেছিলেন, একত্রিশে মার্চ ভোর বেলা, সূর্য ওঠার অল্প পরে।

রোমেলের চোখে তখন জয়ের নেশা। আফ্রিকার বিরাট মানচিত্রের নীচে দাঁড়িয়ে রং বেরংয়ের আলপিন পুঁতে শত্রুব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনায় রোমেল তখন মত্ত।

ক্ষান্ত, আমাকে দ্রুততর বেগে এগিয়ে যেতে হবে, চাকতে ছত্রভঙ্গ করতে হবে প্রতিপক্ষকে—রোমেলের মনে তখন শুধু এই কথারই ধ্বনি তুলছিল প্রতিধ্বনি, প্রতিনিয়ত।

আর্মি কম্যাণ্ডের এক বিশেষ অনুবোধ এসে পৌঁছল রোমেলের কাছে, "সাইরেনাইকা আবার ছিনিয়ে নিতে হবে। তাই এবার বিশেষ প্রস্তুতি ও বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। আপনি ভেবে চিন্তে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার মতামত আমাদের জানান। এক মাস সময় আপনার সামনে রইলো। এর মধ্যে আপনার মতামত পেতে আমরা আগ্রহী। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আপনার পরিকল্পনাকে আমরা সহৃদয়ভাবেই বিচার বিবেচনা করবো।"

একুশে মার্চ আর্মি কম্যাণ্ডের বিশেষ অনুরোধটি পেয়ে উল্লসিত বোধ করলেন রোমেল। রাত্রির নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে মগ্ন হলেন চিন্তায়। নির্মেঘ আকাশে ঝক্‌ঝকে ঝিকিমিকি তারার মেলা। বাতাস বইছে অল্প অল্প। ধূলোর প্রকোপ নেই। দিনের উত্তাপের শেষে বাতাসে ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রলেপ।

আকাশের দিকে তাকালেও রোমেলের দৃষ্টি হয়েছিল নিরুদ্দেশ। তিনি তাকিয়েছিলেন, অথচ তাঁর চোখে কিছুই পড়ছিল না। চিন্তার মগ্নতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তিনি ভাবছিলেন—'সময় নষ্ট করা মানে সুযোগকে পিছু হটার সুযোগ দেওয়া। চকিত ঝটিকা আক্রমণে আমি ক্রমাগত সুযোগ থেকে পরমতম সুযোগের উৎসের দিকে ধাবিত রয়েছি। আর্মি কম্যাণ্ড আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। এখন যদি আমি তাঁদের আমার মতামত জানাই, তবে তারও অনেক পরে তাঁরা তাঁদের মতামত জানাবেন আমাকে। ইতিমধ্যে মরুভূমিতে বয়ে যাবে অনেক ধূলোর ঝড়, অনেক দিনরাত্রি।'

'অসম্ভব!' ভাবছিলেন তিনি। 'কিছুতেই এভাবে সময়কে বয়ে যেতে দেওয়া যায় না। আর্মি কম্যাণ্ড আমার কাছে যা জানতে

চেয়েছেন, তাঁদের আমি তা জানাব। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি সুযোগ বুঝি বা পাই, তবে অপেক্ষায় থাকার মূঢ়তা আমি দেখাবো না।'

'কিন্তু!' পরিস্থিতির জটিল সমস্যাগুলো ঠিক তখনই তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। 'ব্রিটিশরা বেশ ভালভাবেই তৈরী আছে সাইরে-নাইকায়। আক্রান্ত হলে তারাও সহজে ছেড়ে দেবে না। বরঞ্চ আরও প্যান্‌জার ডিভিশন, মানে ফিফটিনথ্‌ প্যান্‌জার ডিভিশন এলে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ হত।'

সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে অভিজ্ঞতার দাড়িপাল্লায় চুলচেরা হিসেব করছিলেন রোমেল—আর্মি হাইকম্যাণ্ডের অপেক্ষায় না থেকে চকিত আক্রমণের পদ্ধতিকে যদি মরুযুদ্ধে পাথেয় করি তবে কি হতে পারে! ভাল এবং মন্দের পাল্লায় চোখ রেখে তাঁর মনে হয়েছিল ভাল'র পাল্লাই ভারী।

ঝুঁকি নিয়েছিলেন রোমেল। তিনি জানতেন, আর্মি কম্যাণ্ডের মতামত নেবার আগেই যদি আক্রমণ করার ঝুঁকি তিনি নেন এবং তাতে যদি কিছু ভুলচুক ঘটে, যদি পরাভব ঘটে, তবে আর্মি কম্যাণ্ডের কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে; এমনকি অন্য কিছুও ঘটতে পারে……।

আর্মি কম্যাণ্ড প্রতীক্ষায় ছিলেন। রোমেলের রিপোর্ট আসতে তখনও নয়দিন বাকি। রিপোর্টের বদলে এল অন্য খবর। রিপোর্টের আর দরকার নেই। যাকে কেন্দ্র করে রিপোর্ট রচিত হচ্ছিল, সেই সাইরেনাইকা রোমেল ঝটিকার বেগে আক্রমণ করে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

আর্মি কম্যাণ্ড রোমেলের সাফল্যে বিস্মিত হয়েছিলেন। হালডার-এর কপালে কয়েকটি ভাঁজ নেমেছিল। রোমেলের উদ্দামবেগ তাঁর কাছে খুব উৎসাহব্যঞ্জক লাগছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল, রোমেল যেন এক বেগের নেশায় আচ্ছন্ন রয়েছেন। ভাগ্য, সুযোগ ও যোগ্যতায় হয়ত এখনও সব ঠিকমত চলছে, কিন্তু এমন বেগে একটু

ভুলচুক হলে রোমেলের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। আর সে ক্ষতি প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দেবে জার্মানীকেও।

ফ্যুরার হিটলারও চিন্তিত বোধ করছিলেন। তিনি টেলিগ্রাম করে রোমেলকে জানিয়েছিলেন—"অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবেন না, অপেক্ষা করুন ফিফটিনথ্ প্যান্জার ডিভিশন আগে পৌছুক। তার আগে আর এগুবেন না। অন্তত বেনগাজীর দিকে তার আগে মোটেই এগুবেন না।"

হিটলারের টেলিগ্রাম যেদিন রোমেলের কাছে পৌঁছেছিল সেদিনই বেনগাজীতে জার্মান পতাকা উড়েছিল। হাতে ফ্যুরারের নিষেধলিপি নিয়ে রোমেল দেখছিলেন, বেনগাজীতে মৃদু হাওয়ায় জার্মান পতাকা পতপত করে উড়ছে। তাঁর চিবুক স্বভাবসুলভ দৃঢ়ই ছিল, কিন্তু চোখে যেন ছলকে উঠেছিল হাসি।

"তব্রুক আক্রমণ করার কথা এখন ভাববেন না। বরঞ্চ ভাবুন, কিভাবে অচিনলেকের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে। মনে রাখবেন, চার্চিল আফ্রিকার দিকে এখন বিশেষ নজর রাখছেন। আর তা রাখছেন বলেই জেনারেল ওয়াভেলকে সরিয়ে জেনারেল অচিনলেককে আপনার মুখোমুখি নিয়ে এসেছেন। আপনার সামনে শত্রুর আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের আশঙ্কা। আশঙ্কার মোকাবিলা করে আপনাকে এগুতে হলে, এখনই তব্রুক আক্রমণের কোন ঝুঁকি না নিয়ে, বরঞ্চ শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতিই আপনার পক্ষে সময়োপযোগী কাজ হবে।"—যতবার তব্রুকের দিকে রোমেলের নজর যাচ্ছিল ততবারই রোমেলের মনে পড়ছিল ফ্যুরার হিটলারের এই নিষেধাজ্ঞা।

রোমেলের ইচ্ছে করছিল দুরন্তগতিতে তিনি এগিয়ে চলেন, মরু ঝঞ্ঝার চেয়েও দ্রুততরবেগে, ইচ্ছে করছিল শত্রুর ছিন্নভিন্ন প্রতিরোধ

প্রচেষ্টার মধ্যে বিজয়কেতন ওড়াতে। কিন্তু বাদ সাধছিল ফ্যুয়ারের নিষেধাজ্ঞা।

বুঝতে পারছিলেন রোমেল, হিটলারের পেছনে আর একটি মানুষ আছেন যাঁর চোখ মাছের মত স্থির, মুখ পাথরের মত অভিব্যক্তিহীন, ছায়ার মতো যিনি হিটলারের অনুচর—সে জোড্‌ল।

জোড্‌ল গোয়েন্দাসূত্রে খবর পেয়েছিলেন রোমেলের বিজয় গর্ব খর্ব করার জন্য ব্রিটিশরা শিগগিরই একবার প্রচণ্ড চেষ্টা করবে। খবর পেয়ে রোমেলকে সংযত হবার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। আর্মি হাইকম্যাণ্ডের সেই নির্দেশ রোমেলের কাছে নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি করল।

'কিন্তু, না। তব্রুককে হাতছাড়া করা চলে না। ঝুঁকি আছে। কিন্তু যুদ্ধে ঝুঁকি নেই কোথায়! তাছাড়া তব্রুক যদি ব্রিটিশদের হাতে থাকে তবে তা আমাদের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হাইকম্যাণ্ড বুঝতে পারছেন না।'—রোমেল অস্থিরভাবে ভাবছিলেন। জোড্‌ল-এর ওপর রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন।—'জোড্‌ল বুঝতে পারছে না যে প্রতিরোধের প্রয়োজনেই আমাদের তব্রুক দখল করা দরকার।' মিলিটারী ষ্ট্র্যাটেজীতে দক্ষ রোমেল, জোড্‌ল-এর নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন।

'তব্রুক দখল করতে আমি আগে পারিনি। ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু ব্যর্থতা আমার গতিতে যতি টানবে এমনটা আমি হতে দেব না। গতদিনের ব্যর্থতাকে আগামী দিনের সাফল্য দিয়ে ঢেকে ফেলবো। সবচেয়ে বড় কথা, আফ্রিকায় আমাদের প্রয়োজনে তব্রুককে ছিনিয়ে নিতেই হবে। আমাদের কাজ সহজসাধ্য করার জন্য এর প্রয়োজন আছে, আমাদের অস্তিত্বকে সংরক্ষিত রাখতে হলে এর উপযোগিতা আছে।'—ভাবছিলেন, অথচ বুঝে উঠতে পারছিলেন না রোমেল, হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ এড়িয়ে তব্রুক আক্রমণ করাটা তাঁর পক্ষে উচিত কাজ হবে কিনা।

আর্মি হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ অমান্য করার কথা তিনি ভাবছিলেন না। হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ শিরোধার্য করেও কি করে তব্রুক ছিনিয়ে নেওয়া যায়, সেই পথের উৎস সন্ধানে চিন্তায় ভাঁজ নেমেছিল রোমেলের কপালে।

জোড্‌ল-এর কাছে আবার রোমেলের এস. ও. এস. গিয়েছিল।

ফ্যুরার-এর কাছেও পৌঁছেছিল রোমেলের পাঠানো "একান্ত গোপনীয়" চিঠি। দুটি চিঠিরই বক্তব্য এক। 'তব্রুক আক্রমণ করার অনুমতি দিন। এবং তা এখনই।"

—"না, তব্রুক এখনই আক্রমণ করাটা সুবিবেচিত কাজ হবে না। একথা বলছি না যে, আমাদের কাছে তব্রুকের প্রয়োজন কিছু কম আছে। প্রয়োজন নিঃসন্দেহে আছে। কিন্তু আয়োজনেরও তো একটা সময় চাই। এত তড়িঘড়ি কেন? আরও বিশদভাবে চিন্তা করে বরঞ্চ উনিশশো বিয়াল্লিশের জানুয়ারীতে তব্রুক আক্রমণের কথা ভাবুন"—জোড়্‌ল লিখেছিলেন রোমেলকে। কাইটেলও সই করেছিলেন চিঠিতে।

রোমেল তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। মরু যুদ্ধের জেনারেল হিসাবে বুঝতে পারছিলেন, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আফ্রিকার মরুপ্রান্তর-এর অভিজ্ঞতাহীন আর্মি হাইকম্যাণ্ডের যুক্তির দ্বন্দ্ব বাড়ছে। এই দ্বন্দ্বের আড়ালে কেটে যাচ্ছে সময়।

সময় বাঁচাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে রোমেল আবার চিঠি পাঠালেন জোড্‌ল-এর কাছে। লিখলেন, "সময়টা আরও একটু এগিয়ে দিন। অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন যাতে অন্তত তিন মাস আগে অর্থাৎ উনিশশো একচল্লিশের নভেম্বরেই আমি তব্রুক আক্রমণ করতে পারি।"

ছোট্ট উত্তর এসেছিল রোমেলের কাছে।—"আর্মি হাইকম্যাণ্ড পূর্ব সিদ্ধান্তই বহাল রেখেছেন।"

আর্মি হাইকম্যাণ্ড যাই লিখুক না কেন, রোমেল তখন মনে মনে

স্থির করে ফেলেছেন নভেম্বরেই তব্রুক আক্রমণ করবেন। 'যা ঘটে ঘটুক। এ ঝুঁকি না নিয়ে আমার উপায় নেই।'

শেষ চেষ্টা করার জন্য রোমেল বিশেষ বিমানে চড়ে রোমে চলে এলেন। এসেই ফোন করলেন জোড্‌লকে। একটু পরেই ওপাশ থেকে জোড্‌ল-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল।

—"নভেম্বরে আমাকে তব্রুক আক্রমণ করার অনুমতি দিন।" কোনরকম ভনিতা না করে কথা সুরু করলেন রোমেল।"

—"না, তা হয় না। কারণ ব্রিটিশদের আক্রমণ তার আগে আপনাকে প্রতিহত করতে হবে।" বলেছিলেন জোড্‌ল।

—"আমি জানি। শুনেছি সব কথা। একজন জেনারেল হিসাবে আমার প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখেই আমি বলছি—আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই বলুন, কিংবা পাল্টা আক্রমণের জন্যই বলুন, তব্রুক আমাদের চাই এবং নভেম্বরেই তা করতে পারলে সব দিক থেকে ভাল হবে।" দৃঢ়স্বরে জানিয়েছিলেন রোমেল।

—"অকারণে ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কি?" জোড্‌ল-এর শীতল কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল।

—"মোটেই অকারণ ঝুঁকি নয়। পরিস্থিতির বাস্তব দিকে তাকিয়েই আমি কথাগুলো বলছি।"

—"জিতবেনই এমন নিশ্চয়তা কি?"

—"জিতবই। কারণ পরিস্থিতি অনুকূল। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি নভেম্বরে আক্রমণ করতে পারলে সফল হবই।"

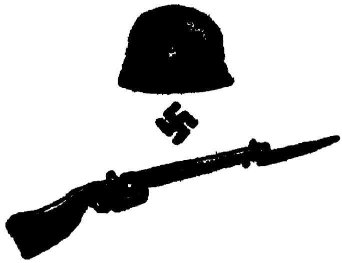
জোড্‌ল আর কথা বাড়াননি, বলেছিলেন—"যদি তাই মনে করেন, তবে তাই করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, ঝুঁকিটা ব্যক্তিগত-ভাবে আপনি নিচ্ছেন।"

চাপা স্বরে গর্জে উঠেছিলেন রোমেল—"এটা কোন ঝুঁকিই নয়। ঝুঁকির প্রশ্নই ওঠে না, যুদ্ধে ঝুঁকি কথাটার কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। যুদ্ধ কথার সঙ্গেই সেটা একাকার হয়ে গেছে। যেখানে যুদ্ধ

আছে সেখানে ঝুঁকিও আছে। তবে আমি মনে করি, তক্রক আক্রমণের মধ্যে আমাদের ঝুঁকির চেয়ে সুযোগ বেশী আছে। কারণ, আবার বলছি, পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল।"

—"বেশ তো। তাই যদি হয়, আপনি আক্রমণের কথা ভাবুন।" কথা শেষ করে জোড্‌ল ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

রোমেলও ফোন নামিয়ে রেখেছিলেন, খট করে শব্দ উঠেছিল। সেই শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই রোমেল ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অল্প পরে একটি প্লেনের প্রপেলার প্রচণ্ডবেগে গর্জে উঠেছিল। আফ্রিকার পথে উড়ে চলেছিলেন রোমেল।



মিত্রবাহিনীর জেনারেল অচিনলেকও বুঝতে পারছিলেন, রোমেলকে যদি প্রতিহত করতে হয় তবে রোমেলেরই মত ঝটিকা আক্রমণের পথ নিতে হবে। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত করে তুলতে হবে। তাঁর সামনে ছিল চার্চিলের নির্দেশপত্র—"নানাদিক থেকে অতর্কিত আক্রমণে রোমেলকে ব্যস্ত রাখুন। মনে রাখবেন, রোমেলকে আমাদের নিজেদের স্বার্থে সংযত রাখতেই হবে।"

অচিনলেক এক পরিকল্পনা করেছিলেন। সামরিক পরিকল্পনাটির নাম "অপারেশন ক্রুশেডার"। চার্চিল "অপারেশন ক্রুশেডার" সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, "অপারেশন ক্রুশেডার" অসাধারণ সাফল্য অর্জন করবে। এমন কি ওয়াটারলু যুদ্ধের মত ঐতিহাসিক কোন গৌরবও বয়ে আনতে পারে ব্রিটিশদের জন্য।

বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। আঠারই নভেম্বর, উনিশশো একচল্লিশের ভোর রাত্রে হেডকোয়ার্টাসে'র সামনে নিঃশব্দে এসে জড় হলেন সৈন্যরা। হাল্কা ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রবাহী গাড়ীর মৃদু গর্জনও শোনা

গেল। বৃষ্টির শব্দ উপচে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল সামরিক গাড়ীর আনা-গোনার আওয়াজ। স্থির হয়েছিল, জেনারেল কানিংহাম তব্রুকের উত্তর-পূর্বে আঘাত হানবেন, জেনারেল নরী মূল আঘাত হানবেন একত্রিশতম কর্পস নিয়ে, জেনারেল গডউইন অষ্টিন আঘাত হানবেন হালফায়াতে।

'অপারেশন ক্রুশেডার' শুরু হতে আর মাত্র কিছুক্ষণ বাকি। ভোরেব অস্ফুট আলোর ইঙ্গিত দেখা দিলেই শুরু হবে যাত্রা। প্রতীক্ষা শুধু জিরো আওয়ারের।

দেখতে দেখতে রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে এল। জেনারেল অচিনলেকের নির্দেশ অনুযায়ী, ঘড়ির কাঁটা ধরে, গাড়ি চলতে শুরু করল। কোনটা ট্যাঙ্ক, কোনটা অস্ত্রবাহী। আরোহীরা সবাই প্রতিজ্ঞায় কঠোব। ঐতিহাসিক 'অপাবেশন ক্রুশেডারেব' কাজ শুরু হল।

রোমেল চকিত আক্রমণ করতে ভালবাসতেন। চকিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাকেও তিনি ভেবে রাখতেন। তিনি বুঝতেন, চকিত আক্রমণে জয়লাভের মত চকিতে আক্রমণ ঘটলে তা প্রতিহত করাও সমান গৌরবজনক। কিন্তু তব্রুক আক্রমণের পরিকল্পনা করার সময় একথা তাঁর মনে জাগেনি যে, জেনাবেল অচিনলেক তাঁবই ঝটিকা আক্রমণেব পথ গ্রহণ করে তাঁকে আক্রমণ করবে। এবং তা এত ব্যাপকভাবে ও এত তাড়াতাড়ি।

বৃষ্টিঝরা বাদলদিনের সকালে রোমেলের কাছে খবর পৌঁছেছিল—"তব্রুকেব উত্তর-পূর্ব দিকে শত্রু সৈন্যরা এগিয়ে আসছে।"

—"কত সৈন্য আছে কিছু বোঝা যাচ্ছে?" জানতে চেয়েছিলেন রোমেল।

"মনে হচ্ছে অন্তত দুই ডিভিশন।" জানিয়েছিলেন মিলিটারী ইনটেলিজেন্সের অফিসারটি।

—"অন্য কোন দিক থেকে আক্রমণ ঘটবে বলে বোঝা যাচ্ছে কি?"

—"মনে হচ্ছে নানাদিক থেকেই আক্রমণ ঘটতে পারে।"

রোমেল কোন উত্তর দেননি। এক দৃষ্টিতে অফিসারটিকে দেখছিলেন। এক লহমার জন্য আকাশের দিকে তাকালেন। ঘন কালো। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। অফিসারটি স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে, চেয়ারে বসে ভাবনায় ডুবে গেলেন রোমেল। এমন অতর্কিত আক্রমণ তিনি নিজে করলে কি ভাবে ও কি পরিকল্পনায় করতেন, তা ভাবলেন: শত্রুপক্ষ নতুন কোন ষ্ট্র্যাটেজী নিতে পারে কিনা তাও চিন্তা করলেন।

'শুধু আক্রমণ প্রতিহত করাই নয়—মাঝে মাঝে পাল্টা আক্রমণও হেনে যেতে হবে।'—রোমেল দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন আফ্রিকান কর্পস-এর সৈন্যরা।

আঠারই নভেম্বরের রাত্রিতে মিত্রবাহিনী বেন-গাজী পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টির দাপট সত্ত্বেও তারা যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য অর্জন করেছিল। সেই রাতেই তাদের কাছে নির্দেশ গিয়েছিল—"আগামীকাল ভোরে শত্রুর অস্ত্রাগার খুঁজে বের করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে।"

রোমেল সেই রাত্রিতেই তাঁর নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন আফ্রিকান কর্পসের কাছে—"পিছু যদি নিতান্তই হটতে হয় তবে ওদের মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত হেনে, সাফল্যের সঙ্গে পিছু হটে আসবেন।"

উনিশে ও বিশে নভেম্বরও মিত্রবাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে চলতে লাগল। বৃষ্টির পর কনকনে শীত। বাতাসে শীতের কামড়। তারই মধ্যে তারা এগিয়ে চলল এল্ ডুডা পর্যন্ত।

'ব্যাপার কি?' অবাক হয়ে ভাবছিলেন জেনারেল কানিংহাম। 'রোমেল তো এভাবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকবার লোক

নন। প্রতিহত করা নয়, প্রত্যাঘাত করাই তাঁর নিত্য অভ্যাস।' কিন্তু সেই অভ্যাসের আভাসটুকুও দেখা যাচ্ছিল না; আর দেখা যাচ্ছিল না বলেই বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন কানিংহাম। বুঝতে পারছিলেন রোমেল আঘাত হানবেনই, অতর্কিতে, তড়িৎ-গতিতে। কিন্তু কোন দিক থেকে, কোন পথে—আগে থাকতে তা ভেবে রাখতে চাইছিলেন তিনি।

অচিনলেকের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। রোমেল প্রবলতর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সিডি রাজেগ-এ মিত্রবাহিনীর চতুর্থ ও সপ্তম সশস্ত্র ব্রিগেড, আফ্রিকান কর্পসের প্রচণ্ড আঘাতের মুখোমুখি হল। রোমেলের আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল মিত্রবাহিনী। ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা যেমন ক্রমাগত আছড়ে পড়ে তেমনি ক্রমাগত মিত্রবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আফ্রিকান কর্পস।

সমস্ত ব্যাপারটা এলোমেলো হয়ে গেলো। সিডি রাজেগ মিত্রবাহিনী দখল করে নিতে না নিতেই দেখা দিল প্রশ্নটা—এক্ষুনি পিছু হটে না গেলে আরও বহু সৈন্যক্ষয়, অস্ত্রক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তবের দিকে তাকিয়ে পিছু হটার সিদ্ধান্তই তারা নিলেন।

ওদিকে জার্মান-ইটালিয়ান সৈন্যদের চোখে সে রাত্রে ঘুম ছিলনা। অপলক ভাবে তারা লক্ষ্য রেখেছিলেন শত্রুঘাঁটির দিকে। সামান্য কিছুর দেখা পেলেই গর্জে উঠছিল তাঁদের দূর পাল্লার বন্দুক।

ভোর রাত্রে একজন জার্মান সৈন্য একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, আবার ভাল করে তাকালেন। পাশের সৈন্যটিকে বললেন, "দেখছ!"

বাইনাকুলার থেকে চোখ না তুলে সঙ্গিটি জবাব দিলেন—"বেয়নেট হাতে কালো কতকগুলি মূর্তি যেন এগিয়ে আসছে।"

প্রথমে আবছা, এগিয়ে আসতে স্পষ্ট দেখা গেল মানুষের মূর্তি। কালচে রং গায়ের। প্রচণ্ড হুঙ্কার দিতে দিতে এগিয়ে আসছে।

ক্রমে তাদের চেনা গেল। আফ্রিকার কিছু বুনো মানুষকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন অচিনলেক। বেয়নেট হাতে শত্রুর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের। শ্লেষের হাসি ফুটে উঠেছিল জার্মান সৈন্যদের মুখে। ট্রিগারে চাপ পড়েছিল। প্রতিটি শব্দের সঙ্গেই কিছু কালো মানুষের লাল রক্ত ছলকে উঠেছিল।

রাত্রির অন্ধকারেই রোমেলের নির্দেশ গিয়েছিল, "অন্ধকার ঘন থাকতে থাকতেই এল ডুডার পথ মাইনে ভরে দাও। এমনভাবে মাইন পেতে রাখ, যাতে শত্রুরা পালাবার চেষ্টা করলে মাইনগুলো তাদের স্তব্ধ করতে পারে।"

মাঝে মাঝে মাইন ফাটার শব্দ ভেসে আসছিল। বোঝা যাচ্ছিল মাইনগুলো বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করছে। আর যখনই মাইন ফাটার শব্দ আসছিল সাফল্যের আনন্দে উদ্দিপ্ত হয়ে উঠেছিল জার্মান সৈন্যদের মুখ। তারা বুঝতে পারছিলেন, শত্রুরা ঘায়েল হচ্ছে।

যুদ্ধের ফলাফলে রোমল উল্লসিত হয়েছিলেন। সিডি রাজেগ বিজয়ের দিন তিনি একুশতম প্যান্‌জার ডিভিশনের জেনারেল-ভন র‍্যাভেনস্টিনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন! অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—"আগামীকাল, রাত্রের মধ্যেই শেষ করে ফেলুন আপনার সব কাজ।"

—"কাল রাত্রের মধ্যে!" বিস্মিত র‍্যাভেনস্টিন প্রশ্ন করেছিলেন।

—"হ্যাঁ, দেখলেন তো চকিত আক্রমণের মুখে কেমন সিডি রাজেগ দখল করে নিলাম। বাকিগুলোও এমনি চকিত আক্রমণের মাধ্যমে আপনি আগামীকাল দখল করে নিন না।"

—"কিন্তু!"

—"কোন কিন্তু নেই।" বাধা দিয়ে বলেছিলেন রোমেল। "আগামীকাল আপনি ডাইনে, বামে কোন দিকে না তাকিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাবেন। শুধুমাত্র সামনে যে বাধা আসবে তাকে

চূর্ণ করে আপনি উত্তরে সালুমএর দিকে এগিয়ে যাবেন। আপনার সঙ্গে থাকবে ট্যাঙ্ক, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী এবং ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান।"

আশ্বস্ত বোধ করছিলেন র‍্যাভেনস্টিন। রোমেল মানচিত্রের কাছে সরে এসে বললেন—"এইদিকে দেখুন, এখান থেকে পঞ্চদশ প্যান্‌জার ডিভিশনের সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে আসবেন জেনারেল নিউম্যান। ওঁরা ফোর্ট ম্যাডালেনাতে জেনারেল কানিংহামএর হেডকোয়ার্টার্সে আঘাত হানবে। এছাড়া পূর্বদিকেও আমাদের এক ডিভিশন সৈন্য একই সময়ে এগিয়ে চলবে। ওদের কাজ হবে এগিয়ে গিয়ে শত্রুঘাটি দখল করে রসদ সংগ্রহ করা। সুতরাং বুঝতে পারছেন, কালকের অভিযানে আপনি একা নন। একটি অর্কেষ্ট্রায় যেমন অনেক বাজনা ও বাদক থাকে কিন্তু মিলিত সুরধ্বনি একটিই জাগে, তেমনি কালকেও আপনারা অনেকে অনেক দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাবেন এবং আমার বিশ্বাস দিনাবসানে আপনাদের সকলের একটিমাত্র অনুভূতিই থাকবে—আর তা হল বিজয়ের সুখকর অনুভূতি। গুড লাক।"

সম্মোহিতের মত শুনছিলেন র‍্যাভেনস্টিন। প্যান্‌জার ডিভিশনের সৈন্যদের কাছে রোমেলের কাহিনী তখন প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিংবদন্তীর নায়ক যেমন অলৌকিক ভাবে অঘটন ঘটাতে পারে, তাঁদের বিশ্বাস ছিল রোমেলও তেমনি অঘটন ঘটাতে পারেন। অবশ্য অঘটন মাত্র একটি ব্যাপারকে ঘিরেই—আর তা হল নিশ্চিত পরাজয়ের ভিতের ওপরে বিজয়ের বিজয় কেতন ওড়ানো। র‍্যাভেনস্টিন কিংবদন্তীর নায়কের মুখে আগামী দিনের যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত বোধ করছিলেন।

রাতটুকু কাটতে না কাটতেই ওরা বেরিয়ে পড়লেন। ভন

র‍্যাভেনস্টিনের বাহিনী দ্রুতবেগে ধাবমান হল। র‍্যাভেনস্টিনের কড়া নির্দেশ ছিল—"পথে শত্রুর চিহ্ন দেখলেই গোলার আঘাতে চুরমার করে দেবে।" ক্রমাগত গোলা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে চললেন তাঁরা। বারুদের গন্ধে বাতাস হল ভারী।

র‍্যাভেনস্টিনেব গতি ও গোলাব আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মিত্রবাহিনীর সপ্তম সশস্ত্র ডিভিশনেব প্রতিরোধ। প্রতিবোধের চেয়ে পলায়নে ব্যস্ত হল তারা। কাতারে কাতারে ব্রিটিশ অস্ত্রবাহী কিংবা রসদবাহী-গাড়ী পালাতে লাগল প্রচণ্ড বেগে।

পালাবার পথে একটা মজাব ব্যাপাব ঘটলো। ব্রিটিশরা পালানোর প্রচেষ্টায় এবং ব্যাভেনস্টিন এগুনোব প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে চলছিলেন। ব্যাভেনস্টিন চলছিলেন সালুম-এব দিকে, ব্রিটিশবা পালিযে যাচ্ছিলেন আরও দূরে, সীমান্তেব দিকে। এই এগুনো আব পালানোব সময় প্রবল গতিতে গাড়ী যাওয়ার ফাঁকে অনেক সময় ব্রিটিশ গাড়ীগুলোকে পেরিযে এগিযে যাচ্ছিল র‍্যাভেনস্টিনেব বাহিনী। আবাব কখনও র‍্যাভেনস্টিনেব বাহিনীকে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ব্রিটিশ গাড়ী। অথচ আশ্চর্য ঘটনাটা ব্যাভেনস্টিন লক্ষ্য করেন নি। যদি লক্ষ্য করতেন তাহলে যাবার পথেই প্রচুর ব্রিটিশ গাড়ী, রসদ ও সৈন্যকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পাবতেন। যেহেতু সামনেব দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যাগ্রতা তাই এই ঘটনাটি, যদিও গুরুত্বপূর্ণ, তবু ব্যাভেনস্টিনের চোখে পড়েনি।

আরও অনেক পরে আফ্রিকা যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে, র‍্যাভেনস্টিন যখন মিত্রবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তখন তাকে একজন ব্রিটিশ জেনারেল বলেছিলেন—"আপনি যখন প্রচণ্ড বেগে সালুম-এর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন, সে সময় আমাদের দুটি বড় সরবরাহ কেন্দ্রের পাশ দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষতি করেননি।"

—"বলেন কি!" বিস্মিত র‍্যাভেনস্টিন প্রশ্ন করছিলেন।

—"হ্যাঁ। আর ঐ সরবরাহ কেন্দ্র দুটির ক্ষতি হলে আমরা নিঃসন্দেহে অসুবিধায় পড়তাম।"

—"শুধু অসুবিধাতেই পড়তেন না, যদি আমি জানতাম তবে আপনাদের চরম ক্ষতিও করতে পারতাম। আফ্রিকার যুদ্ধে জয়কে মুঠোর মধ্যে আনতে পারতাম।"

"অপারেশন ক্রুশেডার" তখন ভাঙ্গনের মুখে। রোমেলের প্রচণ্ড আক্রমণ "অপারেশন ক্রুশেডারে"র অস্তিত্বকে করে তুলেছিল বিপন্ন।

রোমেল চাইছিলেন জেনারেল কানিংহামকে আক্রমণে আক্রমণে ব্যাতিব্যাস্ত করে তুলে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে—যেখান থেকে কানিংহাম বাধ্য হন "অপারেশন ক্রুশেডারে"র ব্যাপক আক্রমণ পরিকল্পনাকে বাতিল করতে। রোমেল বুঝতে পারছিলেন, একবার যদি এমনটা ঘটে তবে তব্রুক জয় করতে কোম অসুবিধাই হবে না। কারণ বৃটিশদের মনোবল তাতে ভেঙ্গে পড়বে, ফলে আক্রমণ প্রতিহত করতে কোন তাগিদও তাদের মধ্যে থাকবে না।

"অপারেশন ক্রুশেডারের" খবর পেয়ে একদা চিন্তিত হয়েছিলেন রোমেল। বিধ্বস্ত "অপারেশন ক্রুশেডার"কে সামনে রেখে তিনি চিঠি পাঠিয়েছিলেন ফ্যুরার হিটলারের কাছে, আর্মি হাইকম্যাণ্ডে জোড্ল-এর কাছে। একান্ত গোপনীয় চিঠি। লিখেছিলেন—"এবারকার মতো শত্রুর সমস্ত পরিকল্পনাকে বানচাল আমরা করেছি। কিন্তু এমনভাবে বারবার আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। আমাদের প্রয়োজন আরও অস্ত্র, আরও রসদ, আরও সরবরাহ, আরও জলযান। অনুগ্রহ করে তাড়াতাড়ি পাঠাবেন।"

জেনারেল কানিংহামও বুঝতে পারছিলেন—পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে "অপারেশন ক্রুশেডার" পরিকল্পনাটিকে নতুন করে

ভেবে 'দেখা দরকার। বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল হবে সাময়িকভাবে পরিকল্পনাটিকে বাতিল করা। আবার চুলচেরা হিসাব নিকাশের শেষে কানিংহাম তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন— পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে "অপারেশন ক্রুশেডার" সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক।

রোমেলের চোখে তখন জয়েব নেশা, গতি দুর্বার। প্যান্জার বাহিনী আফ্রিকার আরও গভীরে ঢুকে পড়ল। মিত্রবাহিনীর পঞ্চম আফ্রিকান বিগ্রেড পরাভূত হল. পঞ্চম আফ্রিকান ব্রিগেডের হেড কোয়ার্টার্স' গোলাব আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হল, যানবাহন ভস্ম হল, চার হাজার সৈন্য বন্দী হল

সমস্ত বাধাকে চুরমাব করার তাণ্ডব নেশায় জার্মান সৈন্যরা মত্ত হয়ে সামান্যতম থেকে প্রবলতম সব রকম প্রতিরোধকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এগিয়ে চললো। বাধা সামান্যই এল। ক্রমে দূরে, আবও দূবে তাবা ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতেও হানা দিল। বন্দী করল ডাক্তারদের। অবস্থা এমন পর্য্যায়ে পৌঁছল যে, ব্রিগেড ও ব্যাটেলিয়ন·কম্যাণ্ডাররা কি কববেন বুঝে উ'‘'ত পারছিলেন না। কোন নির্দেশ তাদেব কাছে পৌঁছচ্ছিল না। কি করেই বা পৌঁছবে! সমস্ত তার ব্যবস্থাকে জার্মানবা নির্মূল করে দিয়েছিল।

এই রকম প্রচণ্ড প্রতিকূলতাব দিনে এক বিশেষ বিমানে করে পৌঁছলেন অচিনলেক। সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর ডেপুটি চিফ্ অব ষ্টাফ রিচি ও টেডাব। মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে তখন প্রচণ্ড ত্রাস, পরিকল্পনাহীন নৈরাজ্য, অসহায়তার আলপথ বেয়ে এগিয়ে আসা বিষণ্ণবোধ।

অচিনলেক শুনেছিলেন, কানিংহাম "অপারেশন ক্রুশেডার"কে

পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি এই ঘোষণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। সেদিনই এই ঘোষণাকে সংশোধন করে জানালেন—"অপারেশন ক্রুশেডার" বাতিল করার প্রশ্নই ওঠে না। আক্রমণ বন্ধ করার কোন মানেই হয় না। কারণ যদিও প্রাথমিক বিপর্যায় কিছু ঘটে গেছে, তবু পরিণামে আমরা জয়ী হবই। কেননা আমাদের জয়ের জন্যই অনেক ভেবে "অপারেশন ক্রুশেডার" পরিকল্পনাটি খাড়া করা হয়েছে।

অচিনলেকের হাতে সময় বেশী ছিল না। সেদিনই কায়রো ফিরে গিয়েছিলেন। ত্রস্তে ডেকেছিলেন সেক্রেটারীকে। একটি চিঠি ডিকটেশন করে বলেছিলেন, "এখুনি টাইপ করে দাও।" কিছু-ক্ষণের মধ্যেই চিঠিটি টাইপ করা হয়ে গিয়েছিল। চিঠির নীচে সই করেছিলেন অচিনলেক। ছোট্ট চিঠি, সামরিক নির্দেশনামা। সেই নির্দেশনামায় উল্লেখিত হয়েছিল, অতঃপর কানিংহাম-এর কাজের ভার নেবেন রিচি।

ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন কানিংহাম।



অচিনলেক বুঝতে পেরেছিলেন, রোমেল সম্পর্কে সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে যে কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতে হবে। রোমেল অতর্কিত আক্রমণে মিত্রশক্তিকে অতিষ্ঠ করে তুলছেন, রোমেল অসাধারণ, রোমেল নিত্য নতুন পন্থা নির্দ্ধারণ করছেন—নানাজনের কাছ থেকে এসব কথা শুনতে শুনতে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, জার্মান সৈন্যদের কথা সহসা কেউ আর উচ্চারণ করতো না। সংক্ষেপে বলত, রোমেল অমুক জায়গায় আক্রমণ করেছেন কিংবা রোমেলের বাহিনী আক্রমণ করেছে। এ রকম বলাটা এতই নিত্য অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার সময় আচনলেককে একজন কর্ণেল, নাম রিচার্ড, বলেছিলেন,—রোমেলের বাহিনী কাল……

—হোয়াট। যেন গর্জে উঠেছিলেন অচিনলেক।

—রোমেলের বাহিনী কাল……। আবার বলতে শুরু করেছিলেন কর্ণেল।

রাগে ফেটে পড়েছিলেন অচিনলেক। আফ্রিকার বিরাট

মানচিত্রটির দিকে তর্জনী তুলে বলেছিলেন—"আফ্রিকার কোথাও রোমেল-বাহিনী বলে কোন বাহিনীর সঙ্গে আমাদের লড়াই নেই। আমাদের লড়াই জার্মান বাহিনীর সঙ্গে। মনে রাখবেন, রোমেল মানে জার্মান বাহিনী নয়।"

মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের ত্রাস, পরাজয়, বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হয়ে অচিনলেক সমস্ত কারণের উৎস যে মানুষটি, সেই রোমেল সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বসেছিলেন।

তিনি পর পর দুটি নির্দেশ দিয়েছিলেন অল্প সময়ের ব্যবধানে। প্রথম নির্দেশটিতে লেখা ছিল—জার্মানরা অতর্কিতে আক্রমণ করছে। আমরা অতর্কিত আক্রমণ এ যাবৎ শুধু প্রতিহত করার চেষ্টা করেছি। এবার থেকে শুধু আক্রমণ প্রতিরোধই নয়। সমানে পাল্টা আক্রমণও হানতে হবে। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম যেখানে জার্মান বাহিনীর দেখা পাওয়া যাবে, সেখানেই আঘাত হানতে হবে। ক্রমাগত আঘাত হানতে হবে। আঘাতে আঘাতে ওদের আক্রমণের স্পর্দ্ধা ও প্রতিরোধের ভিত্‌কে আমরা ধ্বংস করে ফেলবো। জয় আমাদের নিশ্চিত। তবে একথা মনে রাখতে হবে, জয় আমাদের অর্জন করতে হবে পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে—শুধু প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে নয়।

দ্বিতীয় নির্দেশটিতে লেখা ছিল—আমাদের সৈন্যদের কাছে অতিক্রান্ত দিনের সঙ্গে, রোমেল এক কিংবদন্তীর নায়কে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছেন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, রোমেল আর পাঁচজনের মতই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ—অতিমানব কিংবা অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন কিছু নন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, রোমেলকে শুধুমাত্র একজন জার্মান জেনারেল বলেই মনে করুন ও মনে রাখুন; তার বেশী আর কিছু নয়। আর একথাও মনে রাখুন যে, লিবিয়াতে আমাদের শত্রু রোমেল নয়। আমাদের শত্রু জার্মানী। রোমেল জার্মান বাহিনীর একজন জেনারেল মাত্র। সুতরাং রোমেল

মানে জার্মানী নয়। আশা করি এ ভুলটা আপনারা সংশোধন করবেন।

রোমেল ঘূর্ণির বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। উল্লসিত জার্মান সৈন্যরা দেখতে পাচ্ছিলেন যেখানে যুদ্ধ সেখানে রোমেল। দূরে কোথাও নয়, নিভৃত নিরাপদে নয়, যুদ্ধে গোলাগুলির মধ্যে তাঁরা দেখতে পেতেন অকুতোভয় রোমেল তাঁর প্রিয় "ম্যামুট" গাড়ী করে এগিয়ে চলেছেন। ঠোঁটে অস্ফুট হাসির ইশারা, দৃষ্টি শাণিত, চিবুক দৃঢ়।

জার্মান বাহিনীর ট্যাঙ্কের একজন গোলন্দাজ তাঁর স্মৃতি কাহিনীতে রোমেল সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। পটভূমি তব্রুক। তব্রুক জেতার জন্য আগ্রহী রোমেলের অতর্কিত আঘাত প্রতিরোধ করার জন্য ব্রিটিশরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। যুদ্ধ ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। গোলার ধোঁয়ায় বাতাস ভারী হল, আকাশ ঢেকে গেল। ট্যাঙ্কের ডালা খুলে গোলন্দাজটি এতক্ষণ সব দেখছিলেন, দেখে গোলা ছুঁড়তে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আচমকা তাঁর ট্যাঙ্কের সামনেই একটি গোলা ফাটল। ত্রস্তে ট্যাংকের ওপরের ডালা ফেলে দিলেন তিনি। একটু পরেই ডালায় ধাক্কার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। মনে হল, যেন কেউ ডালায় ধাক্কা দিয়ে ডাকছে। গোলন্দাজটি ডালা অল্প একটু খুলতেই দেখলেন একটি মুখ উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছে। মুখের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলেন তিনি। তাড়াতাড়ি ডালা খুলে মুখ বের করে স্যালুট করলেন। রোমেল, জেনারেল রোমেল তাঁর সামনে, বারুদে ভারী হওয়া বাতাস, গোলাগুলির তীব্র শব্দের মধ্যে—তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

একটুও সময় নষ্ট না করে রোমেল বললেন, "ঠিক ডানদিকের

কোণে, এখানে থেকে তিন ফার্লংএর কিছু বেশী দূরত্বে ব্রিটিশদের কিছু ট্যাঙ্ক আছে দেখে এলাম। ওদিকে গোলা দাগুন।” কথা শেষ করে যেমন এসেছিলেন তেমনি দ্রুত তাঁর ম্যামুট গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন রোমেল।

গোলন্দাজটির কানে তখনও বাজছিল রোমেলের কথা, ‘কিছু ট্যাঙ্ক আছে দেখে এলাম।’ কত অনায়াসে বললেন। যেন এমন কিছু নয়—কিছু ফুল ফুটে আছে। যে কোন মুহূর্তে একটি ট্যাঙ্কের গোলা তাঁর জীবনের ইতি টানতে পারতো। তবু তিনি দেখে এলেন। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় গোলন্দাজটি অভিভূত হলেন।

ডানদিকের কোণের দিকে গোলার গতি ঠিক করার পরই আবার ট্যাঙ্কের চারপাশে গোলার বৃষ্টি এসে পড়তে লাগলো। ট্যাঙ্কের ডালা ফেলে দিলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল, এই গোলা-গুলির মধ্যে ম্যামুট গাড়ীতে চড়ে রোমেল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রিয় জেনারেলের জন্য মনে উৎকণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন তিনি।

কিছু পরে আবার ডালায় ধাক্কার শব্দ শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে ডালা খুললেন তিনি। সবিস্ময়ে দেখলেন, জেনারেল রোমেল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই একই অভিব্যক্তি। ঠোঁটে চাপা হাসির ইশারা, দৃষ্টি শাণিত, তীক্ষ্ণ চিবুক।

—“দেখে এলাম ওরা পিছু হটেছে। আমাদের কিছু ট্যাঙ্ক ওদের পিছু ধাওয়া করছে। আপনিও ওদের সহযোগী হন।”—কথা শেষ করে রোমেল তাঁর ম্যামুটে চড়ে বসতে না বসতেই গাড়ী ছুটে চলল সামনের দিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকান কর্পস-এ ছিলেন এমন সৈন্যদের বহু জবানীতেই রোমেল সম্পর্কে অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। প্রতিটি কাহিনীর কেন্দ্র-বিন্দু রোমেল, প্রতিপাদ্য বিষয় রোমেলের অসম-সাহসিকতা।

একদিকে যেমন যুদ্ধ প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত, অন্যদিকে যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিকল্পনাও রোমেলকে করতে হত।

আফ্রিকায় এসে, আফ্রিকার পক্ষে উপযোগী এমন এক যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা তিনি ভেবেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত—"মরু যুদ্ধের নিয়মে" এর উল্লেখ আছে। তাতে তিনি বলেছিলেন—আমাদের ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহী বাহিনী আছে। আমরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালাতে পারি, যখন যেদিকে ইচ্ছে আক্রমণ পরিচালিত করতে পারি। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ মোটরবাহী কিংবা ট্যাঙ্ক শক্তিতে আমাদের তুলনায় দুর্বল। সুতরাং আমাদের গতির কাছে ওদের পরাভব এক নিশ্চিত সত্য হিসাবে আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত হবে। শত্রু সৈন্যদের প্রতিরোধকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে হবে। তারপর প্রতিটি টুকরোকে আলাদা করে নিয়ে ধ্বংসের শেষ শিখায় পুড়িয়ে দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, ট্যাঙ্কই হচ্ছে আফ্রিকায় শক্তির উৎস। ট্যাঙ্কই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় করতে পারে এবং পারবে। ট্যাঙ্ক দিয়ে যেমন শত্রুর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করতে হবে, তেমনি নিজ-ট্যাঙ্কের অস্তিত্ব যাতে বজায় থাকে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। রসদ, পেট্রোল ও অস্ত্রশস্ত্র রক্ষা করতে হবে। সুযোগ পেলে শত্রুর থেকে ছিনিয়েও নিতে হবে। কারণ দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে এর প্রয়োজন খুব বেশী।

শত্রুকে সুসংহত হবার সুযোগ কখনই দেওয়া হবে না। আঘাত, ক্রমাগত আঘাত হেনে তাদের তটস্থ রাখতে হবে। কারণ, সুসংহত হবার সুযোগ পেলেই ওরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আর প্রতিরোধ গড়ে তুললে আমাদের অগ্রগতির পক্ষে তা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করতে পারে।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি, ক্ষিপ্রগতিতে, চকিতে আক্রমণ করতে পারলে জয় একটা অনায়াস লভ্য অভ্যাসে পরিণত হতে পারে।

একজন কম্যাণ্ডার ইন্ চিফ্ এর কাজ হবে শুধু সৈন্যদের নির্দেশ দেওয়াই নয়, যুদ্ধের সামনের সারিতে থেকে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণও করতে হবে। কারণ, তার উপস্থিতি সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করবে।

"মরু যুদ্ধের নিয়ম"এ রোমেল যা লিখেছিলেন তার প্রতিটি ছত্র নিজে পালন করে সহযোগী সৈন্যদেরও পালনে উৎসাহিত করেছিলেন।

তব্রুকের আশে পাশে গোলার শব্দ থামল না। সিডি রাজেগ যেহেতু ছিল তব্রুকের প্রবেশ পথ, সেহেতু সেখানেই যুদ্ধের প্রচণ্ডতা সবচেয়ে বেশী ছিল। অচিনলেক শেষ লড়াই লড়ছিলেন। তিনি জানতেন, 'এ লড়াইয়ে আমাকে জিততেই হবে। "অপারেশন ক্রশেডার"-কে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। যদি "অপারেশন ক্রুশেডার" ব্যর্থ হয়, তবে আফ্রিকাতে মিত্রবাহিনীর পরিস্থিতি হয়ে পড়বে সঙ্গীন।'

অচিনলেকের লক্ষ্য তখন তব্রুক। 'সিডি রাজেগ, ডিঙ্গিয়ে তব্রুকের দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। আগে 'সিডি রাজেগ'কে হাতের মুঠোয় আনতে হবে তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে চকিত আক্রমণে তব্রুক ছিনিয়ে নিতে হবে।' অচিনলেকের 'চরম নির্দেশ' সেনানায়কদের হাতে পৌঁছেছিল—"সিডি রাজেগ আমরা ছিনিয়ে নেবই, তারপর সহজেই আমরা তব্রুক জয় করবো। আমাদের প্রথম আফ্রিকান ডিভিশন ও সেভেনথ্ আরমর্ড ডিভিশন আফ্রিকার বুকে নতুন ইতিহাস রচনা করবে; রোমেলের বিরাট পরাজয়কে ত্বরান্বিত করবে। আপনারা সবাই সর্বতোভাবে ও মিলিতভাবে এই বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করুন ও বিরতিহীন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন।"

অচিনলেক চেয়েছিলেন রোমেলেরই পথ গ্রহণ করে রোমেলকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখতে। রোমেল যেমন চতুর্দিক থেকে চকিত আক্রমণে প্রতিপক্ষকে ব্যস্ত রাখতেন—অচিনলেকও ঠিক তেমনিভাবে রোমেলকে ব্যস্ত রাখার পথ গ্রহণ করলেন। সিডি রাজেগ ও তব্রুকে বিরতিহীন হানার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে জার্মানদের উপর ইতস্ততঃ আক্রমণ চালানোর নির্দেশ তিনি দিলেন।

জেনারেল অচিনলেক ও জেনারেল রিচি জানতেন রোমেল কখনও আশা ছাড়েন না, কোন পরিকল্পনাকে সহসা বাতিল করেন না। তাঁরা জানতেন, রোমেল সিডি রাজেগ কিংবা তব্রুককে সহসা ছেড়ে দেবেন না। এমন কি যদি আদৌ ছেড়ে দিতেই হয়, তাহলেও আবার পাল্টা আক্রমণ হানতে দেরী করবেন না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন—রোমেল যতদিন আফ্রিকায় থাকবেন, ততদিনই তিনি অবিরামভাবে প্রতিপক্ষের ওপর আঘাত হেনে যাবেন।

সপ্তম আরমর্ড ডিভিশন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছিল। প্রতিরোধ তাদের সামনে তোলা হয়েছিল, কিন্তু সিডি রাজেগে সেদিন মিত্রশক্তি সমস্ত প্রতিরোধকে তছনছ করেছিলেন। তব্রুক তাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল।

রোমেল আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে একের পর এক এস. ও. এস. পাঠিয়ে আরও সৈন্য, বারুদ, রসদ ও অস্ত্র চাইছিলেন। কাইটেল, জোড্ল-এর কাছে বারবার চিঠি লিখে জানাচ্ছিলেন যুদ্ধের পরিস্থিতি, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন।

রোমেল আর্মি হাইকম্যাণ্ডের ওপর তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন—বিশেষ করে কাইটেল, জোড্ল ও হালডার-এর প্রতি। বুঝতে পারছিলেন, তাঁর সাহায্য পেতে যে দেরী হচ্ছে তার কারণ আর্মি হাইকম্যাণ্ডের গড়িমসি।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর রোমেল ভাবতেন, 'ক্ষিপ্রতা, যোগ্যতা ও নেতৃত্ব থাকলে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করে তোলা যেতে পারে। 'যুদ্ধে আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু এমন কি কোন যুদ্ধ পৃথিবীতে হয়েছে, যেখানে দীর্ঘদিনের যুদ্ধে জয় এক নিত্য অভ্যাস? জয়ী আমরা বহুক্ষেত্রেই হয়েছি। সময় মত আরও রসদ পেলে যুদ্ধের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন এখনও আমরা ঘটাতে পারি। হাল না ছেড়ে হাল'কে আরও আঁকড়ে ধরলে আমরা লাভবান হতে পারি। কিন্তু কি সীমাহীন মূঢ়তা! সাহায্য পাঠাতে ওঁরা এত দেরি করছেন! পরে যদি আদৌ পাঠান, তখন আর সেই পাঠানোর কোন অর্থই থাকবে না—কারণ, সুযোগ আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে রাখবে। পরাজয় আমাদের সামনে এসে উঁকি দেবে।'

'কিন্তু হিটলার! ফ্যুরার হিটলারও কেন বুঝতে পারছেন না বাস্তব প্রয়োজনীয়তাটুকু।' অবাক হয়ে ভেবেছিলেন রোমেল। 'হিটলার অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন। কোথায় কত সৈন্য আছে, ট্যাঙ্ক আছে সব তাঁর মুখস্থ। কত সৈন্য, ট্যাঙ্ক ক্ষয় হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে সে হিসাবও তাঁকে জানানো হচ্ছে। তিনি নিশ্চয়ই যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বুঝতে পারছেন—আফ্রিকার যুদ্ধে জিততে হলে আরও রসদ, আরও সৈন্য, আরও গোলাগুলি, ট্যাঙ্ক এই মুহূর্তেই পাঠানো দরকার। অথচ আশ্চর্য! এ হেন হিটলারও কিছু করছেন না।'

রোমেল স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, যুক্তির পিঠে যুক্তি সাজিয়ে আঁচ করতে পারছিলেন, ফ্যুরার হিটলারকে ভুল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, হয়তো খবরও খুব সংক্ষেপে তাঁকে জানানো হচ্ছে। একথা মনে হতেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল তিনটি মুখ, অভিব্যক্তিহীন তিন জোড়া চোখ—মাছের মত শীতল—কাইটেল, জোড্‌ল ও হালডারের। বুঝতে পারছিলেন, কাদের অভিজ্ঞ পরামর্শে হিটলার দেরি করছেন,

কাদের 'মূল্যবান মতামতে' আফ্রিকার বুকে জার্মানীর ভাগ্য চির-নির্বাসনের পথ ধরছে।

তাঁর মনে পড়লো, হাইকম্যাণ্ডকে তিনি কিছুদিন আগে উনিশশো একচল্লিশের গ্রীষ্মে জানিয়েছিলেন, মাল্টা দখল করে নিন। কেন মাল্টা দখল করতে চান, সেই কারণগুলোও তিনি লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, "মাল্টাকে যুগপৎ বিমান এবং নৌ-আক্রমণে বিপর্যস্ত করে দখল করে নিতে হবে। এ কাজ যদি আমরা না করি তবে ভুলের মাশুল আমাদের প্রচণ্ডভাবে দিতে হবে। মাল্টা থেকে গোলা হেনে আমাদের বহু রসদ ওরা ডুবিয়ে দিতে পারে। জার্মানী কিংবা ইটালী থেকে পাঠানো রসদ সামনের নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে দিলে আমাদের ক্ষোভের ও আপসোসের সীমা থাকবে না।"

কাইটেল উত্তরে লিখেছিলেন—"রোমেলের বক্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ। মাল্টা আমাদের অবশ্যই দখল করে নেওয়া উচিত। শুধু বুঝতে পারছি না, আপনি গ্রীষ্মের মধ্যেই কাজ শেষ করতে চাইছেন কেন। তড়িঘড়ি নয়, যথাসময়ে ভেবে-চিন্তে আপনার পরামর্শকে রূপায়ণের ব্যবস্থা আমরা করবো।"

ক্ষুব্ধ রোমেল দেখেছিলেন, তাঁর রসদ ও গোলাবারুদের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ-এর সলিল সমাধি ঘটছে মাল্টা থেকে উড়ে আসা গোলার আঘাতে, আগষ্ট মাসে। দু মাস পার হতে না হতেই অক্টোবর মাসে দেখা গেল, জার্মানী থেকে পাঠানো রসদের শতকরা তেষট্টি ভাগ চলে গেছে জলের তলায়। নভেম্বরে সলিল সমাধির হিসাব ওজনে আরও ভারী হল। পাঠানো রসদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মিত্রবাহিনীর গোলার আঘাতে জলের তলায় চলে গেল।

রোমেল আবার খবর পাঠিয়েছিলেন হাইকম্যাণ্ডে, "আপনারা আমাকে যা রসদ কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাচ্ছেন, তাঁর মাত্র পঁচিশভাগ আমি পাচ্ছি আর পঁচাত্তরভাগ পাচ্ছে মাল্টার সামনের ভূমধ্য-সাগরের নীল জল। যা পাঠাচ্ছেন তা আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হতে

পারতো, কিন্তু যা পাচ্ছি অর্থাৎ যতটুকু শেষ পর্যন্ত আমার কাছে এসে পৌঁছচ্ছে তাতে আমার বিশেষ কোন কাজই হচ্ছে না। আমার প্রয়োজনের সিন্ধুতে এই সরবরাহের উপস্থিতি সামান্য একটি বিন্দুতে পরিণত হয়ে পড়ছে।"

অবশেষে হাইকম্যাণ্ডের টনক নড়েছিল। হাইকম্যাণ্ড বুঝেছিল, মাল্টা দখল করা দরকার এবং এখনই। তবু আরও অনেক দেরি হয়েছিল। উনিশশো বিয়াল্লিশের জুনে ভূমধ্যসাগরে অবরোধ গড়ে তোলার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল।

এক বছর আগে রোমেল প্রয়োজনের দিকে চোখ রেখে যা জানিয়েছিলেন, এক বছর পরে তার অনুমতি মিললো। কিন্তু এক বছরে যত রসদ থেকে রোমেল বঞ্চিত হলেন, তা দিয়ে আফ্রিকায় যুদ্ধের পরিস্থিতি যে পাল্টে দেওয়া যেত রোমেল এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

তব্রুক পতনের মুখে বিগত দিনের এইসব কথা মনে পড়ায় এক তীব্র বিতৃষ্ণায় রোমেলের মন ভরে উঠলো। 'মাল্টায় ভুল করা হয়েছিল, ভুলের মাশুলও দিতে হয়েছে। তব্রুকে সাহায্য চাইছি, পাঠাচ্ছে না! এই ভুলের মাশুলও দিতে হবে।' নিজের অজান্তেই সামনের কাগজে লিখে ফেলেছিলেন তিনি।

রসদ সীমিত হয়ে এসেছিল, ট্যাঙ্কেরও প্রচুর ক্ষতি ঘটেছিল। রোমেল তবু বিজয়ের স্বপ্নে উদ্দীপ্ত ছিলেন। অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে জয়কে করায়ত্ত করার দুর্বার প্রচেষ্টায় তিনি দু'বার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফ্রন্টিয়ার গ্যারিসনকে তিনি পাঠিয়েছিলেন সমুদ্রের দিকে, ফ্রন্টিয়ার গ্যারিসনেরই আর একটি অংশকে পাঠিয়েছিলেন ট্রিগ্ কাপুজো-এর দিকে।

রোমেলের ভাগ্য তখন প্রতিকূল। দুটি আক্রমণই ব্যর্থ হল। সেই অন্ধকার রাত্রির শেষ যামে নিদ্রাহীন রোমেল নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন—পরদিনই, মানে চৌঠা ডিসেম্বর

ভোরবেলা থেকে অষ্টআশি মিলিমিটার গানগুলিকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে, খুব কাছ থেকে আঘাত হেনে, শত্রুর প্রতিরোধ ছিন্ন ভিন্ন করে দেবো।

পরদিন আলো ফোটার পরই গোলার শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল সিডি রাজেগ ও তব্রুকের পথপ্রান্তর, সমুদ্র তীর। অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে এনেছিলেন রোমেল। অচিনলেক কল্পনাও করতে পারেননি এমন একটা আক্রমণ ঘটতে পারে বা ঘটানো সম্ভব। প্রবল আক্রমণের মুখে প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়লেও, ক্রমশ তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তবুও প্রতিরোধ ভাঙ্গনের পথ ধরেছিল, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার সেদিন বাদ সাধলো। যুদ্ধ সেদিনের মত সাঙ্গ হল।

রোমেল বুঝতে পারছিলেন, আর একদিন আক্রমণ চালাতে পারলে শত্রু সৈন্যদের সমস্ত প্রতিরোধকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু! চিন্তায় ভাঁজ নেমেছিল তার কপালে— এইটথ্ আর্মি এগিয়ে আসছে। আমাদের রসদ সীমিত। এই সামান্য সমরসম্ভার নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

নিশ্চিত জয়ের মুখে এসেও রোমেল ফিরে চললেন পিছু হটে। শুধুমাত্র রসদের অভাব সেদিন তাঁকে বাধ্য করেছিল সরে যেতে, নিশ্চিত জয়কে ছেড়ে যেতে।

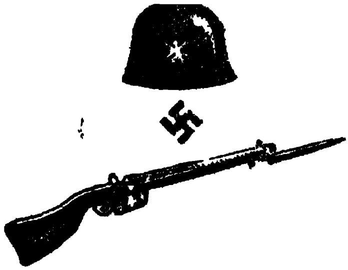
পিছু হটার সময়ও রোমেলকে সতর্ক হতে হয়েছিল। তিনি ফেরার পথে কোন ক্ষয়ক্ষতি চাননি। কারণ তিনি জানতেন, এই সীমিত শক্তি নিয়েও আবার একবার চেষ্টা করতে হবে।

জার্মান সৈন্যদের পিছু হটার খবর মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের উল্লসিত করেছিল। তারা ভেবেছিল, পিছু ধাওয়া করে জার্মানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এ এক সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগের সদ্ব্যবহারে

তারা এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের নায়কদের মধ্যে রোমেল এক ও অনন্য—সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার দৃঢ়চেতা জেনারেল। যদিও রোমেল সতর্ক ছিলেন অকারণ অস্ত্রক্ষয় রোধ করার জন্য—তবুও পাল্টা আঘাতের সুযোগ খুঁজে নিয়ে, প্রচণ্ড আঘাত হেনে, চকিতে পিছু হটে যেতে তিনি ভুল করেননি।

ট্যাঙ্ক সামান্য কিছু অবশিষ্ট, সৈন্য সংখ্যাও বিপুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, সরবরাহও এসে পৌঁছচ্ছেনা; রোমেলের সামনে তখন সমস্যাজটিল প্রহর।

আরও দুঃসংবাদ ইতিমধ্যে তাঁর কানে এসে পৌঁছল। খবর এল, "গাবী"-এর বিরাট রসদ-ভাণ্ডার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোমেল আরও সরে এসে ঘাঁটি গাড়লেন এগ্‌হিলাতে। সরবরাহ পৌঁছানোর প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও রোমেল নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, সরবরাহ পৌঁছলেই আবার তিনি হৃত সব ঘাঁটি দখল করতে পারবেন, আফ্রিকান কর্পসের বিজয় পতাকা আবার তুলে ধরতে পারবেন।



এগ্‌হিলাতে ফিরে এসে রোমেল হিসাব-নিকাশ করতে বসলেন। দেখতে পেলেন মোট চারশো চারটি ট্যাঙ্কের মধ্যে তিনশো ছিয়াশিটি আফ্রিকার যুদ্ধ প্রান্তরের কোন না কোন জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, কালো সেল্যুট ছবির মত স্থির হয়ে। তাঁর এক হাজার যুদ্ধ বিমানের মধ্যে মাত্র দুশোটি ছিল আকাশে উড়বার মতো। তাছাড়া পেট্রোলইবা কোথায়! বিনা জ্বালানীতে আকাশে বিমান উঠবেই বা কি করে!

দু'মাস এক নাগাড়ে যুদ্ধের পর এগ্‌হিলাতে রসদ-এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন—যা আছে তাতে সপ্তাহে তিনদিন খাওয়া চলতে পারে। বাকি চারদিন উপবাস। উপবাস এড়াবার জন্য খাবার মাত্রা কমিয়ে দিলেন তিনি। সবার সঙ্গেই আধপেটা খেতে অভ্যস্ত করে তুললেন নিজেকে। এই অবস্থাতেই রোমেল তার পরবর্তী আক্রমণ পরিকল্পনা গড়ে তুললেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তার সিদ্ধান্তের কথা সৈন্যবাহিনীকে জানিয়েছিলেন। উনিশশো বিয়াল্লিশের বিশে জানুয়ারী, রোমেল

বলেছিলেন—অস্বীকার করে লাভ নেই আমরা এখন বিশেষ প্রতিকূল পরিবেশে রয়েছি। আমাদের ট্যাঙ্ক, বিমান প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। রসদ যা আছে তাতে আধপেটা করে খেলেও মাত্র কয়েকদিন চলতে পারে। এখন চুপ করে বসে থাকার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যুর পথকে আঁকড়ে ধরা, পরাজয়কে মেনে নেওয়া।

—"যদি আর্মি কম্যাণ্ড থেকে সরবরাহ আসে, একটু অপেক্ষা করে দেখলে কেমন হয়! এগ্‌হিলাতে তো আমরা মোটামুটি সুরক্ষিত।" বলেছিলেন রুডল্‌ফ নামে একজন জার্মান সৈন্য।

মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলেন রোমেল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিলেন। তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিলেন—"না, অপেক্ষা করা যায় না। তাতে ঝুঁকি আছে। কারণ আর্মি কম্যাণ্ডের গড়িমসি আমি জানি। আমাদের হাতে সময় নেই, রসদ ফুরিয়ে আসছে। যদি সময়কে গড়িয়ে যেতে দিই তবে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠবে। এখনও যে সুযোগটুকু আছে, সেটুকুও উবে যাবার আগেই আমরা সদ্ব্যবহার করবো।"

রোমেলের কথা সৈন্যদের মধ্যে আবার এক যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের চরম হতাশা বোধের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করছিল, তারা উদ্দীপিত হচ্ছিল।

রোমেল বলেছিলেন—"এবারও একটা বিশেষ সুযোগ আমাদের সামনে আছে, তা হোল, শত্রুপক্ষ ধরেই নিয়েছে, যে যেহেতু আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেহেতু আমরা এখন ওদের আক্রমণ করবো না। যেহেতু এটা ওরা ধরেই নিয়েছ সেহেতু ওরা এখন প্রতিরোধের ব্যাপারে আগের মত আর পূর্ণভাবে প্রস্তুত নেই। এই আমাদের শেষ সুযোগ। এখনই আমাদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে ওদের থেকে ঘাঁটি ছিনিয়ে নিতে হবে, রসদ ছিনিয়ে নিতে হবে, অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে হবে। মনে রাখবেন, আমাদের শুধু বাঁচতেই হবে না, আমাদের বিজয়ীর মর্যাদায় বাঁচতে হবে।"

রোমেল কথা শেষ করলেন। ঘরে নিস্তব্ধতা খেলা করতে লাগল। কেউ কোন কথা বলছিল না, তবু সবার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারছিলেন, সবাই উদ্দীপিত হয়েছে। প্রতিজ্ঞাদীপ্ত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে তিনি জানিয়েছিলেন—কেমন করে কোনদিক থেকে আক্রমণ চালাতে হবে।

উনিসশো বিয়াল্লিশের একুশে ফেব্রুয়ারীর সকালেই খবর পেয়েছিলেন অচিনলেক। খবর পেয়ে চমকে উঠেছিলেন তিনি। প্রথম বিস্ময়ের চমক ভাঙ্গতে ভেবেছিলেন—একমাত্র রোমেলের পক্ষেই এটা সম্ভব। সামান্য সৈন্য নিয়ে এমন অতর্কিত আঘাত একমাত্র তিনিই হানতে পারেন। দ্রুত প্রতিরোধ দৃঢ় করার নির্দেশ দিলেন তিনি।

মিত্রবাহিনীর সৈন্যরাও এই আকস্মিক আক্রমণে বিস্মিত হয়ে পড়েছিল। রোমেলের চকিত আক্রমণের প্রবল বেগের মুখে তাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছিল।

উদ্দাম ঝড়োবাতাসের মত ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে চলেছিল আফ্রিকান কর্পস। মাত্র কিছুক্ষণের আক্রমণ। তারি মধ্যে তারা শত্রুপক্ষের মোট একশো পঞ্চাশটির মধ্যে একশোটি ট্যাঙ্ককে ঘায়েল করল।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যেখানে সৈন্যদের মধ্যে হতাশা, অস্ত্রের অভাব, খাদ্যের অভাব—যেখানে নিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল পরাজয় কিংবা বন্দীদশা—কোন এক মন্ত্রবলে তাদেরই উদ্দীপ্ত করে আফ্রিকার সবচেয়ে দুঃসাহসিকতম যুদ্ধে রোমেল ছিনিয়ে আনলেন বিজয় পতাকা।

এ বাহ্য! সাতই ফেব্রুয়ারী রোমেল আরও দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন। পরাক্রান্ত এইটথ্ আর্মিকে সরাসরি আক্রমণ করলেন। আর একবার অসম্ভবকে সম্ভব করে, রোমেল মাত্র তেইশটি ট্যাঙ্কের ব্যক্তিগত ক্ষতির মধ্য দিয়ে গাজালা, বীর-হাকিম পর্যন্ত পিছু হটিয়ে দিলেন মিত্র বাহিনীকে।

সাতই ফেব্রুয়ারী, উনিশশো বেয়াল্লিশ, মিত্রবাহিনীর তাঁবুতে তাঁবুতে সেদিন স্তব্ধতা, ব্যর্থতার হাহাকার। জার্মান, ইটালিয়ান সৈন্যদের তাঁবুতে বাঁধভাঙ্গা আনন্দের উত্তরোল উল্লাস।

খবর এসে পৌঁছল—সরবরাহ আসছে, ট্যাঙ্ক আসছে, আসছে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র।

রোমেল এক বিশেষ সার্কুলার প্রচার করলেন। সার্কুলারে বলা হল, "দুঃখের প্রতিকূল দিন অতিক্রম করে এখন এক অনুকূল দিনের মোহনায় আমরা এসে পৌঁছেছি। আমাদের যা প্রয়োজন ছিল তা শিগ্‌গীরই এসে যাচ্ছে। আমাদের সাহস ছিল, দুর্বার গতি ছিল—কিন্তু ছিল না রসদ, ছিল না অস্ত্র। বিয়োগের রিক্ত খাতা এখন যোগের ফলে পূর্ণতা পেতে চলেছে। এই আলোকোজ্জ্বল আগামী দিনের প্রতিশ্রুতির মুহূর্তে আমাদের একটিই মাত্র শপথ আছে এবং থাকতে পারে—আর তা হোল—আমাদের শেষ বাধাকেও চূর্ণ করা।"

রোমেল কথা রেখেছিলেন। সাতাশে মে তিনি যে আঘাত হেনেছিলেন তার প্রচণ্ডতা মিত্রবাহিনীকে ভীত চকিত করে তুলেছিল, ওয়ার ক্যাবিনেটের সদস্যদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। নতুন অস্ত্রে সজ্জিত রোমেলের ট্যাঙ্কের ধ্বনি সামনের পথে প্রতিধ্বনি তুলে এগিয়ে চলেছিল।

সতেরই জুন, উনিশশো বেয়াল্লিশ, সিডি রাজেগ-এর দ্বারদেশে এসে রোমেল একবার বাইনাকুলার তুলে নিয়ে তব্রুক-এর দিকে তাকালেন। তব্রুকের দুর্গ চোখের সামনে জেগে উঠতে অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তাঁর মনে পড়ল, যে সাহায্য তার কাছে অতি বিলম্বে পৌঁছল তা যদি যথাসময়ে এসে পৌঁছত, তবে তব্রুক অনেক আগেই দখল করা যেত; রোধ করা যেত অনেক অস্ত্রক্ষয়, লোকক্ষয়।

আরও কিছু পড়ে রাস্তার পাশে ম্যামুট গাড়ীতে বসে রোমেল

দেখছিলেন, সারি সারি ট্যাঙ্ক তব্রুকের দিকে এগিয়ে চলেছে। বুঝতে পারছিলেন—তব্রুক দখল করতে বাকি আছে মাত্র কিছুটা সময়। ট্যাঙ্কগুলো পৌছলেই আবার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে তব্রুককে।

সেইদিনই তব্রুক দুর্গে উড়েছিল জার্মান পতাকা।

আফ্রিকান কর্পস তখন উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম প্রতিটি দিকে সময় ও সুযোগ বুঝে ঝটিকা আক্রমণ চালাচ্ছিল। নতুন সরবরাহ পৌছুনোর পর রোমেল তাঁর 'মরু যুদ্ধের নির্দেশনামা' আবার প্রচার করে বলেছিলেন, "আমরা ঝটিকা আক্রমণে শত্রুপক্ষকে ছিন্ন ভিন্ন করবো। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালাবো। এমনভাবে আক্রমণ চালাতে হবে, যাতে শত্রুপক্ষ বুঝেই উঠতে না পারে যে কোথায় আমাদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি। বরঞ্চ এমনভাবে আক্রমণ চালানো হবে যাতে শত্রুপক্ষের মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি উত্তরেও হতে পারে দক্ষিণেও হতে পারে কিংবা পূর্বে-পশ্চিমেও হতে পারে। এর ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তাতে শত্রুপক্ষে নানা সংশয় দেখা দেবে। আমরা এই পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে এগিয়ে চলবো।

ক্রমাগত এগিয়ে চলতে চলতেই জার্মান কর্পস ও সম্মিলিত ইটালিয়ান বাহিনী 'গাজালা'র কাছাকাছি এসে পৌছলো। ক্রমে পরিস্থিতি এমন হয়ে পড়লো যে 'গাজালা' রক্ষা করা মিত্রবাহিনীর পক্ষে প্রায় দুরূহ বলে মনে হল।

জেনারেল অচিনলেক ও জেনারেল রিচি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, জার্মানদের এত অগ্রগতি কি করে ঘটতে পারে! তাঁরা শুনেছিলেন, শক্তিশালী এইটথ্ আর্মি পরাজিত হয়েছে কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বাস্তব সত্যের মুখে এসেও তাদের মনে জেগেছিল প্রশ্নটা—এও কি সম্ভব!

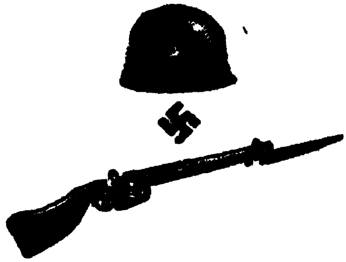
কিন্তু রোমেল তখন অসম্ভবই সম্ভব করছিলেন। একের পর এক।

তব্রুক দখলের মাত্র কয়েকদিন পরে, উনিশশো বিয়াল্লিশের চব্বিশে জুন, রোমেল 'সিডি বারণী'তে উপস্থিত হলেন।

প্রতিরোধ কোথাও মিলেছিল কোথাও বা মেলেইনি, যেখানে মিলেছিল সেখানে সব প্রতিরোধ চুরমার করে এগিয়ে চলেছিল জার্মান কর্পস।

'সিডি বারাণী' দখলের পর দিনই তাঁরা হাজির হয়েছিলেন মেরসা মাত্রুতে'। মনে হয়েছিল মেরসা মাত্রুরও পতন আসন্ন।

অচিনলেক পতনের মুখে রুখে দাঁড়াবার কথা ভাবলেন। তব্রুকে যে ভুল করেছিলেন সেই ভুল শুধরে নেবার চেষ্টায়, তিনি এক নতুন পরিকল্পনায় হাত দিলেন।



উনিশশো বিয়াল্লিশের বাইশে জুন, সকালের ডাকে রোমেলের কাছে যে চিঠিগুলো এসেছিল তারমধ্যে একটি ছিল ফ্যুয়েরারের সই করা ও বিশেষভাবে চিহ্নিত। চিঠিটিতে মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল। রোমেল খুব ধীরে চিঠিটি পড়লেন। তাঁর অভিব্যক্তিতে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

একটু পরে সব চিঠি দেখা শেষ হয়ে গেলে, প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে তিনি ফ্রাউ রোমেলকে চিঠি লিখলেন। লিখলেন,"... এত দূর থেকেও বুঝতে পারছি আজকে যে খবরটা তোমায় দেব, তাতে তোমার মুখ খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। উত্তেজনার গোলাপী আভা এসে ধরা দেবে ম্যানফ্রেডের চিবুকে, মুখে। আমার এই নির্জন ঘরের টেবিলে বসে, ক্ষণিক অবসরে, আমি যেন তোমাদের অভিব্যক্তি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। খবরটা হল—হিটলার আমাকে ফিল্ড মার্শাল পদে অভিষিক্ত করেছেন।...... খবরটায় আমার কিন্তু বিশেষ কোন অনুভূতিই আসেনি। আসলে এই খবরের চেয়ে অনেক আনন্দকর হত আমার পক্ষে

যদি আরও এক ডিভিশন সৈন্য পেতাম, যদি পেতাম আরো সরবরাহ।”

চিঠি লেখা শেষ হলে, রোমেল দেওয়াল জোড়া আফ্রিকার মানচিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আফ্রিকার উত্তর জুড়ে রং-বেরং এর পিন। ত্রিপলিতে নামার পর দীর্ঘ ষোল মাস কেটে গেছে। অবিরাম লড়াই করে এরই মধ্যে পরাজয়ের বহু ভিতের ওপর তিনি উড়িয়েছেন বিজয় কেতন। পরিণামে এসেছে স্বীকৃতি। শত্রু-শিবিরের ফিস্‌ফিসানিতেও প্রতিধ্বনি তোলে তাঁর নাম। ওদের 'মরু-ত্রাস রোমেল' জার্মান শিবিরে মরু-বীর। কিন্তু এখনও বহু কাজ বাকি। রং-চংয়ে আলপিনের যে দিকটা শত্রুপক্ষের এলাকা বলে চিহ্নিত ছিল সেদিকে চোখ রেখে সদ্য ফিল্ড মার্শাল পদে অভিষিক্ত রোমেল ভাবলেন, 'বাকি আছে, এখনও বাকি আছে বহু কাজ।'

অথচ আশ্চর্য, এই কাজগুলো তাঁকে করতে হবে মিলেজুলে নানা ধরনের লোকের সঙ্গে। ইটালিয়ানরা মিত্র পক্ষ। কিন্তু ওদের যেন হীনমন্যতা আক্রমণ করেছে। সব সময়ই ওদের ধারণা, জার্মানরা নেতৃত্ব করবার চেষ্টা করছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

মনে পড়ল, দুটি যুদ্ধে ইটালিয়ানদের ব্যবহারের কথা। প্রথমবার, তব্রুক আক্রমণের সময়। কথা ছিল, একদিক থেকে জার্মানরা অন্যদিক থেকে ইটালিয়ানরা এগিয়ে আসবে, তারপর মিলিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাবে। ইটালিয়ানরা এগিয়েও এসেছিল। জার্মানদের আসতে একটু দেরী হওয়ায় তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তাদের মনে হল, কিছু গোলমাল হয়তো কোথাও ঘটে থাকবে। মনে হতেই তাদের কম্যাণ্ডার আদেশ দিল, সবাই অস্ত্র নামিয়ে, হাত তুলে, আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে দাঁড়াও। দূরে যাদের দেখা যাচ্ছিল তাদের ইংরেজ মনে করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া। লক্ষ্য করে একটু পরে দেখা গেল ওরা ব্রিটিশ নয়, আসলে অস্ট্রেলিয়ান। কম্যাণ্ডার সঙ্গে

সঙ্গে আদেশ দিলেন—ট্রুপস্, অস্ত্র তুলে নাও। এগিয়ে চল।—কথাটা মনে হতেই রোমেলের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল।—'কাওয়ার্ডস, রাইফেল জড়িয়ে ধরে লড়তে না শিখে, নামিয়ে রেখে হাত তোলা যারা রপ্ত করেছে তারা আবার সোলজারস!'

দ্বিতীয় বারের ঘটনাটা ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়ার সৈন্যদের আক্রমণের সময়। অতর্কিতে হানা দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ানরা। রোমেল তখন ইটালিয়ান শিবির পরিদর্শন করছেন। ত্রস্তে ট্রেঞ্চের দিকে ছুটে গেল সবাই। সবার সঙ্গে রোমেলও। ট্রেঞ্চ থেকে রোমেল সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সবাই হাঁটু গেড়ে বসে আছে। 'করছেটা কি ওরা?' ভাবলেন তিনি। দেখলেন তাঁরই আশেপাশে কয়েকজন ইটালিয়ান সৈন্য হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে। অবাক হলেন রোমেল। ইটালিয়ান কম্যাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করলেন "ব্যাপার কি?"

—"ওরা একটু প্রার্থনা সেরে নিচ্ছে, তারপর যুদ্ধ করবে।" জানালেন ইটালিয়ান কম্যাণ্ডার।

"—বলেন কি?" বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলেন রোমেল। "যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ করার আগে প্রার্থনা! আপনি ওদেরকে বলুন, প্রার্থনাটা একটু চটপট সেরে ফেলতে আর রাইফেলটা আঁকড়ে ধরতে। শুনুন, ওদের আর একটু সৈনিক মেজাজের হতে বলুন।" ইটালিয়ান কম্যাণ্ডারের তির্যক দৃষ্টিকে তিরস্কার করে ফিরে এসেছিলেন রোমেল।

ইটালিয়ান সৈন্যদের চেয়ে তাদের কম্যাণ্ডার কিংবা জেনারেলদের ব্যবহার রোমেলকে হতাশ করেছিল বেশী।

তাঁর মনে পড়ল জেনারেল ব্যাটিস্কো এর কথা। উনিশশো একচল্লিশের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল ব্যাটিস্কো এসেছিলেন গাজালাতে রোমেলের সঙ্গে দেখা করতে। প্রাথমিক সৌজন্যের পরই ঝলসে উঠেছিলেন জেনারেল ব্যাটিস্কো। "যুদ্ধের নামে এসব হচ্ছে কি শুনি?"

"কোন্‌টা"—সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছিল রোমেলের।

"এই যে আজেদাবিয়া থেকে সরে আসতে চাইছেন এর পরিণাম কি হবে ভাবতে পারছেন? জল কোথায় গড়াবে বুঝতে পারছেন? এর ফলে ইটালিতে বিশ্রী পরিস্থিতিতে একটা অভ্যুত্থান যে ঘটে যেতে পারে তা জানেন কি?"

—"হয়তো সবটা জানিনা।" রোমেল সংযত ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। "কিছু কিছু আবার জানিও। শুধু জানিই না—বুঝি। আমি জেনেছি এবং বুঝেছি, আমাদের পক্ষে পিছিয়ে আসা প্রয়োজন। পিছিয়ে এসে পাল্টা আঘাত হানলে আমরা জিততে পারি। যদি তা না করি, যদি ওখানেই থেকে যাই, তবে আমাদের বহু সৈন্যকেও চিরকালের জন্য সেখানে রেখে যেতে হবে। অথচ ব্যাপারটা অপ্রয়োজনীয়।"

—"তাহলে আজেদাবিয়া থেকে সরে আসবেনই?" জানতে চেয়েছিলেন জেনারেল ব্যাটিস্কো।

—"হ্যাঁ।" দৃঢ়স্বরে জানালেন রোমেল। "আমি তো আগেই বলেছি, কিছু কিছু ব্যাপার আমি বুঝি। যখন বুঝেছি ওখানে এখন থাকা আত্মহত্যারই সামিল, তখন ওখানে নিশ্চয়ই আমার সৈন্যরা কেউ থাকবে না।" একটু থেমে জেনারেল ব্যাটিস্কোর চোখে চোখ রেখে বলেছিলেন তিনি—"যদি মনে করেন একান্তই প্রয়োজন, কিংবা ইটালির পক্ষে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে, তবে আপনি ইটালিয়ান সৈন্যদের এখানে রাখতে পারেন। কোন জার্মানকে আমি কোনভাবেই এখানে রাখতে নারাজ।"

"এটাই আপনার শেষ সিদ্ধান্ত?" হতাশভাবে জানতে চেয়েছিলেন জেনারেল ব্যাটিস্কো।

"—হ্যাঁ। এ কথাটাই আমি বলছি, বলেছি এবং বলবো। এটাই আমার সিদ্ধান্ত।"

মুখ লাল করে চলে গিয়েছিলেন জেনারেল ব্যাটিস্কো।

আরও একজন জেনারেলের নাম তাঁর মনে পড়ল। জেনারেল কাউন্ট উগো ক্যাভালরিওকে ভালই লেগেছিল রোমেলের। বেশ চটপটে মানুষ। কথাবার্তায় চোস্ত্। অনর্গল কথা বলতে পারেন ইটালিয়ান ও জার্মান ভাষায়। হয়তো এই জেনারেল দুই দেশের সৈন্যদের ভুল বোঝাবুঝি অনেকটা দূর করতে পারতেন।

বাদ সাধলেন সিয়ানো। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ক্যাভেলরিওর ব্যবহার। রোমেলের সঙ্গে এত মেশামেশিও তার ভাল লাগেনি। রোমেল যে ক্যাভেলরিওকে পছন্দ করেন, একথাও তার জানা ছিল। ফলে মুসোলিনীর কানে ক্যাভেলরিও সম্পর্কে যে গোপন-বার্তা তিনি পাঠিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল—"ক্যাভেলরিও লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত শয়তান। মেরুদণ্ডহীন ক্লীব। জার্মানদের বিশ্বস্ত দাস। একটা সত্যিকারের খারাপ লোক কিংবা দুর্জন বলতে যা বোঝায় হুবহু তাই। এমন লোকের থেকে কোন উপকার কোনদিন ঘটে না, ঘটে অপকার। একে প্রশ্রয় দিলে ইটালির পক্ষে সেই অপকারই ঘটে যাবে।"

মুসোলিনীর নাম মনে পড়তে ইটালির মানচিত্রের দিকে চোখ রেখে মৃদু হাসলেন রোমেল। মুসোলিনীও কম উত্তক্ত করেননি তাঁকে। মনে আছে, ইটালির এই ডিক্টেটরই উনিশশো একচল্লিশের সতেরই ডিসেম্বর তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করে বলেছিলেন, "রোমেলই ডোবালো। ওর তড়িঘড়ি আর পরিকল্পনাহীনতাতেই যুদ্ধের মোড ঘুরছে।"—আবার কদিন পর, সাতই ফেব্রুয়ারী, তিনি প্রশস্তি গাইলেন, "আহা! রোমেল কি লড়াইটাই না করলেন! কি বীরত্ব! ট্যাঙ্কের প্রথম সারিতে বসে আক্রমণ পরিচালনা করছেন! যদি বিশ্বাস করতে হয়, তবে একমাত্র রোমেলকেই করা যায়।"

অস্থিরমতি ডিক্টেটরের ভাবাবেগে রোমেল মনে মনে হেসেছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন, আবার কখন মুসোলিনী গর্জে উঠবেন। একরাশ কটু কথা তার জন্য ছড়িয়ে দেবেন বক্তৃতায় কিংবা কোন সাক্ষাৎকারে।

রোমেলের ধারণা সত্যি প্রতিপন্ন হয়েছিল। উনিশশো তেতাল্লিশের পাঁচই জানুয়ারী মুসোলিনী আর একবার ক্ষেদোক্তি করে বলেছিলেন, "রোমেল নামে সেই উন্মাদ জার্মান ফিল্ড মার্শালই আমাদের ডোবাবে। কখন যে এগুচ্ছে কখন যে পেছোচ্ছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। পিছু হটতে হটতে শেষ পর্যন্ত ভরাডুবি না ঘটায় একেবারে।"

টেবিলের সামনে এসে বসতেই বোমেল বর্তমানের জগতে ফিরে এলেন। যেহেতু মিত্রপক্ষ তাই ইট্যালিয়ানদের সহ্য করতেই হবে। চোখ বুলিয়ে নিলেন সারাদিনের করণীয় কি কি আছে। তালিকাটা পড়া হয়ে গেলে সেটি তুলে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে ম্যামুট গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটু পরেই সকাল বেলার টহলে ফিল্ড মার্শাল রোমেলের গাড়ী এগিয়ে চলল।

হিটলারের কুখ্যাত নির্দেশ রোমেলের কাছে পৌঁছালো উনিশশো বেয়াল্লিশের আঠারই অক্টোবর। তাতে লেখা ছিল, "সশস্ত্র কিংবা বিনা অস্ত্রে, যুদ্ধরত কিংবা যোদ্ধার পোশাকে শত্রুপক্ষের কাউকে কখনও ধরতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতে হবে। কোন ক্ষমা নয়, সহানুভূতি নয়, দেখ এবং মার এই নীতি মেনে চলতে হবে।...... যদি কেউ এই নীতি মেনে না চলে, তবে নির্মমভাবে মিলিটারি কানুন অনুযায়ী তাদের মোকাবিলা করা হবে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

ফিল্ড মার্শাল রোমেল নির্দেশনামায় একবার চোখ বুলিয়ে তাঁর পাশে বসা জেনারেল সিগ্‌ফ্রিড ওয়েস্টপাসকে বললেন, "দেয়াশলাই আছে ?

—"কেন, কি হবে ?" জানতে চাইলেন সিগ্‌ফ্রিড।

—"পোড়াবো।" কথা শেষ করে নির্দেশনামা এগিয়ে দিলেন রোমেল।

সিগ্‌ফ্রিড যখন পড়ছিলেন তখন তারই পাশে দাঁড়িয়ে, ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে, রোমেল সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

পড়া শেষ করে সিগ্‌ফ্রিড পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে দিয়েছিলেন। রোমেল নির্দেশনামার গায়ে আগুনের শিখা এগিয়ে দিলেন। কাগজটা পুড়ে কালো হয়ে কুঁকড়ে গেল।

এখানেই রোমেল থামেননি, বন্দী সৈন্যদের প্রতি সৌজন্যের কোন অভাবও কখনও দেখাননি। ব্রিগেডিয়ার ক্লিফটন তাঁর যুদ্ধ স্মৃতিতে লিখেছেন—"যুদ্ধে বন্দী হয়ে, আমি ভবিতব্যের অপেক্ষায় রইলাম। একটু পরে খবর পেলাম রোমেল এসেছেন। কিছুক্ষণ বাদে আমার তলব এল। শুনলাম, রোমেল নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

……রোমেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি তো নিউজিল্যাণ্ডের লোক। ইয়োরোপের যুদ্ধে আপনারা কেন জড়িয়ে পড়ছেন ?…তাঁর কথায় কোন বিদ্বেষ ছিল না, জিঘাংসার কোন ভাব ছিল না, প্রশ্ন করার সময় গলার স্বর যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি শোনাচ্ছিল।"

এই ঘটনার মাত্র ছয় দিন পরে ব্রিগেডিয়ার ক্লিফটন পালাবার চেষ্টা করলেন। সতর্ক জার্মান প্রহরা এড়িয়ে তিনি পালালেন। কিন্তু অচেনা পথ, যানবাহনের অভাব। ধরা পড়লেন।

রোমেল খবর পেয়ে আবার ক্লিফটনকে তলব করলেন। শত্রুসৈন্য দেখলেই হত্যা করার নির্দেশ যার উপর ছিল সেই রোমেলই তাকে হেসে বললেন—"কি ব্যাপার, পালাচ্ছিলেন? আপনাকে দোষ দিইনা। আপনার মত অবস্থায় থাকলে আমিও তাই করতাম।"

—"আমার মত একশো মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হতে পারতেন কি?" ক্লিফটন পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন।

—"না," সহাস্যে বলেছিলেন রোমেল। "আমি বুদ্ধি খাটিয়ে একটা গাড়ী ঠিক ধরে ক'রে জোগাড় করে ফেলতাম।"

রোমেল যখন খ্যাতির শীর্ষে, জয় যখন জার্মানীর নিত্যকার অভ্যাস হয়ে পড়েছিল, তখনই কালের মন্দিরাতে ডঙ্কা বেজেছিল সকলের অজান্তে। জার্মানীর দিকে এগিয়ে আসছিল দুর্দৈব, অমোঘ নিয়তির মত।

সম্ভবত রোমেলও আঁচ করতে পারছিলেন। আগামী দিনগুলোর পরিকল্পনা লিখতে গিয়ে এল-আলমিন-এর কথা লেখার সময় সেই আভাষই ধরা দিয়েছিল।

লিখেছিলেন তিনি, "আমাদের সমস্ত প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে ব্রিটিশরা এখন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে। সামরিক দিক থেকে ওরা সুশিক্ষিত। যুদ্ধের অতীত অভিজ্ঞতা ওদের আছে।...যদিও আমরা পরাক্রমে এখনও শীর্ষে, তবু একথা মনে রাখতে হবে ওদের প্রচুর পেট্রল আছে, আধুনিক বিমান আছে, মোটরবাহী প্রচুর সৈন্য আছে। ......ওদের প্রয়োজনীয় সবই আছে, আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু, তা আছে সামান্যই। ...আমি জানি, বুঝতে পারছি, আফ্রিকায় নতুন করে জয় করার কিছু নেই, কিংবা নতুন কোন সুযোগ মেলা কঠিন হবে। ......আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে দুর্যোগের কালো মেঘ—যার দীর্ঘ কাল ছায়া আচ্ছন্ন করবে আফ্রিকার আকাশ।"

পরিস্থিতি প্রতিকূল, সরবরাহ অপ্রতুল, জয়ের আশা ক্ষীণ জেনেও রোমেল সমস্ত শত্রু আক্রমণকে প্রতিহত করবার পরিকল্পনায় এল. আলামিনে জেনারেল অচিনলেকের মুখোমুখি হলেন।

বর্ষার বিরামহীন ঝটিকার মত বারবার আছড়ে পড়ল ব্রিটিশদের তীব্র আক্রমণ। জুলাই মাস জুড়ে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে গেলেন জেনারেল অচিনলেক। জুলাই মাসের তিরিশ তারিখে, যুদ্ধের বিরতির সময় নিশুতি রাত্রে, অনেক চিন্তায় অতিবাহিত প্রহরের পর, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি, "এখন আর আক্রমণ নয়। বরঞ্চ প্রস্তুতির জন্য আরও কিছু সময় নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে দুর্বার গতিতে আক্রমণ হানতে হবে। এখন সংবরণ, সেপ্টেম্বরে সংহার।

লণ্ডনে দশ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আরও একজন মানুষ চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাসকে ভারী করে তখন একটি পরিকল্পনার কথা লিখছিলেন। একটু আগে তার কাছে পৌঁচেছিল অচিনলেকের বার্তা। কয়েক মুহূর্ত ভেবেই তিনি স্থির করেছিলেন—যুদ্ধের যা পরিস্থিতি তাতে আরও দুটি মাস অতিক্রান্ত হতে দিলে আমাদের আজকের সংবরণই আগামী দিনের সংহারের কারণ হয়ে উঠবে। অচিনলেক নয়, অন্য কোন জেনারেল এখন দরকার, যে ক্রমাগত আক্রমণ চালাবার মানসিকতার অধিকারী।

তাঁর মনে পড়ল জেনারেল আলেকজাণ্ডারের কথা। বিশ্বস্ত এই জেনারেলের নাম মনে আসতে দেরী হয়নি, কারণ আলেকজাণ্ডারের যোগ্যতায় বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। জেনারেল অচিনলেকের নাম কেটে সেদিনই যে নতুন নামটি বসেছিল—তিনি স্বভাবতই আলেকজাণ্ডার।

াই মাসের শেষ দিনে চার্চিল কায়রো এসে হাজির হয়েছিলেন। সেদিনই তাঁর দফতর থেকে প্রচারিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে

জানানো হয়েছিল, "মিডল ইস্ট ফোর্সের কম্যাণ্ডার হলেন জেনারেল আলেকজাণ্ডার—অচিনলেকের জায়গায়।" এ ছাড়া ঘোষিত হল, "জেনারেল মন্টগোমারী এইটথ্ আমির কম্যাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।"

রোমেলের বিরুদ্ধে চরম অভিযান শুরু করা হবে কবে থেকে? নিখুঁত এক পরিকল্পনার শেষে স্থির হল, তেইশে অক্টোবর সূর্যোদয়ের সঙ্গে শুরু হবে অপারেশন এল. অলামিন। শুধুমাত্র জার্মানীর পরাজয়ের পরই সমাপ্তি ঘটবে এর। চার্চিল অভয় দিয়ে জানালেন, 'ব্রিটেন থেকে ইতিমধ্যে আরও দু ডিভিশন সৈন্য এসে পৌঁছবে, ট্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়ে মোট এক হাজার করা হবে।"

"এ ছাড়া" চার্চিল তাঁর জেনারেলদের স্পষ্ট করে জানালেন— "জার্মানদের কোন প্রস্তুতির অবকাশ দেওয়া চলবে না। আমরা ভেতরে ভেতরে যেমন প্রস্তুত হয়ে উঠবো, তেমনি আফ্রিকা জুড়ে জার্মান সৈন্যদের আক্রমণ করে ভটস্থ রাখতে হবে। নৌ-বাহিনীকে সক্রিয় রেখে জার্মানদের যে সরবরাহ নৌ-পথে আসবে তা ডুবিয়ে দিতে হবে।"

রোমেলও প্রতিরোধ জোরদার করার সাধ্যমত চেষ্টা করছিলেন। বারবার চিঠি যাচ্ছিল হেডকোয়র্টার্সে "আরও রসদ পাঠান, পাঠান আরও অস্ত্র।"

হেডকোয়াটার্সে বসে হালডার মৃদু হাসতেন। ফাইলে রোমেলের চিঠি রাখতেন। উত্তরে লিখতেন, "ভেবে দেখছি কতদূর কি করা যায়।" কিন্তু পাঠানো হত না কিছুই। রোমেল-বৈরী এই মানুষটি রোমেলের কোন অনুরোধকেই আমল দিতে চাননি কখনও।

সরবরাহ পৌঁচচ্ছে না, সময় বয়ে যাচ্ছে দেখে রোমেল তার সীমিত শক্তি নিয়ে যা করা সম্ভব তাই করবার এক পরিকল্পনা তৈরী করলেন। উত্তর দিক থেকে দ্রুত সরে এসে মধ্যাঞ্চলে এবং চরম আঘাত দক্ষিণাঞ্চলে হানার জন্য তিনি তৈরী হলেন। প্রস্তুতির কাজ

শেষ হওয়ার পর শেষবারের মত পরিকল্পনার খুঁটিনাটির ওপর চোখ বোলালেন তিনি। তাঁর মনে হল, ঝুঁকি আছে যেমন সম্ভাবনাও আছে তেমনি। বুঝতে পারছিলেন তিনি, এবারের বোঝা-পড়া শেষ বোঝা-পড়া। হয় অষ্টম বাহিনী সাঁড়াসীর মত বেড়াজালে আটকে পড়ে জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে, না হয় জার্মানী আফ্রিকা থেকে পাততাড়ি গুটাবে। তাঁর ভরসা ছিল, মিত্রবাহিনীর জেনারেলরা সহসা আক্রমণের পথ নেবেন না। কেননা তাঁরা যে প্রতিরোধ করতেই শুধু অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন! সে ক্ষেত্রে জয় হবে জার্মানীর পক্ষে এক অনিবার্য ঘটনা।

রোমেল জানতেও পারেন নি, তিনি যে পরিকল্পনা তাঁর একান্ত নিজের বলে মনে করছিলেন হুবহু সে রকমটি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন জেনারেল মণ্টগোমারী ও জেনারেল আলেকজাণ্ডার। রোমেল-এর প্রস্তুতি দেখে তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, রোমেল হাল ছাড়ার লোক নন। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা তিনি করবেন এবং তাঁর শেষ সম্ভাব্য চেষ্টার একমাত্র পথ এই। ফলে রোমেলের গোপন চিন্তা জেনারেল মণ্টগোমারী কিংবা আলেকজাণ্ডারের কাছে ছিল এক প্রকাশিত সত্য।

পরিকল্পনা মত রোমেল আক্রমণ করেছিলেন। পরিকল্পনা মতই জেনারেল মণ্টগোমারীর বাহিনী তা প্রতিরোধ করেছিলেন। সবিস্ময়ে রোমেল দেখেছিলেন, এবার মিত্রবাহিনী শুধু প্রতিরোধই নয়, পাল্টা আক্রমণ করে ধেয়ে আসছে এবং তারা বিশেষভাবে প্রস্তুত।

রোমেল বুঝতে পারছিলেন, আফ্রিকায় পালা বদলের পালা শুরু হয়েছে।

অসুস্থ রোমেল জার্মানীতে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। সেমেরিং-এর হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যুদ্ধের খবর শুনতেন, পড়তেন। পড়া বা শোনা খবর আর তাঁর নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতায়

হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে দেখতে পেতেন—হিসাবে কোথায় যেন ভুল থেকে যাচ্ছে। প্রচারিত খবরের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা ঠিক মিলছে না।

খবর এল সেমেরিংয়ে, হিটলার দেখা করতে চান রোমেলের সঙ্গে। জরুরী প্রয়োজন।

চব্বিশে অক্টোবর, উনিশশো বিয়াল্লিশ রোমেল দেখা করলেন হিটলারের সঙ্গে। হিটলারকে খুব উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিল অশান্ত মনের ঝড়।

—"রোমেল, আফ্রিকার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর খারাপ।"—কথা শেষ করে হিটলার রোমেলকে ভাল করে দেখলেন। একটু থেমে বললেন, —"যদিও আপনি এখনও পুরো সেরে ওঠেননি। তবু উপায় নেই। আফ্রিকার ভার আপনাকে নিতেই হবে।"

রোমেল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে হিটলার আবার বলে উঠলেন,—"জার্মানীর স্বার্থে আপনাকে যেতেই হবে। আপনিই একমাত্র পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।"

রোমেল মৃদু হাসলেন, বললেন, "যাব। শুধু জানতে চাই, কবে আমাকে যেতে হবে?"

—"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।" জানালেন হিটলার।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবলেন রোমেল। মাত্র তিন সপ্তাহ বিশ্রাম তিনি নিয়েছেন। ডাক্তার আরও বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। শরীর এখনও দুর্বল। তবু ডাক যখন এসেছে যেতেই হবে, যাবই।

পরদিন সকাল সাতটার প্লেনে রওনা হলেন তিনি। সকাল আটটায় উত্তর আফ্রিকার জার্মান হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে পৌঁছলেন।

জানালার পাশে বসে রোমেল পড়ছিলেন গত কয়েকদিনের যুদ্ধ

পরিস্থিতির কথা। প্লেন অনেক উঁচুতে উড়ে চলেছিল। পার হয়ে যাচ্ছিল শহর, নগর, বন্দর। কখনও স্পষ্ট, কখনও বা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল নীচের পৃথিবীর দৃশ্য। রোমেলের কোনদিকে দৃষ্টি ছিল না। গত কয়েকদিনের যুদ্ধের খবর তাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। তিনি পড়ছিলেন।

তেইশে অক্টোবরের লড়াই সম্পর্কে উল্লেখ করে তাঁকে জানানো হয়েছিল—শত্রুপক্ষ আক্রমণ শুরু করেছিল রাত ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে। রাতের অন্ধকারে আতসবাজীর মত হাজারে হাজারে গোলা ছুটে এসেছিল। প্রচণ্ড শব্দে রাত্রির নীরবতা ছিন্ন হলেও হতাহতের আর্তনাদ শোনা যায় নি। প্রায় কুড়ি মিনিটের এই অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের মধ্যে অন্য কোন শব্দ শুনবার অবকাশও ছিল না। তারপর শুরু হয়েছিল মর্টারের আক্রমণ। প্রথমে একটা প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের মত শব্দ—হিস্। আকাশ আচ্ছন্ন করে ধোঁয়া, আগুনের আভা। ক্রমাগত তীব্রতর হচ্ছিল আক্রমণ। কিছুক্ষণ পর মর্টারের আক্রমণ বন্ধ হয়েছিল। নেমে এসেছিল নীরবতা। জার্মান ক্যাম্পের চারদিকে কাঁপা কাঁপা আগুনের শিখা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল। খবরের শেষে লেখা ছিল, পরে অবশ্য পাল্টা আক্রমণ হানা হয়েছিল সাফল্যের সঙ্গে।......

অভিজ্ঞ রোমেল বুঝতে পারছিলেন প্রকৃত সত্যটা। তেইশে অক্টোবর যে জার্মানীর প্রচণ্ড ক্ষতিসহ পরাজয় ঘটেছে এটা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল যুদ্ধের যা পরিস্থিতি তাতে পরিবেশ ক্রমশই জার্মানীর পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠছে। সৈন্যদের মনোবল, সরবরাহ ব্যবস্থা সবই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। বুঝতে পারছিলেন চরম লড়াইয়ের দিন আর দূরে নেই। তবু জয়ীর মনোভাব নিয়ে এরই মধ্যে তিনি নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে তুলতে চাইলেন। মিরাকেল, কোন মিরাকেলও তো

ঘটতে পারে। বিশেষ করে স্বয়ং রোমেল যেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেই উপস্থিত।

পরাভবের কারণের উৎসমুখের কথা চিন্তা করতে গিয়ে রোমেলের মনে হল, আক্রমণ যতই জোরালো হক, প্রতিহত করার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। এমনও হতে পারে, ইটালিয়ানরা এবারও ভয়ে প্রথম থেকেই অস্ত্র সংবরণ করেছিল।

অথবা এ-ও হতে পারে, জেনারেল মণ্টগোমারী প্রচুর পরিমাণ সরবরাহ পেয়ে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এক বাহিনীকে সুপরিচালিত করছেন। যদি তাই হয়—রোমেলের মনে হল, তবে আমাদেরও সরবরাহ পাওয়া দরকার এবং প্রচুর পরিমাণে। হীনবল হয়ে প্রবলের সঙ্গে লড়াই কখনও সম্ভব নয়। প্রথমেই হিটলারকে জানাতে হবে, যদি জার্মানীর অস্তিত্ব আফ্রিকাতে জিইয়ে রাখতে চান তবে আর দেরী করবেন না, দ্রুত অস্ত্র, রসদ পাঠান। আমরা এমনিতেই পিছু হটেছি, কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। আরও দেরী হলে আফ্রিকার শেষ সীমানা থেকেও আমাদের সরে আসতে হবে। ছেড়ে আসতে হবে এতদিনের এত উদ্যম, সৈন্যক্ষয়, অর্থব্যয়, সরবরাহের অকৃপণতাকে।

মণ্টগোমারীও ভাবছিলেন। ভাবনায় তিনি একটু বেশী সতর্ক হয়েছিলেন—কারণ এল্. আলামিনের লড়াইয়ের ওপর মিত্রশক্তির আগামী দিনের সাফল্যের সোপানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা তাকে হাতছানি দিচ্ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর প্রতিপক্ষের সেনাপতি রোমেল—মরুযুদ্ধের কিংবদন্তী খ্যাত। বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ মণ্টগোমারী জানতেন, রোমেল সামান্যতম সুযোগও হারান না, বিপর্যয়ের মধ্যেও

সুযোগকে খুঁজে নিতে জানেন। তাই এমন এক স্ট্র্যাটেজীর কথা ভাবতে হবে, যাতে রোমেল বিভ্রান্ত হন, বুঝতে না পারেন মূল আক্রমণ ঘটবে কোথা থেকে।

কি ঘটতে পারে, কি ঘটবে তার চুলচেরা বিচার করে একটি পরিকল্পনার খসড়া তিনি করেছিলেন। ভেবেছিলেন প্রথমে আক্রমণ করতে হবে দক্ষিণ দিকে, কিন্তু তার আগে উত্তর দিকে সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করলে জার্মানরা যখন সেদিকেই প্রতিরক্ষা গড়ে তুলবে তখন শুরু করা হবে উত্তরের আক্রমণ। এই আক্রমণ চলবে বিরতিহীন, বিজয় পর্যন্ত।

প্রস্তুতি চলল। রাত্রির অন্ধকারে উত্তর দিকে এগিয়ে যেত মিত্রবাহিনীর লরি। তার ওপরে সারি সারি গাড়ি, আসলে সেগুলি গাড়ি নয়, গাড়ির মডেল। তার নীচে ছিল ট্যাঙ্ক কিংবা কামান। বোঝার উপায় ছিল না—কাতাবে কাতারে ট্যাঙ্ক চলেছে উত্তরের পথে। ফলে বিভ্রান্ত হল জার্মান গুপ্তচর সংস্থা। তারা বুঝতে পারলো না সঠিকভাবে, কি চলেছে ঐ ধীরগতির গাড়িগুলোর সঙ্গে।

দক্ষিণ দিকেও একইরকমভাবে পরিকল্পনার জাল ছড়ানো হল। একটি ওয়ারলেস ব্যবস্থা চালু করা হল। এটাও ছিল সাজানো ব্যাপার, ওয়ারলেসে খবর পাঠানো হত। সবই সাজানো, ভুয়া খবর। জার্মানরা ওয়ারলেসে খবর পেত। সত্যি ভেবে সেইভাবে প্রস্তুত হত। ফলে বিভ্রান্তি বাড়ছিল খুব দ্রুত।

রোমেল যদি অসুস্থ না হতেন, যদি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আফ্রিকাতে উপস্থিত থাকতে পারতেন, তাহলে যুদ্ধের প্রকৃতি তিনি বুঝতে পারতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে, ছাব্বিশে অক্টোবর তিনি যখন এসে পৌছলেন, তখন কতকটা বাধ্য হয়েই জার্মানি গুপ্তচর সংস্থার দেওয়া খবরের ওপর নির্ভর করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হল তাঁকে। যদিও তিনি জানতেন ওদের অপদার্থতার কথা, তবুও

যুদ্ধের মুখে এসে এছাড়া অন্য কোন উপায় তাঁর ছিল না। সময়ের অপ্রতুলতা রোমেলকে বাধ্য করেছিল পাওয়া খবরের ওপর নির্ভরশীল হতে। তিনি ভাবতেই পারেননি যে, পাওয়া খবর সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তির জাল থেকে। আর এই জালের আড়ালেই রয়েছে সর্বনাশের ফাঁদ।

মাত্র তুদিন আগে রোমেল সেমেরিং-এর হাসপাতালে ছিলেন। তুদিন পরে ফিল্ড মার্শালের পোশাকে জার্মান ট্যাঙ্কের সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন, অসম্ভবের মাঝে সম্ভবের সংকল্প নিয়ে।

আগের দিন ডেকেছিলেন বেয়ারলীনকে—"আমাদের সৈন্য, অস্ত্র, সরবরাহ সবই ভয়াংহ রকমের অপ্রতুল দেখছি।"

—"জার্মানী কিংবা ইটালী থেকে কিছুই তো প্রায় আসছে না।" জানিয়েছিলেন বেয়ারলীন।

—"অকারণে এই যুদ্ধকে আমরা টেনে হিঁচড়ে বাড়িয়ে চলেছি। এতো নিষ্পত্তি হয়েই গেছে। পরিণাম জানি। এভাবে কেউ জিততে পারে না।" তিতি-বিরক্ত গলা ছিল রোমেলের।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, তিনি বলেছিলেন বেয়ারলীনকে—"তবু দেখা যাক। অতর্কিতে আক্রমণ হানবো। মনে হয় সফল হব।"

বেয়ারলীন জানতেন রোমেল পিছু হটতে জানেন না। জানতেন রোমেল যখন এসে পৌঁছেছেন পাল্টা আক্রমণের কথা তিনি আবার ভাববেন এবং করবেন। তিনি সব শুনে মৃত্যু হাসলেন।

জানা ছিল রোমেল পৌঁছেছেন। জানা ছিল যেহেতু পৌঁছেছেন সেহেতু আক্রমণও তিনি করবেন। শুধু জানা ছিলনা কতটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রমণ তিনি করতে পারেন।

ছাব্বিশে অক্টোবর রাত্রে, মিত্রপক্ষ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে আসছিল কম্যাণ্ডারদের জীপ। চাপা গলায়

কিছু নির্দেশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তাঁরা। আক্রমণের প্রস্তুতি তাদের ছিল—প্রতিরক্ষার নয়।

রাত প্রায় নটা বাজল। নিঃশব্দে একজন একজন করে সৈন্য এগিয়ে এলেন। দূরপাল্লার মেসিনগান এর-পাশে বসলেন। ধূ ধূ মরুভূমির মধ্যে তারা প্রস্তুত হয়ে রইলেন। অপেক্ষা শুধু নির্দেশের। তারপরই বিশ্বস্ত কামান, মেশিনগান গর্জে উঠবে একই সঙ্গে। বিজয় পথের যাত্রা হবে শুরু।

অকস্মাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আকাশের বুক চিরে ভেসে এল গুলির শব্দ। একরাশ গোলা ছুটে গেল জার্মান শিবিরের দিকে। কোথাও হয়তো গোলার আঘাতে আগুন জ্বললো। লাল আগুনের শিখা দেখা গেল। একটু পরেই সশব্দে কিছু গোলা এসে পড়ল মিত্রবাহিনীর সৈন্যদের আশেপাশে।

উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের সৈন্যরা এই আক্রমণের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিল না। তারা জানতো রোমেল বড়জোর দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু উত্তর অঞ্চলে নিশ্চয় আক্রমণ করবে না। বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা দেখলেন, রোমেল দক্ষিণের প্রতিরক্ষার সঙ্গে উত্তর-অঞ্চল আক্রমণের পরিকল্পনাও করেছেন।

শুরু হল এল. আলামিনের যুদ্ধ। চাঁদের আলোয় চারদিকের বালি কণা চিকচিক করছে, তারই মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে ফাটতে লাগল শেল, এসে পৌঁছতে লাগল গোলা। মাথার ওপর বাতাস হল ভারী। বাতাসে ভেসে বেড়ালো বারুদের গন্ধ।

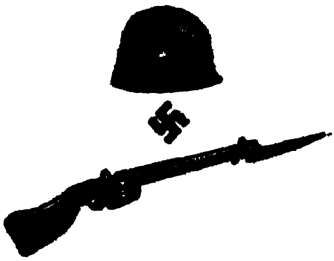
নভেম্বরের দু' তারিখ পর্যন্ত রোমেল সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন, চকিত পাল্টা আক্রমণে মিত্রবাহিনীকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। কিন্তু দোসরা নভেম্বর শুরু হল মিত্রবাহিনীর "অপারেশন সারচার্জ"। চতুর্দিকে প্রবল বেগে চললো আক্রমণ।

সেদিন রাত্রিতে রোমেল স্থির করলেন—আর যুদ্ধ করে লাভ নেই। আর এগুনো নয়, এবার সময় এসেছে পিছু হটার।

তেশরা নভেম্বর সকালে, রোমেলের নির্দেশে জার্মান বাহিনী যখন পিছু হটার কাজ শুরু করেছে, তখন রোমেলের কাছে এসে পৌঁছেছিল ফ্যুয়েরার হিটলারের এক নির্দেশ—"এল. আলামিনের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ শেষ সৈন্য বেঁচে থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ চালাতে হবে। পিছু হটা চলবে না, এক মিলিমিটারও না। মনে রাখবেন, এল. আলামিনে আমাদের সৈন্যদের যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে—হয় যুদ্ধ, নয় মৃত্যু।"

রোমেল হিটলারের নির্দেশে বিস্মিত হয়েছিলেন। যদিও বুঝতে পারছিলেন এই লড়াই-এর কোন মানে হয় না, পরাজয় নিশ্চিত পরিণাম, তবু যেহেতু রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশ তাই সবাইকে এক সার্কুলারে জানালেন তিনি—হিটলার কি চাইছেন!

ক্ষুব্ধ, অসুস্থ, ক্লান্ত রোমেলের মন জুড়ে একটি প্রশ্নই সেদিন তোলপাড় করেছিল—এ কোন্ হিটলার? একি সেই অসামান্য হিটলার? নাকি পরিবর্তিত কোন মানুষ! অনুভূতিতে আলোড়ন তুলে ক্রমাগত ঘুরছিল প্রশ্নটা—এ কোন্ হিটলার…এ কোন্ হিটলার? একি সেই হিটলার?



অতিক্রান্ত দিনের সঙ্গে বুঝতে পারছিলেন রোমেল যে হিটলার সম্পর্কে যৌবনে যে বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন তা স্বপ্নের ফানুসে পরিবর্তিত হয়েছে। হিটলার অলৌকিক অসাধারণত্বের চূড়া থেকে সাধারণত্বের আলপথ বেয়ে নেমে এসেছেন। বিগ্রহ রূপান্তরিত হয়েছে দোষে গুণে ভরা সাদা মাটা মানুষে।

মরুভূমির অস্তাচলমুখী সূর্যের দিকে কখনও বা আনমনে চেয়ে থাকতেন রোমেল। দিগন্তে লাল আলোর ইশারা। আকাশে রঙের রোশনাই। বালিতে আলোর ঝিকিমিকি। তাঁর দৃষ্টিতে এসব ধরা দিত না। সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে থাকতো একটি চিন্তা। তিনি হিটলারকে ঘিরে—হারানো, পাওয়া এবং ভবিষ্যৎ-এর হিসাব নিকাশ করতেন।

ক্রমে ছায়া দীর্ঘতর হত। পশ্চিম আকাশের রক্তরাঙা আলো রক্তাভ থেকে গোলাপী হয়ে একসময় টুপ করে মেঘের আরও পেছনে কোনও গভীর গহনে লুকিয়ে পড়ত। ছায়া ছায়া আলোতে রোমেল পায়চারী করতেন, তাঁর দৃঢ় চিবুক দৃঢ়তর হত, কপালে নামতো

কয়েকটি ভাঁজ। তাঁর মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হত শুধু একটি কথা—হিটলারের নাগপাশ থেকে জার্মানীকে মুক্ত করতে হবে। জার্মানীকে বাঁচাতে হবে।

অথচ দূর থেকে কত শ্রদ্ধা করতেন মানুষটিকে! যৌবনের দিনগুলিতে আদর্শ হিসাবে মনে করতেন তাঁকে। মনে করতেন, হিটলার জার্মানীর মুক্তিদাতা, অসাধারণ কিংবা এক অলৌকিক আবির্ভাব। ভাবতেন জার্মানীকে চরম অবমাননার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে গরিমায় ভাস্বর কোন শিখরে তুলে ধরবার এক সুকঠিন প্রতিজ্ঞায় তিনি অধীর।

প্রথম প্রথম যখন তাঁর কাছে যাবার সুযোগ কিংবা অবকাশ মিলেছিল তখনও রোমেল রোমাঞ্চিত হয়েছেন হিটলারের শাণিত দৃষ্টিতে, সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ে। ভেবেছেন রোমেল—কি আশ্চর্য এক কথার যাদুকর আর কর্মযোগী এই হিটলার। মাত্র ক'টি বছরে বোমার ফোঁকড়, ধ্বংসস্তূপে ভরা জার্মানীতে নতুন জীবনের ইশারা নিয়ে এসেছেন, সমৃদ্ধিকে করেছেন দেশের একান্ত সহচর!

যেহেতু ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, যেহেতু ছিল সুগভীর বিশ্বাস যে হিটলার মহান্, নিমেষে সমাধান করতে পারে সমস্যার, গুণীর দিতে জানেন যোগ্য সম্মান, তাই তাঁর কাছে সরাসরি গিয়ে হাজির হতেন রোমেল। রোমেল জানতেন, কাজে তিনি নিজে কখনও ফাঁকি দেন না, বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, সাফল্যকে সব সময় সহচর করতে চান নিজের—তাই তাঁর প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই সম্মান করেন হিটলার, তাঁর দুঃসাহসিকতাকেও নিশ্চয় করেন শ্রদ্ধা!

রোমেল ভুলতে পারেননি সেই দিনটিকে।

সেদিন তিনি স্থির নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, সৈনিক হিসাবে বুঝতে পেরেছিলেন—জয় জার্মানীর নাগালের বাইরে চলে গেছে, পরাজয়

নিশ্চিত। সেই আসন্ন পরাজয় বরণ করার থেকে পিছু হটে এসে সহসা শত্রুকে আক্রমণ করাই হবে শ্রেষ্ঠ—বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। ভুলের চোরা-বালিতে পা যাতে না পড়ে সেই দিকে চোখ রেখে, তিনি গিয়ে হাজির হয়েছিলেন হিটলারের সামনে। জানাতে চেয়েছিলেন—সামনে বিপদ।

ভেবেছিলেন, হিটলারকে নিরালায় সব বলবেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন, হিটলারকে নিরালায় পাবার কোন আশাই নেই। হিটলারের ঘরে আরও অনেকে আছেন যাঁরা তাঁর স্নেহভাজন। সময় দ্রুত বয়ে চলেছিল। ধাবমান সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে অগত্যা তিনি হিটলারের সামনে গিয়ে স্যালুট করে দাঁড়ালেন।

—"আফ্রিকার সর্বশেষ খবর কি?" জানতে চেয়েছিলেন হিটলার। তাঁর দৃষ্টি বরাবরের মতই শাণিত, উৎসুক, ব্যগ্র।

"ভালই। খুব চমৎকার লড়াই করছে আমাদের সৈন্যরা। আফ্রিকান কর্পস এখন আলেকজান্দ্রিয়ার দুয়ারে"—রোমেল একটু থামলেন।

হিটলারের ভুরু দুটি একটু ওপরে ওঠলো, দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো জিজ্ঞাসা।

"কিন্তু আমরা বিপাকে পড়বো। হ্যাঁ, অকস্মাৎই আমাদের বিপাকের মুখোমুখি হতে হবে: যদি না আরও সৈন্য সরবরাহ করা যায়, যদি না রসদ আরও বাড়ানো হয়।"—রোমেল হিটলারের চোখে চোখ রেখে বললেন।

হিটলার অভিব্যক্তিহীন মুখে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে রোমেলের কথা শুনছিলেন। রোমেলের কথা শেষ হলে, হাত দুটি পেছনে রেখে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে সামনের জানালার দিকে হেঁটে গেলেন। জানালার ওপর স্বস্তিক পতাকা। ঘরময় নিস্তব্ধতা। রোমেল উত্তরের অপেক্ষায় উৎসুক।

এক সময় হিটলার ঘুরে তাকালেন, তাঁর চোখে হাসি ছলকে

উঠলো। সে হাসি যেন তাচ্ছিল্যের, যেন বরাভয়ের। দ্রুত নিজের চেয়ারের দিকে আবার এগিয়ে এলেন তিনি। একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, "ঠিক আছে। শুনে রাখলুম, মনেও রাখবো। শুধু আমার থেকে শুনে যান, আলেকজান্দ্রিয়াকে আমরা জয় করবোই। আফ্রিকাতে সব রকম সরবরাহই যাতে সঠিকভাবে করা হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হবে।"

হিটলার তারপর শুনিয়েছিলেন এক কাহিনী, চমকপ্রদ এক আবিষ্কারের কাহিনী। পরম গোপনীয়তার মধ্যে সেই কাহিনীর সূত্রপাত। চরম নিরাপত্তার জন্য ঐ আবিষ্কার।

মিত্রশক্তি যে নৌবহরে পরাক্রান্ত হিটলার তা জানতেন। জানতেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন, নৌ শক্তিকে শক্তিধর আরও কিছু যন্ত্রের সাহায্যে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। রোমেলও বুঝতেন, জানতেন জার্মানী নৌশক্তিতে একটু কাবুই আছে। এ হেন রোমেলকে হিটলার শোনালেন সেই কাহিনী।

হিটলার বললেন—"আজ এক চমকপ্রদ আনন্দের খবর আপনাদের দিচ্ছি। আমরা একটা প্রচেষ্টায় নেমেছিলাম, আমরা তাতে সফল হয়েছি। এই চেষ্টা আমাদের বহু ব্যর্থতাকে সাফল্যের মোহনায় নিয়ে যাবে। আপনারাই প্রথম এই আবিষ্কারের কাহিনী শুনছেন। আমরা ছোট ছোট জলযান তৈরি করেছি। এগুলি বাতাসের মত দ্রুতগামী, ঝটিকার মত দুর্বার। প্রতিটি জলযানে দুটি করে ৮৮ মি. মি. বন্দুক আছে। এর লক্ষ্য নির্ভুল, অথচ এেকে লক্ষ্য করে আঘাত করাটা খুবই দুরূহ।"

হিটলার একটু থামলেন। মৃদু হাসির সঙ্গে জানালেন, "ব্যাপকভাবে আমরা এটা তৈরী করছি। এখনই এরকম প্রায় দু'শোটি আমাদের আছে। এ সবই আমি আফ্রিকায় পাঠাবো।"

সকৃতজ্ঞ রোমেল সেদিন গভীর আবেগে হিটলারের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন।

রোমেল তারপর অপেক্ষা করেছেন। নিশ্চিন্ত বিশ্বাস বুকে নিয়েই তিনি অপেক্ষায় থেকেছেন আর ভেবেছেন, ফ্যুয়েরার হিটলারের পাঠানো সেই ছোট্ট কিন্তু ভয়ঙ্কর জলযানগুলো নিশ্চয়ই আসবে। প্রতিকূলতার উজান ঠেলে অনুকূলতার দিকে ঐ সব যান নিয়ে তিনি যাবেন এগিয়ে।

প্রতিকূল অনুকূল নানা পরিবেশে, মরুভূমিতে দিনের গনগনে উত্তাপে কিংবা রাত্রির শীতলতার আড়ালে, দিন মাস বছর গড়িয়ে গেলেও হিটলারের সেই বিচিত্র ছোট জলযানটি রোমেলের কাছে পৌঁছল না।

আসলে ঐ রকম কোন জলযান তখন জার্মানীর কোন ফ্যাক্টরী-তেই তৈরী হয়নি। হিটলারের মনে হয়েছিল ঐ রকম একটি জলযান জার্মানীর থাকা দরকার, থাকা প্রয়োজন। হিটলার সেই স্বপ্নের প্রয়োজনের জিনিসটির গল্প তাদের শুনিয়েছিলেন।

ক্রমশ রোমেল বুঝলেন, হিটলার তাকে মিথ্যা আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। হিটলার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ফ্যুয়েরার হিটলার মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন—এই বোধটাই সেদিন রোমেলের চেতনাকে আবিল করে রেখেছিল। তাঁর একান্ত বিশ্বাস প্রবল আবর্তনে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। সেদিনই হিটলার রোমেলের চোখে ভিন্নরূপে ধরা পড়েছিলেন। হিটলার বিগ্রহ, রোমেলের অনুভূতির কাছে ভূলুণ্ঠিত ভূপতিত এক প্রস্তর খণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছিল।

আরও একটি ঘটনা রোমেলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল হিটলার সম্পর্কে কিংবদন্তীর শেষ রেশটুকুও মুছে দিয়েছিল।

উনিশশো বিয়াল্লিশের নভেম্বরের এক রৌদ্রস্নাত দিনে ফ্যুয়েরার হিটলার রোমেলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

রোমেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি—"উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতি কি রকম?"

কোন রকম ভনিতা না করেই বক্তব্য শুরু করেছিলেন রোমেল—"খারাপ। খুবই খারাপ বলা উচিত। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় যে, উত্তর আফ্রিকায় আর সৈন্যক্ষয় করার কোন মানেই হয় না। জয়ের ওখানে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে ভাল হবে যদি উত্তর আফ্রিকা থেকে সব সৈন্যকে সরিয়ে এনে ইটালিকে আরও শক্তিশালী ও সংহত করে তুলি।"

ঝলসে উঠেছিলেন হিটলার। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি খুব সহজেই চেনা যেত। রাগে গনগনে হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ। চোখ জ্বলছিল নিদারুণ এক উত্তেজনায়। টেবিলের ওপর সপাটে এক চাপড় দিয়ে তিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন রোমেলকে।

—"থামুন", বলেছিলেন তিনি। "কিছু পৌরুষহীন লোক সব সময় পরাজয় পরাজয় করে ঘ্যান ঘ্যান করে। আপনি সেই দলের। যেমন আপনি তেমন আপনার সৈন্যরা। সব ভীতু—সবাই।"

একটু থেমেছিলেন হিটলার। তারপর বলেছিলেন—"হত রাশিয়া তো বুঝতেন হাড়ে হাড়ে, এরকম বেয়াক্কেলে কথা বললে হাল্ কি হয়! দেয়ালে সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হত সবাইকে।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে রোমেল দেখছিলেন হিটলারকে।

ফ্যুয়েরার সেখানেই থামেন নি। টেবিলের ওপর আবার এক প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলেছিলেন—"যান, বেরিয়ে যান শীগগির। আপনার সঙ্গে আজে-বাজে-কথা বলে সময় নষ্ট করার চেয়ে অনেক জরুরী কাজ আমার আছে।"

তিতি-বিরক্ত রোমেল স্যালুট করে বেরিয়ে আসতেই পেছন পেছন

ছুটে এসেছিলেন হিটলার। অসহায়ভাবে বলেছিলেন, 'আমি ভয়ঙ্কর স্নায়বিক চাপে আছি। আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না, আমি মার্জনা চাইছি আমার ব্যবহারের জন্য।"

কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। রোমেল স্থির নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন, ফ্যুয়েরার হিটলার ঠিক স্বাভাবিক মানুষ আর নন। তাঁর হাত থেকে জার্মানীকে ছিনিয়ে নিতেই হবে। জার্মানীরই স্বার্থে।

কচিৎ কখনো মিলতো অবকাশ। যুদ্ধের দুন্দুভি ছেড়ে বাড়ির নিরালা নির্জনের দিকে যাত্রা করতেন রোমেল। সেখানে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকতেন রোমেল গৃহিণী ফ্রাউ রোমেল। স্নিগ্ধ সাহচর্যে অতিক্রান্ত হত প্রহর।

ফ্রাউ রোমেলকেও বলেছিলেন রোমেল—"এবার একটা চরম বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।"

"বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই তো আফ্রিকান কর্পসের পোষাক পরেছো।" উত্তর দিয়েছিলেন ফ্রাউ রোমেল।

"না, না, সেই বোঝাপড়া নয়। বাইরের শত্রু নয়।"

"বলছ কি তুমি। এর আগেও তো তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি।"

"পারেনি ঠিক কথা। কিন্তু যখন তারা পারেনি তখন তো তাদের দলে আমি ছিলাম না। আমাকে পেলে, তারা হয়তো পারতেও পারে।" কথা শেষ করে মৃদু হেসেছিলেন তিনি।

ফ্রাউ রোমেল বুঝেছিলেন, কার সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা রোমেল বলছেন, ভাবছেন। অজান্তেই তার চোখ গিয়ে পড়েছিল ঘরে রাখা একটি ছবির ওপর—ফ্যুরার হিটলারের।

ফ্রাউ রোমেলকে তিনি শুনিয়েছিলেন সেই কাহিনী, "জানো, হিটলার বলেছেন আমি নাকি ভীতু, কাপুরুষ।"

"হিটলার পাগল হয়ে গেছেন। সারা জার্মানী তোমাকে শ্রেষ্ঠ জেনারেল বলে জানে, আর উনি বলছেন তুমি ভীরু।" ফ্রাউ রোমেলের গলায় ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্বেষ।

তাদের কথা একসময় আচমকা থেমে গিয়েছিল। শান্ত নির্জন ঘরে এক উদ্দাম বাতাস আথালি-পাথালি করছিল তাদের মন জুড়ে। তাঁরা চাইছিলেন হিটলারের পতন, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলেন না—কি ভাবে, কেমন করে তা হবে। আলোচিত প্রশ্ন কিছুদিনের মধ্যেই সমাধানের পথে এসে মিলেছিল।

রোমেল জানতেন, হিটলারকে হত্যা করার কয়েকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। যদিও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল, তবু পরিকল্পনার আগুন যে ধিকি-ধিকি জ্বলছে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন তিনি। উৎসাহিত বোধ করেছিলেন উৎসমুখের সন্ধানে।

সন্ধান অবশেষে মিলেছিল। রোমেল আঁচ করতে পেরেছিলেন হিটলার বিরোধী শিবিরে কারা আছেন। সুযোগ মতো তাদের সঙ্গে কথাও বলেছিলেন তিনি। মাধ্যম ছিলেন ফ্রাউ রোমেল।

উনিশশো চুয়াল্লিশের কন্‌কনে শীতের দিনে হিটলার-বিরোধী-শিবির জুড়ে সেদিন চকিতে নেমে এসেছিল উষ্ণ উল্লাস,—রোমেল, জার্মানীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সেনানায়ক রোমেলও যখন যোগ দিয়েছেন, তখন হিটলারকে বাঁচায় কে!

কিন্তু—প্রশ্নটা জেগেছিল অনেকের মনে। হিটলার বিরোধী শিবিরে অনেকেই ভাবছিলেন—রোমেল এত দেরীতে যোগ দিচ্ছেন কেন?

কারও বা মনে জেগেছিল—হিটলার-এর পতন সুনিশ্চিত। তাই পতনোন্মুখ হিটলারের দিকে পিছন ফিরে, রোমেল আগামী দিনের পথকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে উন্মুখ।

সব সন্দেহ, সব উদ্বেগে উপচে ছড়িয়ে পড়েছিল গভীর আনন্দ। যে করেই হোক, যত দেরীতেই হোক—তবু তো রোমেল এসেছেন!

হিটলার রোমেলকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। রোমেল সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ফলে ঘটেছিল পদোন্নতি।

হিঠলার আশঙ্কা করেছিলেন—হয় তো সুয়েজের তীর ঘেঁষে মিত্রশক্তি প্রচণ্ড আক্রমণ করতে পারে। তাঁদের সঙ্গে মিলতে পারে বিমানবহর ও পদাতিক। প্রচণ্ড সেই আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেন এমন একজন সেনানায়কের কথা তিনি ভাবছিলেন। নানা বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হিটলার অবশেষে বেছে নিয়েছিলেন রোমেলকে।

রোমেলকে তখন ছুটে যেতে হত বেলজিয়াম, ছুটে যেতে হত ফ্রান্সে। বিমানে যাতায়াতের অনুমতি ছিল না। অনুমতি দেননি হিটলার। তাঁর ধারণা ছিল বিমানে বিপদ বেশী। অতর্কিত আক্রমণে অকারণে নষ্ট হতে পারে জেনারেলের অমূল্য প্রাণ। তাই মোটরেই ভ্রমণ করতে হত রোমেলকে, দীর্ঘপথ, একাদিক্রমে।

বেলজিয়াম, কিংবা ফ্রান্সে সে সময় প্রায়ই দ্রুতগতি মোটর গাড়িতে দেখা যেত একটি মানুষকে। তাঁর চোখের ওপর কালো গগল্‌স, দুরবীন ঝুলছে, তীক্ষ্ণ চিবুক, পরনে আফ্রিকান কর্পসের পোশাক। পথচারীর সহর্ষ অভিনন্দনে অভিনন্দিত মানুষটিই রোমেল।

বেলজিয়ামে রোমেল দেখা পেলেন আলেজাণ্ডার ভন ফকেনহুসেন-এর। বেলজিয়ামের এই মিলিটারী গভর্নর হিটলার-বিরোধী শিবিরে ছিলেন। নিভৃত কথোপকথনে দুজনেই বুঝলেন দুজনের মনের ভাব।

ইতিমধ্যে কার্ল হাইনরিষ্‌ ভন স্টুল্পনাগেল এর সঙ্গেও পরিচিত হলেন রোমেল। ফ্রান্সের এহ মিলিটারী গভর্নরও জানালেন রোমলকে যে, তিনিও হিটলার বিরোধী শিবিরে।

ক্রমশ রোমেল নিঃসন্দেহ হচ্ছিলেন। ক্রমশ তিনি বুঝতে

পারছিলেন—হিটলারের পতন অবশ্যম্ভাবী। এতজনের মিলিত অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতে পারে না।

রোমেল ক্রমে আরও অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলেন। লিপজিগের মেয়র ডঃ গোয়ার্ডলর, প্রাক্তন চিফ অব জেনারেল স্টাফ বেক, স্টাটগার্ট-এর মেয়র কার্ল স্ট্রোলিনও হিটলার বিরোধী শিবিরে সক্রিয় ছিলেন। এঁরা সবাই রোমেলকে জানালেন তাঁদের মনের কথা। রোমেল সকলের সঙ্গেই স্বাস্থ্যপান করলেন। হিটলার দীর্ঘজীবি হোন, না বলে বললেন—হিটলার নিপাত যাক।

স্টাটগার্টের মেয়র স্ট্রোলিনই রোমেলকে হিটলার বিরোধী চক্রান্তে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্ট্রোলিন, ফ্রাউ রোমেলকে একটি দলিল রাখতে দিয়েছিলেন। দলিলে ইহুদি হত্যার নিন্দা ছিল, সব শেষে সই ছিল স্ট্রোলিন-এর।

ফ্রাউ রোমেলের মাধ্যমে দলিলটি রোমেলের হাতে পৌঁছয়। বিস্মিত রোমেল দেখেন, হিটলার বিরোধী দলিলে সই করেছেন স্টাটগার্টের মেয়র স্ট্রোলিন।

স্ট্রোলিনকে রোমেল অনেক আগে থেকেই জানতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই রক্তক্ষয়ী দিনগুলিতে রোমেলের সৈন্যদলের একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি। অকুতোভয় এই মানুষটির ওপর নির্দেশ ছিল—শত্রুর অগ্রগতি রুখতে হবে, সম্ভব হলে এগিয়ে যেতে হবে। যুদ্ধের গুলিগোলা বহুবারই তাঁর দেহ ছুঁয়ে গেছে, বহুবারই তাঁকে হাসপাতালের দিকে দ্রুত যেতে হয়েছে। মৃত্যুর সীমানা থেকে জীবনের প্রাচুর্য্যতায় আবার ফিরে এসেছেন।

দীর্ঘদিন স্ট্রোলিন এর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন রোমেল। প্রথম মহাযুদ্ধের গুলিগোলার আওয়াজ স্তব্ধ হওয়ার অনেক পরেও তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল। রোমেল বুঝেছিলেন, স্ট্রোলিনকে অনায়াসেই বলা যায়—'আমিও তোমাদের দলে।'

উনিশশো চুয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন একজন মানুষকে দেখা গেল রোমেলের বাড়ীর সামনে। চকিতে একবার বাড়ীর চারপাশ দেখে নিয়ে, রোমেলের বাড়ীর কলিং বেল টিপলেন তিনি। তাঁর মাথায় টুপি, ওভারকোটের কলার কান পর্যন্ত তোলা; ঘন কুয়াশায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না তাঁর মুখ।

একটু পরেই বাড়ীর দরজা খুলে গেল। আগন্তুক ভেতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই সহাস্যে করমর্দন করলেন রোমেল।

ঘরের আলোয় লোকটিকে চেনা গেল। ষ্টাটগার্টের মেয়র স্ট্রোলিন।

রোমেল স্থিরদৃষ্টিতে একপলক তাকিয়ে দেখলেন স্ট্রোলিনকে। তারপর বললেন—"ব্যাপার কি! মনে হচ্ছে অতিমাত্রায় গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছেন। আপনি ফিল্ড মার্শাল রোমেলের কাছে আসছেন। এতে কারো কোন সন্দেহই জাগতে পারে না।"

"সন্দেহ তো এখন নতুন করে জাগছে না—জেগেছে অনেক আগে।" দাঁতে দাঁত চেপে বললেন স্ট্রোলিন।

"অর্থাৎ?" রোমেল প্রশ্ন করলেন।

"স্টাটগার্টের প্রাক্তন কমিশনার অব পুলিশ ক'দিন আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি বললেন, 'মিস্টার মেয়র, আপনি একটু সতর্ক ও সজাগ থাকবেন। বিপদ আপনার মাথার ওপর ঝুলছে। যে কোন মুহূর্তে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পারে। আপনার টেলিফোনে কথাবার্তাও টেপ করা হচ্ছে। ছায়ার মতো, আড়াল থেকে কোন মানুষ আপনার গতিবিধি লক্ষ্য করছে। আপনি নিশ্চয়ই গেষ্টাপোদের কার্যকলাপ জানেন।"

তারা দুজনে হেঁটে এলেন বসবার ঘরে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। ঘরে উপভোগ্য উষ্ণ উত্তাপ। দুজনে মুখোমুখি বসলেন।

ঘরের এক দেওয়ালে হিটলারের ছবি, অন্য দেওয়ালে রোমেলের। সুরু হল তাদের নিভৃত আলোচনা।

স্ট্রালিন খুব সতর্কভাবে কথাবার্তা সুরু করলেন। তিনি জানতেন, অন্তত ফ্রাউ রোমেলের কথায় আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, রোমেল হিটলার বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগদান করতে উৎসুক। স্ট্রালিন আলোচনায় বসে বুঝতে চাইলেন, কতটা পরিমাণে সক্রিয় সহযোগিতা করতে রোমেল আগ্রহী।

স্ট্রালিন প্রথমেই জানতে চাইলেন রোমেলের মনের কথা। "আচ্ছা, আপনিতো ফিল্ড মার্শাল, যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন? আপনার মনে হয় হিটলার এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালাতে পারবেন? আপনার কি মনে হয় না যে, এই যুদ্ধে বহু জার্মান কিশোর নিহত হবে, জার্মানীতে যুদ্ধ শেষে নেমে আসবে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।"

"যুদ্ধের যা পরিস্থিতি তাতে মনে হয়, জয়লাভের আশা প্রতিটি দিনের সঙ্গেই কমে আসছে। হিটলার অদ্ভুত সমস্ত পরিকল্পনা নিচ্ছেন। যেখানে সৈন্য বাড়ানোর দরকার সেখানে না বাড়িয়ে অন্যত্র বাড়াচ্ছেন। এই আমার কথাই ধরুন না! আফ্রিকাতে আমি বারবার বলছি রসদ বাড়ান, সরবরাহ বাড়ান। কিন্তু শুনলেতো আমার কথা! অকারণে ওখানে সৈন্যক্ষয় হচ্ছে।" তিতিবিরক্ত গলায় বললেন রোমেল।

স্ট্রালিন বুঝলেন, আগে রোমেলের মনে যে শ্রদ্ধা ছিল তা উবে গেছে, রোমেল এখন হিটলারের উৎখাতে উৎসাহিত বোধ করবেন।

"তাহলে", সরাসরি মূল কথায় চলে এলেন স্ট্রালিন, "হিটলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেওয়া হলে তো আপনার আপত্তি থাকার কারণ থাকতে পারে না।"

"হ্যাঁ। আপত্তি আছে", রোমেল দৃঢ়ভাবে জানালেন। "হিটলারকে হত্যা করা মানে, তাকে শহীদ হবার সম্মান ও সুযোগ

এগিয়ে দেওয়া। জার্মানীর সবাই বলবে—আহা, ওকে মেরে ফেললো। লোকের সহানুভূতি হিটলারকে 'মহান' সম্মান দেবে। তা না করে বরঞ্চ এক কাজ করা যায়। হিটলারকে বন্দী করে রেডিওতে প্রচার করে দেওয়া যায়, হিটলার পদত্যাগ করছেন। তারপর বিচার-এর মাধ্যমে দেশকে জানালেই হবে—কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের পথে হিটলার জার্মানীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।"

স্ট্রালিন অদ্ভুত রোমাঞ্চ বোধ করছিলেন ভিতরে ভিতরে। রোমেল এত অকপটভাবে সব বলবেন, এত গভীরভাবে ভাববেন—এমনটা তিনি আশা করতে পারেননি।

স্ট্রালিন, রোমেলের কথার রেশ টেনে বললেন, "ঠিকইতো, হত্যা করার পরিকল্পনা নেওয়ার কোন মানে হয় না। বরঞ্চ বন্দী করে হিটলারের বিচার করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা হবে আমাদের পক্ষে। আপনার বিচক্ষণ মতামত আমাদের সঠিক ভাবে চলতে সাহায্য করবে এবার থেকে।"

আলোচনায় প্রহর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। আলোচনার মধ্যে কখনও কখনও ঢুকছিলেন ফ্রাউ রোমেল। মুখে স্মিত হাসি। হাতের ট্রেতে হাল্কা পানীয়, কিছু খাবার।

যুদ্ধের ধোঁয়া, রক্ত, আর্তনাদ থেকে বহুদূরে হেরলিংটনের সুন্দর বসবার ঘরটিকে সেদিন একে অন্যকে শুনিয়েছিলেন পরিকল্পনার কথা। ভয়ংকর এই পরিকল্পনার একটুও যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে তবে মৃত্যু যে তাঁদের দোসর হবে, এটা তারা বুঝতে পারছিলেন। হিটলার যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁদের শেষ আয়োজন করবেন, তাও তাঁরা জানতেন। তবু তাঁরা আলোচনায় মেতে ছিলেন।

বারেবারেই জাগছিল প্রশ্নটা—হিটলারকে বন্দী করা হলে উগ্র নাৎসীরা বিদ্রোহ করতে পারে। এর ফলে অনিবার্যরূপে দেখা দিতে পারে গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধ দমন করতে পারবেন এমন মানুষ কে আছেন? স্ট্রালিন বললেন, "আপনিই একমাত্র উপযুক্ত লোক।"

"না, না অন্য কারও কথা বলুন।" ত্রস্তে জানালেন রোমেল।

উচ্চারিত হল অনেক নাম, আলোচিত হল। কিন্তু যোগ্যতম ব্যক্তির স্থান রইল শূন্য। চলনসই—এমন অনেকের নাম পাওয়া গেল। কিন্তু তাতে তো চলবে না—তাই ঘুরে ফিরে স্ট্রোলিন একটি নামই করতে লাগলেন, যুক্তি দেখিয়ে বললেন, "ফিল্ড মার্শাল রোমেল, জার্মানীতে আপনার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। বহু যুদ্ধে চরম বিপদের মুখোমুখি আপনি হয়েছেন অনায়াস অবহেলায়। জাতির এই দুর্দিনে, হিটলারের পতনের পর হাল ধরার মতো সাহস ও যোগ্যতা একমাত্র আপনারই আছে।"

অবশেষে রোমেল নরম হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একসময় বললেন স্ট্রোলিনকে, "ঠিক আছে। জাতীর স্বার্থে, যদি সবাই প্রয়োজন বলে মনে করে, তবে এই কাজের দায়-দায়িত্ব আমি নেবো।"

স্ট্রোলিন যখন সুনিশ্চিতভাবে রোমেলের মুখ থেকে শুনলেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতেও পিছপা হবেন না। তখন আলোচনা শুরু করলেন ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে।

হঠাৎ করে কোন ষড়যন্ত্র সাফল্যলাভ করতে পারে না। ষড়যন্ত্রের পেছনে নিভৃত প্রস্তুতি দরকার, গোপনতা দরকার। স্ট্রোলিন জানতেন তাদের দলে অনেকেই আছেন, কিন্তু সবাই আছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এদেরকে সুসংবদ্ধ করার জন্য সময় দরকার।

স্ট্রোলিন বললেন "প্রথমে এক কাজ করা যাক। হিটলারকে সামনাসামনি বলা যাক।"

"কি?" ছোট্ট প্রশ্ন করলেন রোমেল।

"জার্মানীকে তিনি ভুল পথে নিয়ে চলেছেন। এপথে জার্মানীর মুক্তি নেই, আছে বিনাশ।" স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন স্ট্রোলিন।

রোমেল, স্ট্রালিনের প্রতিটি কথাকে গভীরভাবে শুনছিলেন। শুধু বুঝতে পারছিলেন না, কার কথা স্ট্রোলিন ভাবছেন, কে হিটলারের সঙ্গে দেখা করবে সামনাসামনি সব কিছু বলবে।

স্ট্রোলিন আবার বলতে শুরু করলেন, "ফিল্ড মার্শাল রোমেল, আপনি তো জানেন হিটলারের ব্যক্তিত্বের সামনে অনেকেই কেমন হতচকিত কিংবা বিহ্বল হয়ে পড়েন। তার চোখের শাণিত দৃষ্টি কেমন অনেককে সম্মোহিত করতে পারে। তাই হিটলার এর চেয়েও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষকে আমাদের দরকার।"

রোমেল দৃষ্টিতে প্রশ্ন মেলে ধরলেন, "কিন্তু কে তিনি?"

স্ট্রোলিন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রোমেলের দিকে, তারপর বললেন, "কেন, আপনি?"

ঘরে নেমে এল নিস্তব্ধতা। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে। রোমেলের কপালে কয়েকটি ভাঁজ দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। ফেব্রুয়ারীর শীতেও স্ট্রোলিনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। স্ট্রোলিনেব মন জুড়ে সংশয় 'রোমেল ভাবছেন কি? এ কথা ভাবছেন নাতো যে, তাকে উত্তেজিত করে ষড়যন্ত্র এগিয়ে দেবার চেষ্টা আমরা করছি।'

"কিন্তু হিটলারকে কথাটা বলা হবে কি করে?" প্রশ্ন করলেন রোমেল।

"সেটা এমন কিছু গভীর কোন সমস্যা নয়। আপনি তো ফিল্ড মার্শাল, তাই যুদ্ধের গতি কোন দিকে তা নিয়ে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বলতে পারেন, জয় আমাদের থেকে যত দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছে, পরাজয় আমাদের কাছে ততই দ্রুত এগিয়ে আসছে। বলতে পারেন, জার্মানীর ঘরে ঘরে আজ জমাট কান্না। ভয়ে কেউ চিৎকার করে কাঁদতে পারছে না। কিন্তু প্রতিটি বাড়ীরই কেউ না কেউ এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে, হচ্ছে বা হবে। বলতে পারেন, যৌবনের এমন অপচয় আগামী দিনের জার্মানী সইবে কি করে?

বাঁকা হাসি খেলে গেল রোমেলের মুখে। বললেন, "হুবহু এই কথা বা এই ধরনেরই কথা হিটলারকে আমি বলেছি, এসব কথা শুনলে হিটলার কি বলেন জানেন ?"

"কি ?" স্ট্রোলিন জানতে চাইলেন।

"যে এই ধরনের কথা উচ্চারণ করে সে ভীতু, ক্লীব। সে চিরকাল পরাজয়ের পথের পথচারী।" বললেন রোমেল।

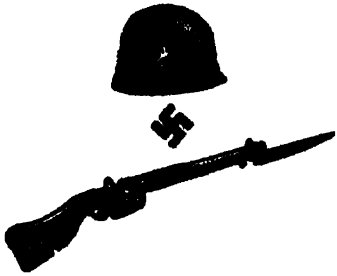
"বেশতো তাই যদি হয়, তবে আমরা আমাদের দ্বিতীয় পন্থা প্রয়োগ করবো। আপনি তখন চিঠিতে সরকারীভাবে সবকিছু জানাবেন ফ্যুয়েরারকে। প্রচ্ছন্নভাবে তাকে সতর্কও করে দিতে হবে।"

"তাতে. লাভ কি হবে ? শুধু ফ্যুয়েরারের ওয়েষ্ট পেপার বক্সের কাগজই বাড়বে।"

"হয়তো তাই হবে। তখন শুরু হবে চরম বোঝাপড়া! আপনার নেতৃত্বে আমরা সবাই নেব প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ।"

রোমেল অধীর আগ্রহে স্ট্রোলিনের কথা শুনছিলেন। ভেতরে ভেতরে এক অদ্ভুত উন্মাদনা অনুভব করছিলেন তিনি। স্ট্রোলিনের কথা শেষ হতেই স্বভাবসুলভ অনায়াস ভঙ্গীতে বললেন তিনি, "বেশ, জার্মানীর প্রয়োজনে, জাতি ও জনগণের প্রয়োজনে এ দায়িত্বের আহ্বান এলে আমি সাড়া দেব।"

হারলিংটনে তখন শীতের ঘন কুয়াশা। গাছপালা সব দেখাচ্ছিল ছায়াছায়া, আলো আঁধারিতে মেলানো—রোমাঞ্চকর। ফিল্ড মার্শাল রোমেলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন একটি মানুষ। গাড়ীর দরজা সোফার খুলে দিল। গাড়ীর কুশনে হেলান দিয়ে স্ট্রোলিন তখন এক আকণ্ঠ সুখ স্বপ্নে বিভোর। তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন এক জার্মানীর, যেখানে হিটলারের অস্তিত্ব থাকবে না। যুদ্ধের ভেরি হ্যামিলনের বাঁশীর মত দেশের কিশোরদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যাবে না। যেখানে শান্তি ও সমৃদ্ধি হবে জার্মানীর সহচর।



রোমেলের জীবনের কক্ষপথে জেনারেল স্পাইডেলের আবির্ভাবও গভীর আবর্তনের সৃষ্টি করেছিল।

হিটলার বিরোধী শিবিরের উল্লেখযোগ্য সেনাপতিদের অন্যতম ছিলেন স্পাইডেল। তিনি শুধু ভাল যোদ্ধাই ছিলেন না, দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়ণেও তিনি ছিলেন পারঙ্গম। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, হিটলার যদি বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারেন যে তার জীবনের ঈশান কোণে ছোট এক টুকরো কালো মেঘের ইশারা মিলছে, তবে সেই মেঘকে সমূলে উৎখাত করতেও তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। স্পাইডেল, হিটলারকে সেই সুযোগ দিতে রাজী ছিলেন না।

দ্রুত এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করলেন স্পাইডেল। প্যারিসের সহরতলীর নিভৃতে সেনাবাহিনীর প্রধানদের এক সম্মেলনের বন্দোবস্ত করার কথা ভাবলেন তিনি।

ষড়যন্ত্রের প্রয়োজনে স্ট্রোলিন, স্পাইডেল, রোমেল ও নিউরাথের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সঙ্গোপনে কাজটি

সাম্নার পথে বাধা ছিলো অনেক। বাধার বেড়াজাল সবচেয়ে ঘিরেছিল রোমেলকে। সেনাবাহিনীর কেন্দ্রমণি রোমেলের দিকে তখন অনেক জোড়া চোখ। সেই চোখের সজাগ দৃষ্টিকে এড়িয়ে রোমেলের পক্ষে সব সম্মেলনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।

স্পাইডেল সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করে বললেন, "রোমেলের পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। তার বদলে প্রস্তাবিত সভায় আমি যাবো। সভার বক্তব্য আমি রোমেলকে পৌঁছে দেবো।"

স্পাইডেল আরও বিপদের ঝুঁকি নিলেন। নিজের বাড়ীতেই তিনি নিভৃত সভাব আয়োজন করলেন। সাতাশে মে, কয়েকটি গাড়ী স্পাইডেলের ফ্রেউডেনষ্টাড-এব বাড়ীর সামনে, কয়েকটি কিছু দূরে দাঁড়ালো। সবগুলি গাড়ীর আরোহীর পথ একই মোহনায় এসে মিললো। স্পাইডেলের বাড়ীর কলিংবেলে ঘন ঘন আওয়াজ কয়েকবার উঠলো। স্পাইডেলের ঘরে একে একে সবাই এসে হাজির হলেন—যাদের আসবার কথা ছিল।......

নিউবাথ, স্ট্রোলিন, স্পাইডেল গভীর আবেগের সঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন সভায়। একটা কথাই বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল, 'আব দেরী নয়। দ্রুত কাজ সারতে হবে। হিটলাবকে ক্ষিপ্রতার সাথে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। সেই সঙ্গে রোমেলকে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব নিতে হবে। আর যুদ্ধ নয়, এবার সন্ধি। মিত্রপক্ষেব সঙ্গে ভেতরে ভেতবে এই নিয়ে আলোচনাও চালাতে হবে। মোটমাট একটা মীমাংসার কথা ভাবতে হবে।'

মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবনা কে লিখবে, প্রশ্নটা জাগলো। সবশেষে আর্ণেষ্ট যুঙ্গারকে খুঁজে পেতে বের করলেন তাঁরা। আর্ণেষ্ট যুঙ্গারই প্রথম মানুষ যিনি নাৎসিদলের বিপক্ষে প্রথম বই লিখেছিলেন। যাঁর লেখা 'ষ্টর্ম অব ষ্টিল' হিটলারের রোষের সৃষ্টি করেছিল। আর্ণেষ্ট যুঙ্গার এক অদ্ভুত প্রস্তাবনা দিলেন। তিনি বললেন—'আর যুদ্ধ নয়। সৈন্যরা যে যার দেশে ফিরে যাও। ভুলে

যাও দেশের সীমানায় ভৌগোলিক ম্যাপ, ভুলে যাও রাজ্য জয়ের সংকীর্ণমনা মানসিক বিকার। তোমরা সবাই নীল আকাশের নিচে ক্রীশ্চানধর্মের এক মহান পরিবার গড়ে তোলো। সেখানে শান্তি সমৃদ্ধি হবে কাম্য, নিরুদ্বিগ্ন সুখ হবে সহচর।'

রোমেল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন এই প্রস্তাবনা পড়ে। তাঁর মনে হলো, প্রস্তাবনাটি অসাধারণ, আর্ণেষ্ট য়ুঙ্গারকে তিনি অভিনন্দিত করলেন। তাঁর মনের গোপনে জেগেছিল একটি ইচ্ছা—প্রস্তাবনাটি ছেপে প্রচার করবার। কিন্তু হিটলারের রাজত্বে তা সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনের জন্য তার ইচ্ছাকে মূলতুবী রেখেছিলেন তিনি।

রোমেল মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ভাবছিলেন, হিটলার যদি নিতান্তই কোন কথা শুনতে না চান, যদি একগুঁয়ে ভাবেই চলতে চান, তবে জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও মণ্টগোমারীর সঙ্গে গোপনে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনের কথা ভাবতে হবে, পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

যুদ্ধবিরতি কি আত্মসমর্পণের সামিল হবে? প্রশ্নটা জেগেছিল রোমেলের মনে। দেশের লোক কি মনে করবে, কি ভাবে নেবে চুক্তিটাকে। তারা এই চুক্তির জন্য অভিনন্দিত করবেন, না অভিসম্পাত দেবেন! অনেক ভাবনার জালকে ছিন্ন করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তিনি। একটি ভুলকে এড়িয়ে যাবার জন্য এছাড়া কোন পথ নেই। রোমেল প্রয়োজনের শেষ হাতিয়ারের দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন।

স্পাইডেলও রোমেলের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। তিনিও বললেন যুদ্ধবিরতি আত্মসমর্পণ তো এক কথা নয়। যুদ্ধবিরতির অর্থ সম্মানজনক মীমাংসা, আত্মসমর্পণের অর্থ অবমাননাকর সন্ধি। একটিতে সভ্যতা, অন্যটিতে পরাভব। আমরা প্রথমে অবিরাম বোমা

বর্ষণ বন্ধ করবো, জার্মান সৈন্যদের অগ্রগতি মুলতুবী রাখবো, হিটলারকে দ্রুত বন্দী করবো। মিত্রশক্তিকেও যুদ্ধবিরতি পালন করতে অনুরোধ করবো। তারপর শান্তির পটভূমিতে সম্মানকর আপোস আলোচনায় আমরা মুখোমুখি বসবো।

রোমেলের তখন দ্বৈত ভূমিকা। তিনি হিটলারকে প্রতারিত করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, হিটলারের শুভবুদ্ধি দেরীতে হলেও জেগে উঠুক। তিনি চেয়েছিলেন, স্বপ্নের মায়াময় কুয়াশা থেকে বাস্তবের চড়া আলোতে হিটলার সব কিছু দেখুন এবং বুঝুন। যেহেতু প্রতারিত করতে চাননি, তাই যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি বিন্দুমাত্র গাফিলতি দেখাননি।

আফ্রিকার রুক্ষ মরুভূমিতে মাঝে মাঝে সৈন্যদের মধ্যে হতাশা আচ্ছন্ন করতো, নামতো গভীর বিষাদ বোধ। কতই বা তাদের বয়স! সদ্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারতেন রোমেল, তাদের মনে কোন্ অসন্তোষের ঝড় বয়ে চলেছে।

তবু তিনি তাঁদের উদ্দীপিত করতেন। সবার সঙ্গে থেকে, সবার সামনে এগিয়ে, সকলকে সাহস যোগাতেন। সারা দিনভর রোমেল জীবনকে তুচ্ছ করে বারবার বিপদের মুখোমুখি হতেন।

দিন শেষে পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য যখন গাঢ় লালরঙের আলো ছড়াতে ছড়াতে টুপ করে দিগন্তের আড়ালে চলে যেত, পায়ে পায়ে হেঁটে আসতো অন্ধকার; তখন গুলিগোলার আওয়াজও থেমে আসতো, নেমে আসতো মারণযজ্ঞের ক্ষণিক বিরতি।

সেই ক্ষণ-বিরতির মুহূর্তে রোমেল, হিটলারবিরোধী চক্রান্ত নিয়ে আবার ভাবনায় মাততেন। যে রোমেল সারা দিনমান হিটলারের আদেশ শিরোধার্য করে লড়াই করতেন—দিন শেষে সেই রোমেলকে চেনা যেত না।

এ যেন এক ভিন্ন রোমেল। যেন এই রোমেলের হিটলারের

সঙ্গে কোনদিনই সম্প্রীতি ছিল না, যেন চিরদিনই একান্তভাবে কামনা করেছেন হিটলারের পতন, যুদ্ধের বিরতি।

যদি কেউ রাত্রি শেষ প্রহরে রোমেলের ঘরের দিকে তাকাতো তাহলে দেখতে পেতো, ফিল্ড মার্শাল রোমেল টেবিলের সামনে ঝুঁকে আছেন। একমনে কিছু দেখছেন অথবা লিখছেন, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে গত দিনের পরাভবকে আগামী দিনের বিজয় দিয়ে পূরণ করে নেবার পরিকল্পনা করছেন। শেষ তারাটিও ভোরের আলোর আড়ালে এক সময় হারিয়ে যেত। তবু টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসা মানুষটি একটুও নড়তেন না। যেন পাথরের কোন মূর্তি—কোন ভাস্কর খোদাই করে রেখেছে।

স্ট্যালিনকে রোমেল কথা দিয়েছিলেন যে, হিটলারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তাঁকে যুদ্ধ বিরতি করতে অনুরোধ করবেন। রোমেল কথা রেখেছিলেন।

স্ট্যালিনের কাছে রোমেলের গোপন বার্তা পৌঁছেছিল,—"আগামী ১২ই জুন হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।" খবর পেয়ে স্ট্যালিন উৎসুক অপেক্ষায় ছিলেন জানার জন্য—তাঁদের ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্যায়ে হিটলার কি করেন, কি বলেন।

বারই জুন, উনিশশো চুয়াল্লিশ ফিল্ড মার্শাল রোমেল দেখা করতে এলেন হিটলারের সঙ্গে। প্রথমে দুজন সৌজন্য বিনিময় করলেন। তারপর হিটলার জানতে চাইলেন—যুদ্ধের পরিস্থিতি কি রকম?

রোমেল দৃঢ়ভাবে জানালেন, "যুদ্ধের পরিস্থিতি সাংঘাতিক রকম প্রতিকূল। বিশেষ করে বিমানবাহিনীতে মিত্রশক্তি এত শক্তিশালী

যে ওদের তছনছ করার যে কোন প্রচেষ্টাই এখন বানচাল হয়ে যাবে। প্রতিদিন অজস্র সৈন্য ক্ষয় হচ্ছে।"

হিটলারের মুখে প্রথমে অভিব্যক্তি দেখা দিল অবসন্নতার। একটু পরেই গনগনে লাল হয়ে উঠলো। রোমেল ভাবলেন, হিটলার এইবার বলবেন—তুমি ভীরু কাপুরুষ। কিন্তু হিটলার তা বললেন না। বরঞ্চ চুপ করে উৎসুকভাবে রোমেলের দিকে তাকালেন; রোমেলকে আরও কিছু বলবার অবকাশ দিলেন।

রোমেল তাঁর তূণের শেষ তীরটি ছুড়লেন। বললেন—"যুদ্ধ চালিয়ে গেলে আমরা লাভবান হ'বনা। যুদ্ধ বিরতিই এখন হবে শ্রেষ্ঠ পন্থা।"

কথা শেষ করে রোমেল তার নিজস্ব অভিমতের রিপোর্টটি হিটলারের হাতে তুলে দিলেন।

হিটলার সেদিন ঘুনাক্ষরেও ভাবেননি যে যার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন, যার হাত থেকে তিনি রিপোর্ট নিচ্ছেন—সেই ফিল্ড মার্শাল রোমেল—তাঁরই পদচ্যুতির ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

হিটলার, বারই জুন, রোমেলকে অনেক কথা বলেছিলেন। আগামী দিনে আরও কত ভয়ঙ্কর অস্ত্র জার্মানীর কারখানায় তৈরী হবে তার ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু একবারও বলেননি যে, যুদ্ধ বন্ধ করার কথা ভাবা হবে।

রোমেল হিটলারের অজস্র কথার মধ্যে শুধু একটি কথাই শুনতে চেয়েছিলেন। কয়েকবার তিনি যুদ্ধ বিরতির প্রসঙ্গও তুলেছিলেন। কিন্তু হিটলার কথার পিঠে কথা বলে প্রসঙ্গটা বারবারই এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন ফিরে এসে রোমেল বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের প্রথম

পর্যায়ের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। হিটলারকে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতিতে রাজি করানো সম্ভব হলোনা।

খবর পৌঁছে গিয়েছিল স্ট্রোলিনের কাছে। স্পাইডেল এবং অন্যান্যেরও কাছে। রোমেল সময় নষ্ট করতে রাজি ছিলেন না। তিনি দ্রুত হিটলারের সঙ্গে সামরিক বিষয় নিয়ে এক আলোচনায় বসবার আয়োজন করলেন।

রুণ্ডস্টেড্ট ও রোমেল ঠিক করেছিলেন, যা ঘটে ঘটুক হিটলারের মুখোমুখি বসে এবার বলা যাক—আপনার নীতি ভুল। আপনি ভ্রান্ত পথের পথিক।

সতেরই জুন, মার্গিভ্যালের প্রশস্ত বাঙ্কারে তাঁদের আলোচনা শুরু হল। হিটলার বরাবরের মতই জিজ্ঞেস করলেন—"যুদ্ধের পরিস্থিতি কি রকম?"

কিন্তু এ কোন হিটলার! স্পাইডেল পরে লিখেছেন, 'যেন বহু রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত অবসন্ন একজন মানুষ আমাদের সামনে বসেছিলেন। কোথায় সেই শানিত দৃষ্টি! কোথায়বা সেই সুগভীর আত্মপ্রত্যয়। অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করছিলেন টেবিলে যা পাচ্ছিলেন তাই। কখনো মুঠ করে ধরেছিলেন রং বেরংয়ের পেন্সিল। কখনো বা নাড়াচাড়া করছিলেন তাঁর নিজের চশমা। বোঝা যাচ্ছিল ফ্যুয়েরার যেন কোন অন্তহীন নিঃসঙ্গতা, এক নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গ কিংবা কোন আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।'

যুদ্ধে প্রতিকূলতার জন্য তিনি জার্মানীর সেনানায়কদের দায়ী করলেন। বললেন, "মিত্রশক্তি ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, কেড়ে নিচ্ছে। আসল ব্যাপার হল, আমাদের সেনাপতিরা ঠিক যোগ্য নয়।"

রোমেল আপত্তি করলেন। বললেন—"মিত্রশক্তি নৌ, বিমান,

পদাতিক সব কিছুতেই আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠর সঙ্গে আমরা যুঝতে পারি, কিন্তু জিতবই এমন কথাতো নিশ্চিন্তে বলা চলে না।"

হিটলার যেন রাগে জ্বলে উঠলেন। বললেন—"এসব কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। জার্মান সৈন্যরা যে যেখানে আছে থাকুক। আমরণ সংগ্রাম করুক।"

হিটলার আরও বললেন—"ভি ১ রকেট তৈরী হল বলে। তখন লণ্ডনকে একদিনে গুঁড়ো করে দেবো। গ্রেট ব্রিটেন এসে নতজানু হবে সন্ধির জন্য।"

"কিন্তু সে সময় আমরা পাবো কি?"—প্রশ্ন করছিলেন রোমেল।

ফ্যুরেরার কোন যুক্তি কোন অজুহাতই মানেননি, বলেছিলেন, "চলুক, ক্রমাগত বিরতিহীন যুদ্ধ চলুক। জার্মানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাত। তারা হারতে পারে না।"

বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসে তিক্ততার সঙ্গে রোমেল বলেছিলেন রুণ্ডস্টেড্‌টকে, "এবার চরম পথ নিতে হবে। ফ্যুয়েরারকে আরও সময় দেওয়া মানে আরো সর্বনাশকে ত্বরান্বিত করা। এবার শেষ বোঝা-পড়ার পালা।"

হিটলার বিরোধী শিবিরে সতেরই জুলাই এক চরম দুর্যোগের দিন। সাফল্যের সমস্ত ইশারা সেদিনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেন গভীর নৈরাশ্যের অতলে হারিয়ে গিয়েছিল।

সতেরই জুলাই, রোমেল রোজকার মতই গাড়ী করে পরিদর্শনে বেরিয়ে ছিলেন। আকাশ পরিষ্কার। পাশে ড্রাইভার। জানালার শার্সি ধরে বসে, রোমেল তাকিয়েছিলেন সামনের দিকে।

গাড়ীর গতি ক্রমশ বাড়ছিল। গত রাত্রে শত্রুপক্ষ দুরন্ত হানা দিয়েছিল দুশো সাতাত্তর ও দুশো ছিয়াত্তর ইনফ্যানট্রি ডিভিশনের

ওপর। রাত্রি শেষে, সকালের প্রথম আলোয় তাই তাদের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন রোমেল, খবর নিয়েছিলেন হতাহতের।

পরিদর্শন শেষে রোমেলের গাড়ী ছুটে গিয়েছিলো সেকেণ্ড এস. এস. আর্মড কর্পসের কাছে। তাঁর গাড়ীর কাছে এসে স্যালুট করে দাঁড়িয়েছিলেন জেনারেল রিটরিখ ও সেপ ভাইট্রিখ। গাড়ীর জানালা থেকেই প্রশ্ন করেছিলেন রোমেল, "বিপদ আচমকা আসছে কোথা থেকে?"

রিটরিখ তর্জনি তুলে আকাশের দিকে দেখিয়েছিলেন।

"ঠিক বলেছেন। ওদের যুদ্ধ বিমান বহু রয়েছে। আচমকা নেমে এসে দ্রুত আঘাত ওরা হানতে পারে, হানছে। আমাদের বিমান বিধ্বংসী ব্যবস্থা আরও জোরদার করা দরকার।" গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলেছিলেন রোমেল।

"আমাদের সামর্থ অনুযায়ী ব্যবস্থা করেছি।" সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন রিটরিখ। তারপর তাঁরা গিয়েছিলেন পরিদর্শনে।

ভেতরে ভেতরে রোমেল বুঝতে পারছিলেন, হিটলার কি পরিমাণ মূঢ়তার সঙ্গে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কোথাও কোন প্রয়োজনীয় সরবরাহ নেই, বিমান কিংবা নৌ বিধ্বংসী ব্যবস্থাও যথেষ্ট পরিমাণে নেই, তবু যুদ্ধ চালানো হচ্ছে। ভয়াবহ শেষ পরিণামকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। রিটরিখকে উৎসাহ দিয়ে তিনি গাড়ীতে উঠে বসলেন, সাফল্যকামনা করলেন তাঁর বাহিনীর।

এদিকে পরিদর্শন আর কথার ফাঁকে সূর্য পূব আকাশ থেকে পশ্চিমের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল। বিকাল চারটা নাগাদ রোমেল গাড়ীতে উঠলেন। ড্রাইভারকে চাপা স্বরে নির্দেশ দিলেন, "দ্রুত নিয়ে চলো। এখান থেকে সোজা আর্মি বি হেডকোয়ার্টাসে' চলো।"

আর্মি বি হেডকোয়ার্টার্স'ও আগের দিন রাত্রে আক্রান্ত হয়েছিল। আলো ফোটার আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন রোমেল। বেলা

আলো ফোটার আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন রোমেল। বেলা বয়ে গেছে। সন্ধ্যা নামার আগে তাই তিনি সেখানে পৌঁছতে ছিলেন উৎসুক।

বহু দূর থেকে রোমেল দেখতে পাচ্ছিলেন আগুনের লেলিহান শিখা। বোমারু বিমানের চকিত আক্রমণে বিধ্বস্ত যানবাহনগুলিতে আগুন তখনও জ্বলছিল। নাকে আসছিল পোড়া পোড়া গন্ধ। তার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছিল রোমেলের গাড়ী। একদৃষ্টে সেই অজস্র আগুনের শিখার দিকে তাকাতে রোমেল ভাবছিলেন—'আর ক'টি দিন পরেই হিটলারের বন্দীত্বের সঙ্গে শেষ করতে হবে এই মারণযজ্ঞের। বিচারের মাধ্যমে ধিক্কার দিতে হবে তার মূঢ়তাকে তার অপরিণামদর্শিতাকে।'

অকস্মাৎ শুরু হল বোমারু বিমানের উৎপাত। আকাশের বুক চিরে ভেসে এল প্রচণ্ড শব্দ। পাখির ডানার মত অনায়াসে নেমে এল সেগুলি। ত্রস্তে ফেলে গেল একরাশ বোমা। চকিতে উধাও হয়ে গেল আবার।

রোমেল বায়নাকুলার দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।—না, কোথাও কোন বোমারু বিমানের ইশারা নেই। ড্রাইভারকে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন "সোজা পথেই চল।"

ক্রমে তাও দুরূহ হয়ে উঠলো। ক্রমাগত ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান হানা দিতে লাগলো। বর্ষণ করতে লাগলো বোমা কিংবা গুলি।

বায়নাকুলারে একদৃষ্টে বিমানগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রোমেল ড্রাইভারকে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন "রাস্তা বদলাও। অন্য রাস্তায় এগোও।"

গাড়ী বাঁক নিলো। গাছগাছালির মধ্য দিয়ে, একটা সাদা মাটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো গাড়ী। এগিয়ে চললেন রোমেল, বিমান আক্রমণকে এড়িয়ে।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় রোমেল পৌঁছলেন লিভরেট-এ। একটু আগেই

সেখানে বোমারু বিমান যে আক্রমণ চালিয়েছিল—বহু মোটর গাড়ির সন্থ প্রজ্জ্বলিত শিখা দেখে রোমেল তা বুঝতে পারছিলেন। অল্পক্ষণের জন্য সেখানে গাড়ি থামালেন তিনি। বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ রোমেল আশঙ্কা করছিলেন, আবার বিমান আক্রমণ ঘটতে পারে।

তাঁর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল। এক ঝাঁক বিমান আবার একরাশ বোমা ফেলে গেল। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন তিনি। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন—"এক কাজ কর, রাস্তা পরিবর্তন কর। আবার বড় রাস্তার দিকে চলো। ওদিকটাই এখন একটু নিরাপদ হবে বলে মনে হচ্ছে।"

ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, "ভাইমেটিয়াস' আর কতদূর ?"

—"আর মাত্র মাইল আড়াইএর মতো।" ষ্টীয়ারিংএ হাত রেখে বললেন ড্রাইভার ডানিয়েল।

—"চালাও। আরও জোরে চালাও। রাস্তার আরও ধার ঘেঁষে চল।" বললেন রোমেল।

হঠাৎ চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন সার্জেন্ট হক্। বায়নাকুলারে চোখ রেখে তিনি বলে উঠলেন,—"ফিল্ড মার্শাল রোমেল, এক জোড়া বিমান আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।"

—"ডানিয়েল, স্পীড বাড়াও। আর পাঁচশো গজ এগুতে পারলেই আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুতে পারবো।" হিসহিসে গলায় রোমেল নির্দেশ দিলেন।

ডানিয়েল এক্সিলেটরে চাপ দিলেন। গাড়ির গতি আরও বাড়লো।

নীচে আরও নীচে নেমে এল একজোড়া বিমান। রোমেল তখন পেছনের দিকে তাকিয়ে। ডানিয়েল দেখতে পেলেন, একজোড়া বিমান নেমে আসছে। আর অল্প দূরে নিশ্চিত নিরাপত্তা।

বিমান থেকে চোখ নামালেন তিনি। এক্সিলিটরে পড়লো আরও চাপ।

অকস্মাৎ তখনি একরাশ গুলি বিমানটি থেকে ছুটে এল মাটির দিকে। গাড়ির বাঁদিকটা চুরমার হয়ে গেলো। মুহূর্তে ছুটে এলো কামানের গোলা। ডানিয়েলের ডান কাঁধ থেকে ডান হাতটি ছিটকে বেরিয়ে গেলো। রক্তে ভিজে উঠলো তাঁর পোশাক।

গাড়ীর শার্সির কাঁচ ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়লো। ছিটকে গিয়ে লাগলো রোমেলের মুখে। উইণ্ডস্ক্রীন ভেঙ্গে এসে প্রচণ্ড আঘাত হানলো তাঁর মাথায়। যন্ত্রণায় মাথা চেপে ধরলেন তিনি।

হাত উড়ে যাবার পর ডানিয়েল ছিটকে গাড়ি থেকে বাইরে গিয়ে পড়েছিলেন। গাড়িতে গতি ছিল, কিন্তু চালক ছিল না। সামনেব খানায় প্রচণ্ডবেগে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এবার রোমেলও ছিটকে পড়ে গেলেন বাইরে। মাটিতে কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে স্থির হল দেহ।

দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন সার্জেণ্ট হক্। ছুটে গিয়ে শেলটারেব নীচে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বিপন্ন বিস্ময়ে হক্ দেখলেন, আরও একটি বিমান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেহ দুটির ওপর একঝাঁক বোমাবর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। পরিণাম ভেবে শিউরে উঠলেন তিনি।

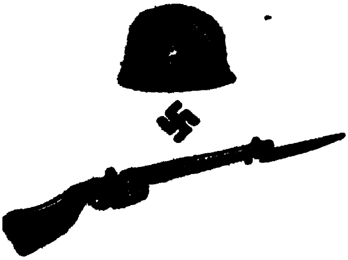
বিমানটির বোমা বা গোলা রোমেলকে স্পর্শ করেনি। সার্জেণ্ট হক্ ছুটে গিয়ে রোমেলকে শেলটারের নীচে নিয়ে এলেন। দুই হাতে তুলে ধরলেন তাঁর রক্তে ভেজা মুখ। অচৈতন্য রোমেলের মাথা, চোখ, মুখের নানা জায়গা থেকে তখন ঝলকে ঝলকে পড়ছিল রক্ত।

আরও অনেক পরে যখন আকাশ চিরে বিমানের জান্তব গর্জন স্তব্ধ হল, তখন ক্যাপ্টেন হক্ রোমেলের অচৈতন্য রক্তমাখা দেহকে শেলটারের নিরাপত্তায় রেখে একটি গাড়ির সন্ধানে বের হলেন। অজস্র জ্বলন্ত গাড়ির মধ্য থেকে একটি অক্ষত গাড়ি উদ্ধার করা ছিল কঠিন কাজ। ক্যাপ্টেন হক্ প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চেষ্টার পর

একটি গাড়ির সন্ধান পেলেন। তারপর সেই গাড়িতে রোমেলকে নিয়ে এলেন একটি ধর্মীয় হাসপাতালে।

হাসপাতালের ফরাসী ডাক্তার রোমেলের ক্ষতগুলো মুছে দেবার সময় ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের নাম করছিলেন। ধোয়া মোছার পর বুকে ক্রশ এঁকে দিয়েছিলেন। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, আহত মানুষটির পরিচয় যাই হোক না কেন, তাঁর আর বাঁচা সম্ভব নয়।

অসম্ভবই সম্ভব হয়েছিল। কয়েকদিন পরেই সেণ্ট জার্মেন এর কাছে প্রফেসর ইশ এ্যাট ভিসিনেট এর হাসপাতালে দ্রুত আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছিলেন রোমেল।



রোমেলের আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। জানা গেল, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক, মৃত্যুর সীমানা থেকে জীবনের আঙ্গিনায় ফিরিয়ে আনার সবরকম চেষ্টা ডাক্তাররা করছেন।

স্টাটগার্টের মেয়র স্ট্রোলিন খবর পেয়ে চমকে উঠলেন। তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর মনে হলো, পায়ের তলার মাটি সহসা সরে গেছে। অসীম অতলে তিনি তাঁর সমস্ত স্বপ্ন, কামনা, ইচ্ছা নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছেন।

আর মাত্র ক'টি দিন পরেই ছিল রোমেলের সঙ্গে হিটলারের শেষ বোঝাপড়া হওয়ার কথা। সেই বোঝাপড়ার দিকে চোখ রেখে প্রস্তুতিতে মেতেছিলেন স্ট্রোলিন ও তাঁর সতীর্থেরা। অতর্কিত এই আঘাত স্ট্রোলিনের মনে ঘনালো গভীর বিষাদ।

বিষাদবোধে আচ্ছন্ন হয়ে সময়কে চুপিসারে চলে যেতে দিলে আরও গভীরতর বিষাদ যে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, কিংবা নিষ্ঠুরতর নৈরাশ্য যে তাঁদের আচ্ছন্ন করবে—স্ট্রোলিন তা বুঝতে পারছিলেন। বুঝতে পেরে তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সবার সাথে

যোগাযোগ করার কথা ভাবলেন। অন্য সকলেও ভাবছিলেন একই কথা। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই স্ট্রোলিনেব কথা পৌঁছে গেল স্পাইডেলের কাছে, স্পাইডেলের কথা পৌঁছে গেল স্টফেনবার্গের কাছে, স্টফেনবার্গের খবর পৌঁছে গেল স্থূল্মনাগেল, বেক ও ভন ক্লুগএর কাছে।

রোমেলের অ-বর্তমানেও যুদ্ধ বিরতির জন্য হিটলারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টা অব্যাহত রইলো। ফিল্ড মার্শাল গান্থার ভন ক্লুগ রোমেলের একটি চিঠি হিটলারের কাছে পাঠালেন।

দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ার আগে সেই চিঠিতে রোমেল হিটলারকে লিখেছিলেন—"কমাণ্ডার ইন-চিফ হিসাবে আপনাকে আমার জানানো কর্তব্য যে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়ের আর বিশেষ কোন আশাই নেই।"

ফিল্ড মার্শাল ভন ক্লুগ শুধু রোমেলের চিঠিটিই হিটলারকে পাঠালেন না; সঙ্গে যোগ করে দিলেন—"অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমাকেও স্বীকার করতে হচ্ছে, যদিও ফিল্ড মার্শাল রোমেলের চিঠির বক্তব্য নৈরাশ্যজনক—তবু বাস্তবের যুক্তিতে বুঝতে পারছি তিনি ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। আমি বুঝতে পারছি, আমাদের শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। হয়তো এখনো পথ ও মত পরিবর্তন কবার কথা ভাবলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।"

হিটলার চিঠিটি পেয়েছিলেন। পড়েছিলেন। উত্তর দেননি কোন।

তাঁর একান্ত সচিব-এর দফতর থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটি চিঠি পৌঁছেছিল ভন ক্লুগ-এর হাতে। চিঠির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। ভন ক্লুগ-এর পদোবনতি হয়েছে।

বার্লিনে স্টফেনবার্গ তাঁর বাড়ীর ফায়ার প্লেসের পাশে বসে শেষবারের মত একটি পরিকল্পনার খসড়া দেখছিলেন। আগুনের লাল আভা তার মুখে নাচছিল। পাশে টেবিলের উপর পানীয়। রক্তাভ। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলেন। ঘরময় নিস্তব্ধতা। স্টফেন বার্গ এক মগ্ন স্তব্ধতায়, পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখে রাখছিলেন।

এক চরমতম পরিকল্পনা দেখছিলেন বলেই এই মগ্নতা। চতুর্দিকের বিপদের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে ছিনিয়ে আনতে হবে সাফল্য। হিটলারের মৃত্যুর মধ্যে ঘটবে এই স্বপ্নের উত্তরণ। যদি তা না হয়, তবে ভবিতব্য নির্দ্ধারিত। জার্মানীর আরও একটি উষ্ণ প্রাণ হবে শীতল, আরও একটি হিটলার নিধন পরিকল্পনা হবে ব্যর্থ।

পরিকল্পনার নাম ভেবে চিন্তে দেওয়া হল, "ভলকাইরাই" : কিন্তু "ভলকাইরাই" কেন? স্টফেনবার্গ ব্যাখ্যা করে জানালেন, "ভলকাইরাই" কোন ধার করা শব্দ নয়। বিশুদ্ধ ও প্রচলিত জার্মান শব্দ। এর উল্লেখ জার্মান-পুরাণে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে —ভলকাইরাই হল এক ধরনের কুমারী, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে উড়ে বেড়ায় ও খুঁজে বেড়ায় মৃত্যুর ফাঁস কাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। যেহেতু স্টফেনবার্গরাও খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন একজনকে ও মৃত্যুর ফাঁস পরাতে চাইছিলেন সেই বিশেষ জনেরই গলায়, তাই নিজেদের "ভলকাইরাই" বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন তিনি।

একটার পর একটা সমস্যা সামনে জাগছিল। প্রথমেই মনে জেগেছিল, 'বার্লিন কিভাবে দখল করা যাবে? কিংবা বার্লিন দখলে কোন কোন জায়গা থেকে বাধা আসতে পারে?'

'বার্লিন দ্রুত দখলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজনেরা। সংখ্যায়ও তারা অনেক বেশী। দ্রুত তাদের অকেজো না করে ফেলতে পারলে সমূহ বিপদ। অবশ্য ভরসার কথা একটা

ছিল। চক্রান্তে পুলিসের সায় দিল। জানা ছিল, পুলিস মদত দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিক্রেট সার্ভিসের সমান হওয়া যাবে না। ফারাক যেটুকু থাকবে গতি দিয়ে সেটুকু পূরণ করে নিতে হবে। দ্রুততম বেগে কাজ সারতে পারলে প্রতিপক্ষ প্রস্তুতির আগেই হবে পরাভূত।'

স্টফেনবার্গ চোখ তুলে ফায়ার প্লেসের দিকে তাকালেন। লাল টকটকে গনগনে আগুন। ধোঁয়া নেই, উষ্ণতা আছে। সেই লাল উষ্ণতার দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তিনি ভাবতে চাইলেন, তাঁদের চক্রান্ত সফল হলে কি ভাবে নেবে জার্মানীর জনগণ। মুহূর্তেই ভাবনা টুটে গেল। একটা বোধ তাঁর মনে পরিব্যপ্ত হল। আর তা হল—শনি ঘাড় থেকে নামলে খুশী না হয় কে? হিটলার জার্মানী থেকে বিতাড়িত হলে আনন্দ পাবে না কোন জন?

স্টফেনবার্গ আবার খসড়াটির দিকে চোখ ফেরালেন। পরিষ্কার সারি সারি হরফ। কি পদ্ধতিতে বার্লিন দখল করতে হবে—সেই নির্দেশের দিকে তিনি চোখ রাখলেন। লেখা ছিল—দ্রুততার সঙ্গে বার্লিন দখল করতে হবে। মাত্র প্রথম দুটি ঘণ্টার মধ্যেই বোঝা যাবে ঘটনার পরিণতি কোন দিকে। অর্থাৎ প্রথম দুটি ঘণ্টায় আঘাতের বেগ দুর্বার না হলে ব্যর্থতা ও হতাশা দ্রুততার সঙ্গে আচ্ছন্ন করবে তাঁদের।

আঘাতের প্রথম পর্যায়ের সর্বপ্রথম কাজ হবে, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং হেডকোয়ার্টার্স ও দুটি রেডিও স্টেশন দখল করে নেওয়া। স্টফেনবার্গ বিশ্বাস করতেন, যদি রেডিও মারফত প্রচার করা যায়—হিটলার আর ক্ষমতায় নেই, বার্লিন এখন আমাদের দখলে—তাহলে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ—যারা এখনও মুখ বুজে রয়েছে তারা তাঁদের সঙ্গে যোগদান করবে। তাছাড়া প্রচারের অন্য এক বিশেষ মূল্যও আছে।

গোয়েবলস্ প্রচারের মাধ্যমে হিটলারের কীর্তি ও মহানুভবতার কথা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। রেডিও বার্লিন ক্রমাগত জানাতো, হিটলার কি রকম অসম্ভব সব কাজ করতে পারেন। প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে অনুকূলতাকে কিভাবে ছিনিয়ে আনতে পারেন। তাঁর প্রচারে মনে হত, হিটলার এক অলৌকিক আবির্ভাব, অসম্ভবকে সম্ভব করা যার নিত্য অভ্যাস।

এহেন গোয়েবলস এর ওপর স্টফেনবার্গ ও তাঁর সহযোগী চক্রান্ত-কারীদের তীব্র বিদ্বেষ ছিল। গোয়েবলস এর নামের নীচে প্রথমেই তাই দাগ পড়েছিল। বার্লিন দখলের সঙ্গে গোয়েবলস-এর গ্রেফতার তাই পূর্বাহ্ণেই নির্দ্ধারিত হয়েছিল। গোয়েবলস্-এর সহযাত্রী হিসাবে সিক্রেট সার্ভিসের লোকদেরও উল্লেখ রাখা হয়েছিল।

স্টফেনবার্গ-এর চোখ এসে থামল যেখানে লেখা ছিল—হিটলার যখন নিহত হবেন। বারকয়েক তিনি একই কথা পড়লেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে আত্মমগ্নভাবে বললেন—"যখন তিনি নিহত হবেন…।" উচ্চারিত শব্দে চকিতে তিনি খসড়াটি তুলে নিলেন। বুঝতেই পারেননি কখন কোলের ওপর নামিয়ে রেখেছিলেন।

'হিটলার যখন নিহত হবেন ঠিক তখনই রাস্টেনবার্গকে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। কারণ, শুধু হিটলার নয়, হিটলারের সাঙ্গ-পাঙ্গদের মধ্যে ক্ষমতাবান যারা—যেমন, হিমলার, গোয়েরিং কিংবা জোড্ল বা কাইটেল কেউই পাল্টা প্রতিরোধ যাতে খাড়া না করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।' সুদূরপ্রসারী এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘণ্টার করণীয় বিষয়গুলি পড়া শেষ করলেন স্টফেনবার্গ।

রোমেল দূরে আফ্রিকায়। অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন জার্মানীর নানাপ্রান্তে। সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে খবরটা, যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। সময় বেশী নেই, গোপনীয়তার আড়ালে এবার সময় এসেছে খবর পৌঁছে দেবার।

'মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, হ্যাঁ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই নতুন সরকার ঘোষণা করতে হবে। তা নইলে কিছু জেনারেল পিছলে বেরিয়ে গিয়ে অতর্কিত আঘাত হানতে পারে। ভাববার অবকাশ পেতে পারে। ভাববার বিন্দুমাত্র অবকাশও দেওয়া চলবে না। পিছলে পালাবার সব পথ বন্ধ রাখতে হবে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনায় সারা পৃথিবী জুড়ে তোলপাড় হবে। প্রতিটি দেশের সংবাদপত্রের অফিসের টেলিফোন বাজবে মুহুর্মুহু। জার্মানী জুড়ে নামবে আনন্দ উল্লাস।'

'হিটলার মারা গেছেন—সবচেয়ে আগে এটা জানা দরকার। যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে হিটলার আর নেই, তখন তাঁর অনুগত অফিসারদের ওপর যে প্রবল স্নায়ুর চাপ পড়বে সেটা কাজে লাগাতে হবে' ভাবলেন স্টফেনবার্গ।

গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটির দায়িত্ব স্টফেনবার্গ নিজে নিলেন। হিটলার নিধনের বন্দোবস্ত তিনিই করবেন। স্বচক্ষে দেখবেন হিটলার নিহত, তারপর খবর দেবেন সবাইকে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যাবে অপারেশন "ভলকাইরাই"।

সহসা একটি দুঃসংবাদ এসে পৌঁছলো। অতর্কিত আঘাতে ভারাক্রান্ত হল হিটলার বিরোধী শিবির। খবর এল—ফিল্ড মার্শাল রোমেল গুরুতর আহত, বোমারু বিমানের আঘাত তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করেছে। তিনি এখন জীবন মরণের সীমানায়।

খবর পৌঁছেছিল স্টফেনবার্গের কাছে। আঠারোই জুলাই উনিশশো চুয়াল্লিশ, তিনি খবর পেয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্য চিন্তা করেছিলেন তিনি। ঘুরে তাকিয়েছিলেন টেবিলে রাখা ক্যালেণ্ডারের দিকে। তাঁর নজর পড়েছিল বিশে জুলাই দিনটিকে ঘিরে যে চৌকো দাগ ছিল, সেই দিকে। বিশে জুলাই এক কঠিন শপথের দিন। রোমেলের এই আকস্মিক ঘটনা তাঁকে চিন্তিত করে তুললেও

সংকল্প থেকে তিনি বিচ্যুত হলেন না। মনে মনে রোমেলের আরোগ্য কামনা করলেন। তারপর যেমন ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার তেমনিভাবে বিশে জুলাইয়ের জন্য নিজেকে তিনি প্রস্তুত করে তুললেন।

হিটলার, স্টফেনবার্গের প্রমোশনের অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রমোশনের সুবাদে হোম আর্মির চিফ হয়েছিলেন তিনি। যেহেতু চিফ, সেহেতু ফ্যুয়েরার হিটলারের সঙ্গে আলোচনা কিংবা কথোপ-কথন দুয়েরই দরকার ছিল। প্রয়োজনে দেখা হত দুজনার।

স্টফেনবার্গ ঠিক করেছিলেন, এমনই কোন এক আলোচনা সভায় তিনি সুটকেসে করে বোমা নিয়ে যাবেন। টাইম বোমা। কোন ছল ছুতায় বেরিয়ে আসবেন। বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফাটবে। আর সেই শব্দ থেকেই বোঝা যাবে, হিটলার আর নেই। দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে খবরটা সবাইকে। তারপর নতুন সরকার গড়ার পালা। যুদ্ধহীন পৃথিবীতে আপোস আলোচনার পালা।

সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিজে থেকেই তুলে নিয়েছিলেন স্টফেনবার্গ। শুধু হিটলাব নিধনই নয়—বার্লিন দখল করার নেতৃত্বও তিনি দেবেন স্থির করলেন। একই দিনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজের দায়িত্ব তিনি নিলেন সানন্দে।

বিশে জুলাই, ভোর পাঁচটায় স্টফেনবার্গ ঘুম থেকে উঠলেন। হাল্‌কা মনে শিস দিতে দিতে জামা পরলেন, মুখ ধুলেন, দাড়ি কামালেন। বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এসে যাওয়াতে তাঁকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল।

গ্রীষ্মকালের সকাল। প্রায় ছ'টা নাগাদ এসে পৌঁছলেন লেফ্‌টেনেণ্ট ওয়ার্নার। বাইরে সকালের নরম আলো। অল্প অল্প বাতাস বইছে। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে বসে প্রাতরাশ সারলেন।

ছ'টা বাজার কিছু পরে সোফার এসে জানালো, গাড়ী তৈরী। তাঁরা রাস্টেনবার্গ যাবার জন্য রংগ্‌সডর্ফ বিমান বন্দরের দিকে রওনা হলেন। যাবার আগে, খুব সন্তর্পণে, অসীম মমতায় ছোট একটি স্যুটকেস স্টফেনবার্গ নিজের হাতে তুলে নিলেন।

স্যুটকেসে ছিল কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, কয়েকটি জামা ও ছোট একটি মোড়ক। মোড়কটিতে ছিল শক্তিশালী একটি টাইম বোমা। বিশে জুলাইয়ের সাফল্যের সব কিছু নির্ভর করছিল ঐ ছোট্ট টাইমবোমার সময় মতো ফাটার ওপর।

বিমানবন্দরে স্টফেনবার্গের গাড়ী পৌঁছতেই এগিয়ে এলেন জেনারেল স্টিয়েফ। করমর্দন করলেন তাঁর সঙ্গে। জেনারেল স্টিয়েফই আগের দিন গভীর রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন টাইমবোমা।

স্টফেনবার্গ প্রথম কথা বললেন, "আজকে দিনটা খুব উজ্জ্বল।"

মৃদু হাসলেন জেনারেল ষ্টিয়েফ। বললেন,—"উজ্জ্বলতর হোক আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, গুড লাক।"

—"অপেক্ষা করুন সুখবরের, সুদিনের।"—কথা শেষ করে স্টফেনবার্গ অপেক্ষমান বিমানের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই বিমানের প্রপেলার গর্জে উঠলো। প্লেন ছুটে চললো। ঐতিহাসিক বিশে জুলাই এর পরিকল্পনা এগিয়ে চললো।

রাস্টেনবার্গের পথে পূর্ব প্রুশিয়াতে যখন পৌঁছলেন তখন সেখানকার আবহাওয়া খুব ভারি, আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা, কালোমেঘের ঘন ছায়া মাটিতে। স্টফেনবার্গ দেখছিলেন একবার, যতদূর চোখ যায়।

হিটলারের সঙ্গে দেখা করার আগে তিনি একবার টেলিফোন বোর্ডের ইনচার্জ সার্জেণ্ট মেজরের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, "বার্লিন থেকে একটা ফোন আসবে। অত্যন্ত জরুরী। যখনই

আসুক, আমাকে একবার ডাকবেন। মনে রাখবেন, ফোনটা খুব জরুরী।"

সার্জেন্ট মেজর স্যালুট করে ঘাড় নাড়লেন। স্টফেনবার্গ স্যুটকেস হাতে আলোচনা কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাড়ী থেকেই টাইমবোমার ফিউজ ঠিক করে এনেছিলেন। সুরু করার দশ মিনিটের মধ্যে বোমা ফাটবে। ঘরে ঢুকে দেখলেন, দুয়ারের দিকে পিছন ফিরে হিটলার বসে আছেন। তাঁর সামনে একটি বড় টেবিল, টেবিলের চার পাশে বসে আছেন জোড্‌ল, এয়ার ফোর্সের কর্ণেল হেইঞ্জ ব্রান্ডট, জেনারেল হুসিঙ্গার, কাইটেল।

নিজের আসনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, হিটলার হাতে একটা কি যেন নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। আর একটু এগুতেই বুঝতে পারলেন, ওটা একটা ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস। টেবিলের ওপর রাখা ছোট মানচিত্রটি দেখবার সময় হিটলার ওটি ব্যবহার করতেন। মনে মনে বললেন স্টফেনবার্গ, 'ফ্যুয়েরার ও আপনার পার্ষদেরা! আর মাত্র দশ মিনিট। আপনাদের যা দেখবার ও বলবার আছে বলে নিন। আর মাত্র দশ মিনিট পর হবে প্রচণ্ড একটি শব্দ এবং তারপর থেকেই আপনাদের অস্তিত্ব হবে নিরুদ্দেশ।'

কাইটেল জানালেন হিটলারকে,—"ভন স্টফেনবার্গ এসে পৌঁছেছেন।"

হিটলার ঘুরে আড়চোখে দেখলেন। একচোখ কানা ও একহাত কাটা স্টফেনবার্গের অবশিষ্ট হাতটিতে স্যুটকেস দৃঢ়ভাবে ধরা। মৃদু হেসে হিটলার বললেন,—"একটু অপেক্ষা করুন। হুসিঙ্গারের রিপোর্ট শেষ হলেই আপনার রিপোর্ট শুনবো।"

স্টফেনবার্গ তাঁর আসনে বসলেন। সবার অজ্ঞাতে টেবিলের নীচে স্যুটকেসটি খুলে টাইমবোমা চালু করলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন। চার মিনিট সময় কেটে গেল। আর মাত্র ছয় মিনিট। ঘরে সবাই গম্ভীরভাবে হুসিঙ্গার-এর কথা শুনছেন। স্টফেনবার্গ সবার দিকে

আড়চোখে একবার তাকালেন। তারপর নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেলেন। স্যুটকেসটি রইল টেবিলের নীচে। ঘরে যারা সেনট্রি ছিল তারা ভাবল, স্টফেনবার্গ বাথরুম কিংবা অন্যত্র যাচ্ছেন।

অষ্টআশী নম্বর বাঙ্কারে জেনারেল ফেলজাইবেল এর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখছিলেন স্টফেনবার্গ, 'আর মাত্র কয়েক মিনিট। তারপর শুধু শেষ নয়, সাফল্যের সঙ্গে শেষ।'

হুসিঙ্গার তাঁর রিপোর্ট পড়ছিলেন। কর্ণেল ব্রাণ্ডট শুনতে শুনতে ঝুঁকে পড়লেন। তার পায়ে কি যেন ঠেকল। নীচু হয়ে হয়ে হাত বাড়িয়ে তিনি দেখলেন একটা স্যুটকেস, স্টফেনবার্গের। তিনি টেবিলের ওপর সেটি তুলে রাখলেন। তাঁর ও হিটলারের মধ্যে রইল স্যুটকেসটি। তিনি জানতেও পারলেন না, তারই মধ্যে টিক টিক করে বেজে চলেছে মরণঘণ্টা, রয়ে গেছে ছোট্ট একটি টাইম বোমা।

হুসিঙ্গার এর বিপোর্ট পড়া শেষ হল না। ঠিক বেলা বারটা বেজে বেয়াল্লিশ মিনিটে তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে ভয়ঙ্কর শব্দে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল সেই ঘরে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়লো। জানালা দিয়ে ছিটকে এল ছিন্নভিন্ন বহু দেহ।

অষ্টআশী নম্বর বাঙ্কারের এক চোখ ও এক হাতওয়ালা মানুষটির চোখে ফুটে উঠল খুশীর ঝলক। তাঁর মনে হল, প্রথম রাউণ্ডে তিনি সফল। সপার্ষদ হিটলার এখন মৃতদেহের স্তূপে জড়াজড়ি করে রয়েছেন। এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ রাস্টেনবার্গ হেডকোয়ার্টার্স থেকে বেড়িয়ে পড়ে বার্লিন দখলের কাজ শেষ করা। কিন্তু রাস্টেনবার্গ থেকে বেরুনো সহজ হবে কি? স্টফেনবার্গ বুঝতে পারছিলেন, বোমার আওয়াজ পাওয়া মাত্র চতুর্দিকে পাহারা আরও জোরদার করা হবে। বাইরের লোকের আসা যেমন বন্ধ থাকবে, তেমনি ভেতরের লোকেরও বাইরে যাওয়া বন্ধ করা হবে।

কি হতে পারে কিংবা কি হবে এত ভাববার মত সময়

স্টফেনবার্গের ছিল না। খুশীতে উদ্দীপ্ত মুখে স্টফেনবার্গ গাড়িতে উঠে বসলেন। ড্রাইভারকে বললেন, "এয়ারপোর্টের দিকে চল, তাড়াতাড়ি।"

বাধা পড়ল প্রথম চেকপোষ্টে। একজন সার্জেণ্ট এগিয়ে এলেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্টফেনবার্গকে বললেন, "আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। সম্ভবত জানেন, একটু আগে বাঙ্কারে একটা বোমা ফেটেছে।"

গাড়ির মধ্যে কোঁচকালেন স্টফেনবার্গ। বললেন, "আমি হোম আর্মির চীফ, স্টফেনবার্গ। বোমার শব্দ আমি শুনেছি। আমার এখনই বার্লিন যাওয়া প্রয়োজন।"

—"কিন্তু আমার পক্ষে আপনাকে এখান থেকে বেরুতে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।" একটু থামলেন সার্জেণ্ট। এক হাত ও এক চোখওয়ালা লোকটিকে দেখে হয়তো একটু করুণা হল। বললেন—"আমার ওপরওয়ালার সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন, যদি তিনি অনুমতি দেন তবে আমি আপত্তি করবো না।"

স্টফেনবার্গ বিন্দুমাত্র দেরী না করে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে এলেন। সার্জেণ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন বুথ থেকে ফোন করব?"

সার্জেণ্ট ইঙ্গিতে সামনের দিকে দেখালেম। স্টফেনবার্গ এগিয়ে রিসিভারে হাত রাখলেন।

সার্জেণ্ট দেখলেন, স্টফেনবার্গ কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কিছুক্ষণ কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। সার্জেণ্টকে বললেন, "আমার পথ ছেড়ে দিন, যাবার প্রয়োজনীয় অনুমতি আমি পেয়েছি।"

সার্জেণ্ট আর কোন না বলে পথ ছেড়ে দিলেন। স্টফেনবার্গের গাড়ি এগিয়ে চললো। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ফোনে কারও সঙ্গেই তিনি কথা বলেননি। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। সার্জেণ্ট

তাঁর ছল বুঝতে পারেননি। আর মাত্র তিনটি প্রতিরোধ তাকে পার হতে হবে, তাহলেই রাস্টেনবার্গ ছেড়ে বেরুতে পারবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চেকপোষ্টেও স্টফেনবার্গ গম্ভীরভাবে কথা বলে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করলেন। কিন্তু সব শেষের চেকপোষ্টে এসে গোল বাঁধল। এখানে বাধা-নিষেধ সবচেয়ে বেশী। গোমড়ামুখো সার্জেন্ট কোল্‌বি নারাজ হলেন তাঁকে যেতে দিতে। স্টফেনবার্গও নাছোড়বান্দা। বললেন, "আমাকে যেতে হবেই। বলুন এ ব্যাপারে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

সার্জেন্ট কোলবি বললেন—"এখানে কথা বলার কেউ নেই। আপনি যদি আদৌ কথা বলতে চান তবে ঐ যে ফোন আছে, ফোনে ক্যাপ্টেন মোলেনডর্ফ এর সঙ্গে কথা বলুন। উনি অনুমতি দিলে আমি না বলব না।"

দ্রুত ভেবেনিলেন স্টফেনবার্গ কি বলবেন ক্যাপ্টেন মোলেনডর্ফকে। একটু পরেই ওপাশ থেকে ভেসে এল মোলেনডর্ফ এর কণ্ঠস্বর।

"বাঙ্কারে বোমা ফেটেছে বলে আমাকেও ওরা বেরুতে দিচ্ছে না।" বললেন স্টফেনবার্গ।

"হ্যাঁ কাউকেই বেরুতে না দেবার নির্দেশ আছে।"

"কিন্তু আমাকে যে এখন যেতেই হবে, এয়ারপোর্টে আমার জন্য জেনারেল ফ্রোম অপেক্ষা করে আছেন। বিশেষ জরুরী, আমাকে যেতেই হবে।"

"কি ব্যাপার ?"

"বললাম তো খুব জরুরী এবং গোপনীয়।"

মোলেনডর্ফ বিন্দুমাত্র সন্দেহও না করে বললেন, "যদি তাই হয় তবে আপনি রওনা হন।"

স্টফেনবার্গ ফোন রেখে সার্জেন্ট কোল্‌বিকে বললেন, "আমার যাবার অনুমতি মিলেছে। পথ ছাড়ুন।"

শীতল চোখে তাঁর দিকে তাকালেন সার্জেন্ট কোলবি। শীতলতর স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তাই নাকি ?" বেশ, তবে অপেক্ষা করুন। আমি নিজের কানে আগে নির্দেশটা শুনে নিই।"

"বেশ তো।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন স্টফেনবার্গ।

একটু পরে ফিরে এলেন সার্জেন্ট কোল্‌বি। বললেন, "আপনি যেতে পারেন।"

স্টফেনবার্গের গাড়ি নিমেষে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চললো।

এবারও স্টফেনবার্গ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এয়ারপোর্টে তাঁর জন্য কেউ অপেক্ষা করছিল না। জেনারেল ফ্রোম যে তখন বার্লিনে, তাও তিনি জানতেন। তবু মিথ্যা কথা ছাড়া যে বেরুনো যাবে না তা বুঝতে পেরে এই চাতুরিটুকু তিনি করেছিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্টফেনবার্গ এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলেন। দ্রুত প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা ছিল। একটু পরে প্লেন আকাশে উড়ল। ঘড়িতে তখন বেলা একটা।

প্লেনে উঠে তাঁর আক্ষেপ হল ভাল রেডিও সঙ্গে নেই বলে। রাস্টেনবার্গ্ পৌঁছতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যাবে। তার আগে বার্লিনের সব কিছু ঘটে যেতে হবে। এই তিন ঘণ্টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাজ তিনি করছেন। হিটলারের ঘরে টাইমবোমা ফাটিয়েছেন। এখন তাঁর সহযোগীদের কাজ করার পালা।

প্লেনের জানালা দিয়ে তিনি বাইরে তাকিয়েছিলেন। ভাবছিলেন, 'এতক্ষণে নিশ্চয় খবরটা বার্লিনে পৌঁছে গেছে। রেডিও মারফৎ নিশ্চয় ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা যে, হিটলার আর নেই। একের পর এক অফিসও দখল করার কাজ নিশ্চয় এগিয়ে চলেছে। তাঁর মনে পড়ল রোমেলের কথা। ভাবলেন—আজ রোমেল

জানতেও পারছেন না কি ব্যাপার ঘটে চলেছে। জার্মানীতে কি পরিবর্তন আসছে !'

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় অস্থির ভাবে কাটালেন স্টফেনবার্গ। শুধু কল্পনা করলেন কি ঘটছে, কিংবা কি ঘটতে পারে। উন্মুখ প্রতীক্ষায় রইলেন রেডিয়ো শোনার জন্য। বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছিল সময়টুকু।

বিকালের রোদে যখন গাছের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ছিল, এয়ারপোর্টে ছড়িয়ে ছিল ম্লান আলো, তখন একটি প্লেন আকাশের বুক চিরে নেমে এল রানওয়ের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উজ্জ্বল মুখে যিনি নেমে এলেন তিনি স্টফেনবার্গ। বেলা তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তাঁর প্লেন রঙ্গসডর্ফ পৌঁছলো।

জানা ছিল, টেলিফোন কোথায় আছে। স্টফেনবার্গ সেদিকেই ছুটে গেলেন। ফোন করলেন জেনারেল অলব্রিখটকে।

"হ্যালো অলব্রিখট, সব কাজ ঠিকমত এগিয়েছে ? বার্লিন দখল হয়ে গেছে ?"

ওপাশ থেকে অলব্রিখট-এর উত্তেজিত স্বর ভেসে এল, "আপনি এসে গেছেন ! আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম আমরা।"

"সেকি ? গুরুত্বপূর্ণ দু ঘণ্টায় কিছু না করে আপনারা চুপচাপ আমার জন্য বসে আছেন ?"

"কি করবো ? টেলিফোনে বড্ড গণ্ডগোল হচ্ছিল। আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারিনি হিটলার মারা গেছেন কিনা। আমরা এখানে সবাই প্রস্তুত। বেনডেলস্ট্রেসে সবাই উদ্বিগ্ন ভাবে আপনার ফেরার অপেক্ষায় আছে। আপনার কাছ থেকে খবর পেলেই কাজ সুরু হবে।"

দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন স্টফেনবার্গ। "সময় নেই। তাড়াতাড়ি করুন। আমি নিজের কানে টাইমবোমার শব্দ শুনেছি, নিজের চোখে দেখেছি সেই ঘর থেকে মৃতদেহ ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

হিটলার আর নেই। থাকতে পারেন না। "ভলকাইরাই"-এর পরিকল্পনা মত কাজ শেষ করুন। মনে রাখবেন, সময় চলে গেলে সুযোগও চলে যাবে। তাড়াতাড়ি করুন।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেলজাইবেল নির্দেশজারী করলেন, "হেড-কোয়ার্টার্সের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কর। এখন কোন যোগাযোগ না রেখে, আমাদের পরিকল্পনা মতো এগুতে হবে।"

হেডকোয়ার্টার্স, বার্লিনের কোন খবর না পেয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। বহু চেষ্টার পর যোগাযোগ করা সম্ভব হল। কিন্তু যে খবর এসে পৌঁছল তা অভাবিত। খবর পাওয়া গেল, বার্লিনে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

স্টফেনবার্গ তিতি বিরক্ত হচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, বেলা তিনটা পঁয়তাল্লিশের পরই শুরু হল আসল কাজ। গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঘণ্টা নিঃসাড়ে বয়ে গেছে। ভাবতে চেষ্টা করলেন, এখনও কি ঘটতে পারে? কি ঘটা সম্ভব।

অবাক হয়ে ভাবছিলেন তিনি, 'টাইম বোমা ফেটেছে শুনেও অলব্রিখট কেন কোন কাজ এগুনোর কথা ভাবেন নি! এমন দেরীর কি মানে হয়!'

আসলে অলব্রিখটের কোন দোষ ছিল না। ট্রাঙ্ককলে সে খবর পেয়েছিল, টাইম বোমা ফেটেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই খবরও পৌঁছে-ছিল—হিটলারের কোন ক্ষতি হয়নি। তাই, যেহেতু হিটলার জীবিত, ভলকাইরাই-এর পরিকল্পনাও স্থগিত রাখার কথা তিনি ভেবেছিলেন।

স্টফেনবার্গের উপস্থিতি সমস্ত ঘটনাকেই পরিবর্তিত করে দিল। তাঁর মুখে হিটলারের মৃত্যুর খবর শুনে দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দিলেন অলব্রিখট। কর্ণেল মেটজ, অলব্রিখটের চিফ অব স্টাফ টেলিপ্রিন্টারের পাশে বসলেন। টেলিপ্রিন্টারে শব্দের ঢেউ উঠল, 'ভলকাইরাই' এর নির্দেশ সবার কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

টেলিপ্রিণ্টারে খবর ছড়িয়ে পড়ল—হিটলার নিহত।

ইতিমধ্যে অলব্রিখট একটি মারাত্মক ভুল করে বসলেন। কাজ এগিয়ে নেবার বদলে তিনি টেলিফোনের সামনে গিয়ে বসলেন, সরাসরি ফোন করলেন কাইটেলকে। তিনি জানতেন, রাস্টেনবার্গের সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তবু একবার দেখবার জন্যে ফোন করেছিলেন। অবাক হয়ে তিনি শুনলেন, ফোন বাজছে। একটু পরেই ওপাশ থেকে কাইটেলের গলার আওয়াজও পাওয়া গেল।

অলব্রিখট জানতে চাইলেন,—"রাস্টেনবার্গের খবর কি?"

কাইটেল বললেন,—"হিটলারকে হত্যা করার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল। ভগবানকে ধন্যবাদ হিটলাব ভাল আছেন।"

অলব্রিখট চমকে উঠলেন, তাঁর সমস্ত মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। গভীর নৈরাশ্য তাঁর হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল। নিঃশব্দে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে স্টফেনবার্গ এসে পৌঁছেছেন। উত্তেজনায় তাঁর নিঃশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ছিল। স্টফেনবার্গকে দেখে অলব্রিখট ফিরে এলেন। কোনরকম উপক্রমণিকা না করে স্টফেনবার্গ বললেন,—"আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে একটু আগে হেড কোয়ার্টার্সের বাঙ্কারে বোমা ফেটেছে। আমি নিজে মাত্র একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনেছি।"

অলব্রিখট পাশ থেকে ফিসফিস করে বললেন, "একটু আগে আমি কাইটেলের সঙ্গে কথা বলছি।"

—"কার সঙ্গে?" ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন স্টফেনবার্গ।

—"কাইটেলের সঙ্গে। কাইটেল বলছিল, হিটলার নাকি মরেননি!"

"যত সব বাজে কথা।" গর্জে উঠলেন স্টফেনবার্গ। "আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি—এখন আমি কি কাইটেলের কথা মানবো?"

—"কিন্তু।"

—"কোন কিন্তু নেই।" অলব্রিখটকে স্তব্ধ করে বললেন স্টফেনবার্গ। "হয় হিটলার মারা গেছেন, না হয় তিনি গুরুতরভাবে আহত। তার বাঁচার সম্ভাবনা আর নেই।"

—"আর সময় নেই।" পাশ থেকে জেনারেল বেক বললেন। "হিটলার আহতই হোন আর নিহতই হোন, আমাদের এখন এগিয়ে যেতেই হবে, আর পিছু হটার পথ নেই।"

স্টফেনবার্গ ঘাড় নাড়লেন। ঠিক কথা।

স্ট্র্যাটেজী দ্রুত ঠিক করে নেওয়া হল, পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন করে। ঠিক হল, সবচেয়ে আগে রেডিও ষ্টেশন দখল করে নিতে হবে। জেনারেল থিয়েল জানালেন, "তাড়াতাড়ি রেডিও ষ্টেশন দখল করতে না পারলে বিপদ হবে। হেডকোয়ার্টার্স থেকে রেডিও মারফৎ প্রচার করা হবে যে হিটলার জীবিত, এমনকি আহতও হননি বিন্দুমাত্র। সে সুযোগ তাদের দেওয়া যেতে পারে না।"

"এছাড়া," স্টফেনবার্গ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এ ছাড়া প্লেন থেকে সহরে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের নতুন শপথ ও নতুন সরকারের কথা।"

পুলিসের বড় কর্তা কাউণ্ট হেলডর্ফ দুপুর থেকে অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। সময় বয়ে চলেছে। কথা ছিল বেলা একটার পরই খবর আসবে। তিনি তাঁর পুলিসবাহিনী নিয়ে কাজে নেমে পড়বেন। কিন্তু বেলা গড়িয়ে এল। বিকালের রোদ চতুর্দিকে। তবু কোন খবর আসছে না। কি হয়েছে, কি ঘটতে চলেছে বুঝতে না পেরে বিশেষ উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন তিনি।

বেলা চারটে বাজার পর আর চুপচাপ বসে থাকতে তিনি পার-

ছিলেন না, তাঁর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছিল। তিনি সোজা বেণ্ডেলস্ট্রাসের দিকে রওনা হলেন।

অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে বুঝতে পারছিলেন স্টফেনবার্গ, তাঁদের প্রচেষ্টা সমস্যা কণ্টকিত হয়ে উঠছে। প্যারিসে ফোন করলেন তিনি। স্টুল্পনাগেল-এর হেডকোয়ার্টার্সে, সরাসরি।

"হ্যালো।" ওপাশ থেকে স্টুল্পনাগেল-এর কণ্ঠস্বর।

"আমি স্টফেনবার্গ বলছি। এ্যাকশন, এখন শুধু এ্যাকশন চালিয়ে যান। আমরা এখানে সক্রিয় আছি।"

"আমরাও চুপচাপ বসে নেই। বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামার আগেই বারশো সিক্রেট সার্ভিসের লোককে জেলে পুরবো—জাল পেতে রেখেছি।" গভীর আত্মপ্রত্যয় জানালেন স্টুল্পনাগেল।

'বাকি রইল কে?' স্টফেনবার্গ নিজের মনে ভাবলেন। ভেসে উঠল একটি মুখ, ফ্রোম-এর। ফ্রোম-এর সামনে গিয়ে বসলেন তিনি।

"জেনারেল ফ্রোম, এদিককার কাজ এগিয়ে চলেছে, যেমন চলা উচিৎ। আপনার ওদিককার খবর কি? আপনাদের অপারেশনও এবার স্টার্ট করুন।" বললেন স্টফেনবার্গ।

"তাঁর আদৌ কোন প্রয়োজন হবে কি?" বাঁকা স্বরে প্রশ্ন করলেন ফ্রোম?

"কেন?"

"গোটা অভ্যুত্থানইতো এখন ব্যর্থতার পথে।"

ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন স্টফেনবার্গ। তাঁর কপালে দেখা যাচ্ছিল ঘামের রেণু। গলার স্বরকে যথাসম্ভব সংযত রেখে বললেন, "কে বলেছে? একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। এখানে সবাই আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ্যাকসনে নেমে পড়ছে। ওদিকে হিটলার বোমার আঘাতে গুরুতর আহত।"

"এখানেই ভুল হয়েছে।" বাধা দিয়ে বললেন ফ্রোম। "হিটলারের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। তিনি ভাল আছেন।"

"বাজে কথা।" গর্জে উঠলেন স্টফেনবার্গ।

"মোটেই না, এটাই ঠিক কথা। আমি নির্ধারিতভাবে জানি হিটলার ভাল আছেন।" গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন ফ্রোম।

"খবরের উৎসটি জানতে পারি কি?" তীব্র শ্লেষে উচ্চারণ করলেন স্টফেনবার্গ।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটু আগে আমার সাথে কাইটেলের কথা হয়েছে। কাইটেলই আমাকে বলেছে।"

"কাইটেল বাজে কথা বলেছে। আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।"

"কিন্তু একটু আগেই যে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।"

"হতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে আপনাকে আমি বলছি শুনুন, যখন বোমা ফাটে তখন আমি সেখানে ছিলাম। আমার নিজের চোখে আমি দেখেছি হিটলার আহত, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর শরীর, তিনি সংজ্ঞাহীন, তাঁকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সম্ভবত এতক্ষণে তাঁর দেহ একেবারে শীতল হয়ে গেছে।

কথা শেষ করে স্টফেনবার্গ উৎকর্ণ হয়েছিলেন শুনবার জন্য,—ফ্রোম কি বলেন। অল্পক্ষণের জন্য নীরবতা এসেছিল নেমে।

"কাউন্ট স্টফেনবার্গ," শীতল কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ফ্রোম। "আমি আবার বলছি আপনাদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে।"

"না, হতেই পারে না।"

"আমি বলছি হয়েছে।"

"বাজে কথা, আমি নিজের হাতে বোমা রেখেছি, আমি নিজের চোখে বোমা ফাটতে দেখেছি।"

"যদি তাই হয়। তবে আপনার রিভলবার নিজের কপালে রেখে ট্রিগার টিপুন। কারণ, এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়কের সেটাই হবে শেষ পরিণাম।"

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন অলব্রিখট। স্টফেনবার্গ তাঁর দিকে

তাকালেন। দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন অলব্রিখট "পুরো ব্যাপারটা একটু নাটুকে হয়ে যাচ্ছে না কি জেনারেল ফ্রোম?"

"হ্যাঁ, আপনার মনে হতে পারে। মনে তো কতকি-ই হয়। তবে যদি নাটকই বলতে চান তবে শুনুন, এর ক্লাইম্যাক্স এখনও বাকি। আপনাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গেই তা সমাপ্ত হবে।"

"বেইমান, দেখি কে কাকে গ্রেফতার করে।" ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অলব্রিখট।

তারপরেই সুরু হল এক অভাবিত কাণ্ড। সুরু হয়ে গেল হাতাহাতি। হাতে হাত রেখে চক্রান্ত করার শপথ যারা নিয়েছিল, তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর দিকে। প্রথম আঘাত হানলেন ফ্রোম। উঠে দাঁড়িয়ে স্টফেনবার্গের বাঁ কানের ওপরে ধাঁই করে একটা ঘুঁসি কসিয়ে দিলেন। অলব্রিখট একটুও সময় নষ্ট না করে পাল্টা আঘাত হানলেন। গণ্ডগোলের আওয়াজে ছুটে এলেন আরো অনেকে। অলব্রিখট-এর সঙ্গে ফ্রোম-এর তখন হাতাহাতি চলছে।

"বেইমানকে গ্রেফতার কর।" চিৎকার করে বললেন অলব্রিখট।

সবাই এসে চেপে ধরল ফ্রোমকে। তার মুখ এমনিতেই খুব লাল, উত্তেজনায় গনগনে দেখাচ্ছিল। একটু পরে একটা ঘরে আটক করে রাখা হল তাকে।

গোয়েবলস্ এতসব ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর কাছে হিটলার ফোন করেছিলেন, "হের গোয়েবলস্। নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার টেবিলের নীচে টাইমবোমা ফিট করা হয়েছিল। এবং তা সশব্দে ফেটেছে।"

"হায় ভগবান!" অস্ফুটে বলেছিলেন গোয়েবলস্। "আপনার কিছু হয়নিতো?"

"না, তেমন কিছু নয়। তবে এখুনি কোন প্লেনে করে চলে

আসুন। আপনি প্রোপাগাণ্ডা মিনিষ্টার। এই সময় আপনাকে খুব দরকার। আপনি এসে ঘোষণা করুন যে ফ্যুয়েরার অক্ষত আছে।" কথা শেষে ফ্যুয়েরার ফোন নামিয়ে রেখেছিলেন।

হিটলারের ছবির নীচে সোফায় বসে গোয়েবলস্ ভাবছিলেন, কে এমন দুঃসাহসী যে হিটলারের ঘরে বোমা ফিট করে রাখতে পারে? লোকটির নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা ও হঠকারিতাকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন তিনি।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন একান্ত সচিব। বললেন, "লেপ্টেন্যাণ্ট হ্যাগেন দেখা করতে এসেছেন।"

"তাঁকে নিয়ে আসুন।"

একটু পরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন লেপ্টেন্যাণ্ট হ্যাগেন। তাঁর চোখ মুখে উত্তেজনার আভাস, ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তিনি বলে চললেন, "হের গোয়েবলস্ বাইরে ভীষণ সব ব্যাপার ঘটছে। একটা হিটলার বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটছে। সত্যি বলতে কি ওরা অনেক জায়গা দখলও করে নিয়েছে।"

"অসম্ভব। কি পাগলের মত বকছেন?" বাধা দিয়ে বলেছিলেন গোয়েবলস্।

"বেশ তো আমার কথা বিশ্বাস যদি না হয় তো জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। দেখুন, ওরা কেমন মার্চ পাষ্ট করছে রাস্তায়।"

গোয়েবলস্ জানলার পাশে গিয়ে নীচের দিকে তাকালেন। একপলক তাকিয়ে পিছিয়ে এলেন। হ্যাগেন-এর খুব কাছে সরে এসে বললেন, "আপনি এখুনি একবার মেজর রেমারকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন। তাঁকে বলবেন, খুব জরুরী ও গোপনীয় কাজের জন্য আমার তাঁকে দরকার।"

তার একটু পরেই গোয়েব্ল্স এর বাড়ীর নীচে রাখা একটি মোটর সাইকেল শব্দ তুলে ষ্টার্ট নিল। হ্যাগেন ছুটে চললেন মেজর রেমার-এর কাছে।

মেজর রেমার এর কাছে দুটি খবর প্রায় একই সময় এসে পৌঁছেছিল। প্রথম খবর বিদ্রোহীদের কাছ থেকে, "এখুনি গোয়েবল্‌কে এ্যারেষ্ট করুন।" দ্বিতীয় খবর এল স্বয়ং গোয়েবলস এর কাছ থেকে, "এখুনি একবার আমার কাছে চলে আসুন।" দুটি খবরই খুব শান্তভাবে পড়লেন মেজর রেমার।

কুড়িজন লোক নিয়ে রেমার গোয়েবলস এর বাড়ীর দুয়ারে এসে পৌঁছলেন। শেষ বারের মত নির্দেশ দিলেন, "মনে রাখবেন, বার্লিনে সবচেয়ে জঁাদরেল নাৎসি মন্ত্রী হলেন গোয়েবলস। খুব দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করবেন। রিভলবার উঁচিয়ে চলুন। যদি প্রয়োজন হয়, ব্যবহার করবেন।"

গোয়েবলসের ঘরে ঢুকে মেজর রেমারই প্রথম কথা বললেন—"হের গোয়েবলস, আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। আপনি বোধহয় শুনেছেন, হিটলার আর নেই। আমরা নতুন সরকার গঠন করেছি।"

"নতুন সরকার?" যেন কতকটা আত্মগত ভাবে প্রশ্ন করেছিলেন গোয়েবলস।

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মেজর রেমার," একটু থেমে প্রশ্ন করেছিলেন গোয়েবলস, "আপনার পুরনো দিনের কিছু কিছু কথা মনে পড়ে?"

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন রেমার।

"আপনার মনে পড়ে, একদিন এই হিটলারের ছবির নীচে কিংবা নাৎসি জার্মানীর পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে আপনি শপথ নিয়েছিলেন আনুগত্যের। আপনার নিশ্চয় একথাও মনে পড়ে, শপথ গ্রহণের সময় আপনি একজন প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান নাগরিকই ছিলেন।"

মেজর রেমার অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কথা শেষ করার জন্য তাড়াতাড়ি বললেন, "সে সব কথা এখন থাক। তখন হিটলার জীবিত ছিলেন। এখন তিনি নেই। এখন পরিস্থিতিও ভিন্ন।"

গোয়েবলস এক লহমা স্থির দৃষ্টিতে রেমারের এর দিকে তাকালেন। যেন কিছু শুনতেই পাননি এমন মুখ করে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডায়াল করলেন।

"কাকে ফোন করছেন? আপনি ফোন করবেন না। আপনি এখন আমার কাছে বন্দী।"

নিঃশব্দে হাসলেন গোয়েবলস। বললেন, "একটু আগে আপনি বললেননা হিটলার মারা গেছেন, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমি হিটলারকেই ফোন করছি। নিজের কানে তার গলা শুনুন।"

মেজর রেমার অবাক হচ্ছিলেন। তবু তিনি এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরলেন। একটু পরেই তিনি শুনতে পেলেন হিটলারের পরিচিত গলা। ত্রস্তে তিনি ফোন এগিয়ে দিলেন গোয়েবলস এর দিকে।

"কি গলা চিনতে পারলেন? এবার নিশ্চয় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে যে হিটলার জীবিত।" মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললেন গোয়েবলস।

মেজর রেমার তখন ভেতরে ভেতরে ঘামছেন। তাঁর সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল।

গোয়েবলস কোন উপক্রমণিকা না করে হিটলারকে অভ্যুত্থানের কথা জানালেন। ওপাশে গর্জে উঠলেন হিটলার। বললেন, "চুরমার করে ফেলুন সব চক্রান্ত। নির্মম হাতে শেষ প্রতিরোধকেও চূর্ণ করুন।"

"মেজর রেমার এখানে আছেন। তিনিই আমাকে সব খবর দিলেন।" বললেন গোয়েবলস।

"তাঁকে একটু ফোনটা দিনতো, আমি কথা বলবো।"

মেজর রেমার ফোন ধরলেন। হিটলার বলে চললেন, "আপনি সময় মতো গোয়েবলসকে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদ। আপনি গোয়েবলস এর নির্দেশ মতোই কাজ করুন।"

জেনারেল রেমার পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনে হত বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন।

হিটলার আগের কথার রেশ টেনেই বললেন, "হিমলারও রওনা হয়েছেন। কিছু পরেই তাঁর বিমান বার্লিনে পৌঁছবে। হিমলার পৌঁছলে সব কিছুই পাল্টে যাবে। প্রতিরোধ চুরমার করাই হিমলারের অভ্যাস, এতো আপনি জানেনই।"

মেজর রেমার সম্মোহিত মানুষের মতো টেলিফোন রেখে ধপ করে বসে পড়লেন।

মৃদু হেসে এগিয়ে এলেন গোয়েবলস। রেমার এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "মেজর, খুব অবাক হয়ে গেছেন না? আচ্ছা বলুনতো এখন আপনি কোন দলে থাকবেন? ঐ চক্রান্তকারীদের দলে, নাকি আমার দলে।"

কলের পুতুলের মতো উচ্চারণ করলেন মেজর রেমার, "আপনার দলে।"

বিদ্রোহী শিবিরে তখনও কেউ জানে না মেজর রেমার মত ও পথ পরিবর্তন করেছেন। হিটলারকে চূর্ণ করার বদলে হিটলারকে স্তব করার শপথ আবার নিয়েছেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় জার্মান রেডিওর সব অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। ঘোষকের গম্ভীর স্বর শোনা গেল, "আজ দুপুরে হিটলারকে হত্যা

করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাঁর ঘরে টাইমবোমা ফাটে। সৌভাগ্যক্রমে ফ্যুয়েরারের গুরুতর কোন আঘাত লাগেনি। তিনি সুস্থই আছেন।"

কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ঘোষিত হতে লাগল, "ফ্যুয়েরার আঘাত পাননি, ভাল আছেন।"

স্টফেনবার্গও শুনেছিলেন খবরটা। চারদিকের সঠিক খবর এসে সময় মতো পৌঁছচ্ছিলনা দেখে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। রেডিও ঘোষণার মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনি টেলিপ্রিন্টারে খবর পাঠালেন আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে, "আপনারা প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না, যতসব গোয়েবলসি ধাপ্পা। হিটলার আর বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকতে পারেন না।"

স্টফেনবার্গের কাছে এগিয়ে এলেন একজন মেজর। বললেন, "শুনেছেন হিমলার আসছেন। গোয়েবলস আমাদের বিরুদ্ধে নামছেন।"

"শুনেছি, কিন্তু চিন্তা কিসের? আমাদের ট্যাঙ্ক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাচ্ছে। তারপর আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কে?" দৃঢ়প্রত্যয়ে বললেন স্টফেনবার্গ।

স্টফেনবার্গ ট্যাঙ্কের ঘরঘর ধ্বনির প্রতীক্ষায় যখন উৎকীর্ণ, তখন হিমলারের নির্দেশে ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছিল বার্লিনের দিকে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো রাত আটটা। আগে নির্দ্ধারিত ছিল ঠিক রাত আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে উইট্‌জলবেন এসে পৌঁছবেন। কথা ছিল, রাত আটটার মধ্যে সব কাজ হাসিল হয়ে যাবে। নব নিযুক্ত সরকারের প্রথম ফিল্ড মার্শাল পদে অভিসিক্ত হবেন উইট্‌জলবেন।

উইট্‌জলবেন এসে দেখলেন স্টফেনবার্গ গম্ভীর মুখে বসে আছেন। তাঁর পাশে বেক।

"ব্যাপার কি?" জানতে চাইলেন উইট্‌জলবেন।

"সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সবার কাছে খবর গেছে। সবাইকে এ্যাকশনে নামতে বলা হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত কোন খবর এখনও আসেনি।" বললেন স্টফেনবার্গ।

"সে কি? সব খবরতো দু'ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হবার কথা ছিল? এতক্ষণেও খবর না এলে বোঝা যাচ্ছে আপনাদের পরিকল্পনার মধ্যে মারাত্মক কোন গলদ ছিল।"

বেণ্ডেলস্ট্রাসের বাড়ী থেকে উইট্‌জলবেন ঠিক আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বেড়িয়ে পড়লেন। একটু আগের সমস্ত শপথকে পেছনে ফেলে রেখে তাঁর গাড়ি এগিয়ে চলল গোয়েবলস বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্সের দিকে।

স্টফেনবার্গ বুঝতে পারছিলেন, তাঁদের বিদ্রোহের পথের দিকে ব্যর্থতা এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারছিলেন, দৈবক্রমে এবারও হিটলার বেঁচে গেছেন। সম্ভবত বোমা ফাটার ঠিক আগে তিনি টেবিলের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। তবু যেহেতু জয় বা পরাজয় কোন খবরই এসে পৌঁছচ্ছিল না, তাই নিরুৎসাহ বোধ করলেও তাঁরা তাদের সমস্ত আশাকে তখন অবধি নিরুদ্দেশ করতে পারেন নি।

রাত ন'টার সময় নেমে এল শেষ আঘাত। অকস্মাৎ জার্মান রেডিওর ঘোষক জানালেন, "ফ্যুয়েরার হিটলার আগামীকাল সন্ধ্যা পাঁচটায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।" সঙ্গে সঙ্গে একথা আবার ঘোষণা করা হল, "ফুয়োরারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। হিটলার ভাল আছেন।"

স্টফেনবার্গের কপালে ভাঁজ পড়ল। বেকও ঘুরে তাকালেন

তাঁর দিকে। "কিন্তু কি করে তা সম্ভব?" নিজের মনে বললেন তিনি।

বেক কোন কথা বললেন না। রেডিওর কাছে আরও ঘন হয়ে বসলেন।

ঘোষক আবার ঘোষণা করলেন সর্বশেষ পরিস্থিতি। জানালেন, "অবস্থা আয়ত্বের মধ্যে এসেছে। বার্লিনের অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।"

স্টফেনবার্গ রেডিও বন্ধ করে দিলেন। ঘরময় নিস্তব্ধতা খেলা করতে লাগল। আসন্ন আনন্দের প্রত্যাশা, মগ্ন বিষাদে পরিবর্তিত হল।

রাত প্রায় দশটার সময় বেণ্ডেলস্ট্রাসের বাড়ীতে আবার অনেক-গুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

"কে এল?" বেক এর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন স্টফেনবার্গ।

"দেখা যাক"। উঠে দাঁড়ালেন বেক।

ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন জন বারো সৈন্য। তাদের হাতে উদ্যত রিভলবার। তাদের একজনের দিকে তাকিয়ে স্টফেনবার্গ বলে উঠলেন—"সেকি! একটু আগেওতো তুমি আমাদের দলে ছিলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখন আপনি আমাদের হাতে বন্দী। কোন ভাঁওতায় আর ভুলছি না।"

স্টফেনবার্গ কথা না বাড়িয়ে হঠাৎ পিছনের দরজার দিকে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে একঝাঁক গুলি ছুটে গেল। হাতে গুলি লাগল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। যন্ত্রণায় বসে পড়লেন তিনি।

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে জেনারেল ফ্রোমকে মুক্ত করে আনলেন কয়েকজন।

জেনারেল ফ্রোম হাতে রিভলবার নিয়ে এগিয়ে এলেন। মেটজ, হাফটেন ও স্টফেনবার্গে'র বুকে ঠেকিয়ে বললেন, "যদি তোমাদের স্ত্রীদের শেষ চিঠি লিখবার সময় চাও তো নিতে পার। মাত্র দু' মিনিটের জন্য এ সুযোগ তোমরা পাবে। তারপর তোমরা হবে অতীতের স্মৃতি।"

স্টফেনবার্গ চুপচাপ বসেছিলেন, অলব্রিখট স্ত্রীকে চিঠি লিখছিলেন। জেনারেল ফ্রোম এরই মধ্যে ঘোষণা করলেন, "ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে এই চক্রান্তকারীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এবং এখুনি এদের পিস্তলের মুখে দাঁড় করানো হবে।"

অলব্রিখট তখনও লিখে চলেছেন। জেনারেল ফ্রোম তাঁর সামনে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনার হল?"

অলব্রিখট মুখ তুললেন, "হ্যাঁ।" চিঠি ভাঁজ করে ফ্রোমের হাতে তুলে দিলেন। ফ্রোম সব কটি চিঠি একটি চেয়ারের ওপব ছুঁড়ে দিলেন। এলোমেলোভাবে চিঠিগুলি ছড়িয়ে পড়লো।

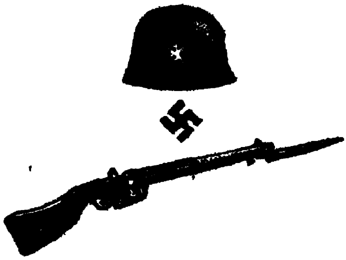
"এবার চলুন।" ফ্রোম সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

বিশে জুলাই, রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন তাঁরা। স্টফেনবার্গে'র হাতের থেকে রক্ত চুয়ে পড়ছে। বিদ্রোহের শেষ অঙ্কে বিদ্রোহীরা এগিয়ে চললেন বধ্যভূমির দিকে।

এক সারিতে তারা দাঁড়ালেন। পাশাপাশি। একটু দূরেই রিভলবার হাতে বারজন সৈন্য। স্টফেনবার্গ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—"জার্মানী দীর্ঘজীবি হোক।" আরও কিছু তিনি বলতে গেলেন। সেই মুহূর্তেই জেনারেল ফ্রোম-এর নির্দেশ শোনা গেল—"ফায়ার।" ঝলকে ঝলকে গুলি বেরিয়ে এল। তাঁরা চারজন সামনের মাটিতে লুটিয়ে

পড়লেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্থির হয়ে গেল তাদের দেহ। ছলকে আসা রক্ত চুঁইয়ে পড়ল আরও কিছুক্ষণ।

সজ্ঞাহীন রোমেল সেণ্ট হাসপাতালে জানতেও পারলেন না— স্টফেনবার্গ আর নেই। হিটলার নিধনের এক নিখুঁত পরিকল্পনা ভাগ্যদোষে ব্যর্থ হয়েছে।



হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ছটফট করতেন রোমেল। অনেক কাজ বাকি, বাকি এখনও ফ্যুয়েরারের সঙ্গে বোঝাপড়া, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ নেমে এসেছে আঘাত। আঘাতের তীব্রতা কেড়ে নিয়েছে তাঁর চলাচলের ক্ষমতা।

জানালার দিকে তাকিয়ে থাকতেন রোমেল। বাইরে চমৎকার হাল্‌কা রোদ। সামনের বার্চ গাছটা হাওয়ায় অল্প অল্প নড়তো। কখনও কখনও অনিয়মিতভাবে ভেসে আসতো পাখির ডাক। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, একরাশ অসহায়তা।

রোমেলের মনে পড়তো যুদ্ধের কথা। মনে পড়লেই ভেসে উঠতো সেই দৃশ্য—অজস্র পোড়া গাড়ির আগুনের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন, নেমে আসছে একঝাঁক বিমান,…মনে হতো, কে জানে এত দিনে আরও কত গাড়ি আমাদের পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কত উষ্ণ দেহ শীতল হল!

হাসপাতালে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ব্যারন ভন এ্যাসবাক। যখন তাঁর কেবিনে এসে ঢুকলেন তখন রোমেলের চোখে

নেমে এসেছে তন্দ্রার আমেজ। আসলে জেগেই ছিলেন। রোমেল ভেবেছিলেন অন্য কথা। ভেবেছিলেন আবার কোন ডাক্তার এসেছে। এখুনি আবার বলবে, 'আপনি ওঠা-বসা করবেন না বেশীক্ষণ একভাবে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকবেন না, ওষুধটা অনুগ্রহ করে ঠিক ঠিক খাবেন!' এই ডাক্তারদের দেখলেই রোমেল বিরক্ত হয়ে উঠতেন। ভাবতেন, আবার একরাশ বিধিনিষেধ তাঁর ওপর চাপাতে এসেছে।

রোমেল বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বিছানায় কেউ বসেছে। অপেক্ষা করছিলেন, এখুনি একটি হাত নাড়ীর সন্ধান করবে, চোখে টর্চের আলো ফেলবে। কিন্তু কিছু সময় অতিক্রান্ত হবার পরও যখন তা ঘটলো না, তখন তিনি চোখের কোণা দিয়ে তাকালেন। দেখলেন, ভন এ্যাসবাক বসে আছেন।

রোমেল তাঁকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সহাস্যে বলে উঠলেন, "ও আপনি! আরে ছিঃ! আমি ভেবেছিলাম আবাব কোন ডাক্তার উৎপাত কবতে এসেছে।"

"ডাক্তাররা বুঝি খুব উৎপাত করে", মৃদু হেসে বলেছিলেন ভন এ্যাসবাক।

"না, তা ঠিক নয়! আসলে ওরা আমাকে এটা করোনা ওটা করোনা বলে বলে অস্থির করে দেয়। আর এমন শুয়ে থাকার অভ্যাসতো দীর্ঘ দিন নেই। ওরা বসতেও দিতে চায় না।"

"ওদের কথা শুনলে আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।"

"এই দেখুন আমি প্রায় সেরে উঠেছি" কথা বলতে বলতে উঠে বসলেন রোমেল।

রোমেলের মুখের ডানদিকটা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ, গায়ের বহু জায়গা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ। একপলক তাঁর দিকে তাকিয়ে ভন এ্যাসবাক বললেন, "হ্যাঁ তাইতো, বটেইতো।"

রোমেল উদ্ভাসিত ভাবে কথা বলছিলেন, "হয়তো অনেকে ভাবছে মৃত্যু আমার নিশ্চিত ভবিতব্য ছিল। হয় তো ভাবছে, এই

ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা থেকে আমি কোন দিনই সুস্থ হয়ে ভালো হয়ে উঠবো না। কিন্তু যুদ্ধে যেমন শত্রুর সঙ্গে লড়েছি, তেমনই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর এই যুদ্ধেও আমি জিতবো।"

একটু থামলেন তিনি। বললেন, "আমার এখনও অনেক লড়াই বাকি। অন্তত শেষ বোঝাপড়ার লড়াই পর্য্যন্ত আমাকে বাঁচতেই হবে।" কথা বলতে বলতে তাঁর চোখ গিয়ে পড়লো ঘরের দেওয়ালে আঁটা ফ্যুয়েরারের ছোট আবক্ষ মূর্তির দিকে।

রোমেল চটুল পায়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন, সামনের হ্যাঙ্গার থেকে একটানে নিজের ইউনিফর্মটা টেনে নিলেন। একটু ঝুঁকে পায়জামার উপরই পরে নিলেন। এক লহমা কি ভাবলেন, তারপর টুপিটিও তুলে নিলেন।
ব্যাণ্ডেজের ওপর সন্তর্পণে টুপিটি রাখলেন তিনি। "এবার তুলুন না একটা ছবি।" শুধোলেন তিনি এ্যাসবাককে।

এ্যাসবাক ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হলেন। রোমেল বললেন, "আমার ডানদিক জুড়ে এখনও ব্যাণ্ডেজ রয়েছে। আপনি এক কাজ করুন, শুধু আমার বাঁদিকের একটা প্রোফাইল তুলে নিন, ছবিটা দেখে সবাই বুঝুক আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি।"

স্পাইডেলও একদিন দেখা করতে এসেছিলেন রোমেলের সঙ্গে। সবাই মনে করেছিল নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ। কিন্তু কথাবার্তার ফাঁকে দুজনেই নানা খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, পরিকল্পনার বিষয় জানছিলেন।

"ঘাবড়াবার কিছু নেই।" রোমেল বলেছিলেন। "মাত্র ক'টা দিনতো, তারপর আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠবো। আবার আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবো।"

"আমরাও ঠিক চুপচাপ বসে নেই, বরঞ্চ বলি, চুপচাপ বসে থাকার উপায় আমাদের নেই।" বলেছিলেন স্পাইডেল, "আমাদের কাজ চলছে চলবে।"

রুজও প্রায় প্রতিদিনই দেখা করতে আসতেন। রোজই প্রায় নির্দিষ্ট সময়ে রোমেলের ঘরের পরদা নড়ে উঠতো। সহাস্যে রোমেল তাঁকে আহ্বান জানাতেন ভিতরে এসে বসতে।

রুজ-এর সঙ্গে রোমেল খোলাখুলি সব কথাবার্তা বলতেন। হিটলারের প্রাণ নাশের ব্যর্থ ষড়যন্ত্রের খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে সেই কথাও উঠতো। রোমেল উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনার প্রকাশ দেখা যেত। রুজকে তিনি বলতেন, "হিটলার জার্মানীর এক কু-গ্রহ। এই কু-গ্রহ জার্মানীকে ভয়ঙ্কর সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু হত্যা করলে কোন লাভ হবে না। বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর দিকে আঙুল তুলে সবাইকে ডেকে বলতে হবে—জার্মানীর জনগণ তোমরা দেখে যাও, জেনে যাও—যাকে তোমরা বিগ্রহের মতো শ্রদ্ধা করতে, যার কথায় তোমরা অনায়াসে বাড়ির কিশোরদেরও যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছো—সেই ফ্যুয়েরার কি এক অদ্ভুত পাগলামি, কিংবা কোন সর্বনাশা নেশার বিকারে তোমাদের কোথায় নিয়ে চলেছিলেন! অজস্র কফিনের মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা কেমন করে গুঁড়ি মেরে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো।

রুজ রোমেলের কথা মন দিয়ে শুনতেন। বন্ধু হলেও রুজের মনে রোমেলের প্রতি ছিল গভীর শ্রদ্ধা, সুগভীর বিশ্বাস।

"কিন্তু হিটলার যেভাবে তাঁর মহিমা প্রচার করেছেন তার রেশটুকু জার্মানী থেকে মুছে ফেলা কি সম্ভব?" ছোট্ট প্রশ্ন করেছিলেন রুজ।

"শুধু সম্ভবই নয়, সমূলে মুছে ফেলা সম্ভব। শুধু তার আগে দেশবাসীকে জানতে হবে প্রকৃত সত্যটা।"

আরও একটু সুস্থ হবার পর রোমেল হাসপাতালের সার্জেন মেজর জেনারেলকে ডেকে বললেন, "বন্দোবস্ত করুন, বাড়ী যাবো।"

"সে কি কথা!" চমকে উঠলেন সার্জেন মেজর। আপনার আঘাত গুরুতর।"

"আমি জানি" বাধা দিয়ে বললেন রোমেল, "তার চেয়েও বেশী জানি যে আমাকে বাড়িতে থাকতে দিলে আমি আরও দ্রুত ভালো হয়ে উঠবো। এখানকার নিঃসঙ্গতা আমার অসহ্য লাগে, অসহনীয় লাগে এই কর্মহীন অবসর।"

খবর পেয়ে ছুটে এলেন চিফ মেডিকেল অফিসার এস্‌ক ও ডক্টর সেনিও। তাঁরাও বোঝাবার চেষ্টা করলেন রোমেলকে। ডক্টর এস্‌ক বললেন, "জার্মানীর প্রয়োজনে আপনার সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার।"

"ঠিক তাই! কিন্তু এই হাসপাতালে সুস্থ্য হয়ে, বেরুবার জন্য চৌকাঠে পা দিয়ে যদি দেখতে পাই বৃটিশ সৈন্যরা হাতকড়া নিয়ে অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য, তাহলে আপনাদের অনেক চেষ্টা, আমার অনেক প্রহরের বিশ্রাম—মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে যাবে, তাই না!"

"না, না, তার ঘটবে কেন? তাছাড়া হাসপাতাল যুদ্ধ সীমানার বাইরে।"

"হাসপাতালের দরজার বাইরে নিশ্চয়ই যুদ্ধ সীমানা থাকে।" মৃদু হেসে বলেছিলেন রোমেল। "আমি একজন ফিল্ড মার্শাল। আমি বুঝতে পারি যুদ্ধ পরিস্থিতি কি হতে পারে। ডক্টরস্‌, আমার বাড়ি যাবার প্রয়োজনীয় অনুমতি অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন।

ডক্টর এস্‌ক কোনভাবেই বোঝাতে পারেননি রোমেলকে। রোমেল রওনা হয়েছিলেন বাড়ির পথে। সঙ্গে গেলেন ডক্টর এস্‌ক ও ডক্টর সেনিও।

রোমেলের চিকিৎসার ভার নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন ডক্টর এলব্রেখট ও প্রফেসর স্টক। ডক্টর এস্‌ক, এলব্রেখট ও স্টক-এর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "আমি ডাক্তার হয়েও বলছি—অবিশ্বাস্য। এমন অবস্থায় একজন মানুষ এতটা পথ আসতে পারে,

আমি কল্পনাই করতে পারি না। অথচ আমার চোখের সামনে তাই ঘটেছে। রোমেল অনায়াসেই এসেছেন।"

ডক্টর এলব্রেখট ছিলেন, ব্রেণ সার্জারীর স্পেশালিস্ট। জীবনে বহু ব্রেণ সার্জারী তিনি করেছেন ও দেখেছেন। তাঁর অভিজ্ঞ মতামত ছাত্ররা সাগ্রহে শুনতো। এহেন এলব্রেখট, রোমেলকে পরীক্ষা করে চমকে উঠলেন। আরো ভালো করে একবার পরীক্ষা করলেন। তারপর বিস্মিত চোখে প্রফেসর স্টকের দিকে তাকালেন।

পরে প্রফেসর স্টক জিজ্ঞাসা করেছিলে, "আচ্ছা যখন রোমেলের ক্ষত পরীক্ষার সময়ে অমন করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন কেন আপনি?"

"কেন তাকিয়েছিলাম", চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন ডক্টর এলব্রেখট। "বুঝতে পেরেছিলাম এতদিন ধরে ছাত্রদের যা শিখিয়েছি তার অনেকটাই ভুল, বহু কথাই তাদের বলা হয়নি। মানুষ বাঁচতে পারে না বলে তাদের আমি যে অবস্থার কথা বলেছি, সেই অবস্থাতেও রোমেল বেঁচে গেলেন। অসম্ভব হলেও ঘটনাটা সত্যি।"

ডক্টর এলব্রেখট ও প্রফেসার স্টোক-এর তত্ত্বাবধানে রোমেল দ্রুত আরোগ্য লাভ করছিলেন।

রোমেল জিজ্ঞাসা করেছিলেন ফ্রাউ রোমেলকে, "আমার দুর্ঘটনার পর কেউ ফোন করেছিল আর্মি কম্যাণ্ড থেকে?"

"হাঁ। তোমার দুর্ঘটনার খবর জানিয়েছিল।"

"তারপর আর কেউ?"

"না।"

রোমেল হেরলিংটনের বাড়ীতে আসার পর ভেবেছিলেন, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাকে ফোন করবে আর্মি কম্যাণ্ড থেকে। জানতে চাইবে; রোমেল কেমন আছেন। কিন্তু তাঁর ধারণা মিথ্যায় পর্যবসিত

হ'ল। আর্মি হাইকম্যাণ্ডের নিস্তব্ধতায় রোমেল চিন্তিত হলেন। ভাবলেন—ব্যাপার কি? এত নৈশব্দ কেন? এ কোন ঝড়ের পূর্বাভাষ নয়তো?

রোমেল জানতেন না যে তার জীবনের সর্বনাশের ঘণ্টা হিটলারের কানে গিয়ে পৌঁছেছে। জানতেন না স্টুলনাসেল-এর শেষ ক'টি কথার কথা।

বিশে জুলাই এর হিটলার হত্যা পরিকল্পনার দিন ভন ক্লুগ ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠে স্টুলনাগেলকে বলেছিলেন, "আমরা আবার ব্যর্থ হয়েছি। ফ্যুয়েরার মরেনি। আজ রাত্রে তিনি জাতীর প্রতিভাষণ দিচ্ছেন।"

ভন্ ক্লুগ-এর কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন স্টুলনাগেল। "বলেন কি? এখন কি করা যায়!" কিছুক্ষণ কথা সরেনি স্টুলনাগেল এর মুখে। "আমি যে ওদিকে হিটলার মারা গেছেন খবর পেয়ে প্যারিসের গেষ্টাপো ও সিকিউরিটি পুলিসদের গ্রেপ্তার করতে বলে এলাম।"

এক পলক ভেবে নিলেন ভন ক্লুগ। তারপরে ফোন করলেন এস. এম. কম্যাণ্ডার, জেনারেল ওবার্গকে।

"ওবার্গ, খবর তো সবই শুনেছো", এপাশ থেকে বললেন ভন ক্লুগ।

"হ্যাঁ। চরম দুর্ভাগ্যজনক খবর।" ওপাশ থেকে হতাশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওবার্গের।

"শুনুন জেনারেল ওবার্গ—যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে। আরও বড় সর্বনাশ যাতে না ঘটে তার জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। এখনই আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"বলুন।"

"স্টুলনাগেল প্যারিস থেকে আসার আগে সব গেষ্টাপো ও

'সিকিউরিটি গার্ডকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিয়ে এসেছিল। আপনি বলবেন ওই আদেশটি ছিল নিছকই একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিং-এর ব্যাপার। বুঝলেন?"

"হ্যাঁ। আমি এখুনি সেটা জানিয়ে দিচ্ছি।"

ধন্যবাদ। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ভন ক্লুগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্তুলনাগেল আবার যাত্রা করলেন প্যারিসের পথে।

যদিও জেনারেল ওবার্গ বলেছিলেন যে স্তুলনাগেল শুধুমাত্র প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্যই আর্দেশ দিয়েছিলেন, তবু সঠিক খবর হিটলারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। গেষ্টাপো অদ্ভুত তৎপর সঠিক নামটি হিটলারের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

পরের দিনই স্তূলনাগেল এর বাড়ির সামনে আর্মি হেড-কোয়ার্টার্সের একটি জিপ এসে দাঁড়িয়েছিল। জিপ থেকে নেমে এসে একজন সৈনিক একটি চিঠি এগিয়ে দিল স্তূলনাগেল এর হাতে। স্তূলনাগেল হাত বাড়িয়ে নিলেন সেটা। পড়তে পড়তেই শুনলেন শব্দ, জিপ ফিরে যাচ্ছে।

ছোট চিঠি, "এখুনি একবার বার্লিনের আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে চলে আসুন।" কেন, কিংবা অন্য কিছু লেখা নেই।

স্তূলনাগেল চিঠিটা মুড়ে দলা পাকিয়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন; সামনের ড্রয়ারটি খুললেন, রিভলভারটি বের করে প্রতিটি ঘড়ায় গুলি ভরে নিলেন। ধীর পায়ে বাড়ীতে ঢুকে সবার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন। সব শেষে জানালেন, "জরুরী প্রয়োজনে একটু বার্লিন যেতে হবে এখুনি।"

বার্লিনের পথে ছুটে চলেছিল গাড়ী। পিছনের সিটে চুপচাপ বসেছিলেন স্তূলনাগেল। বুঝেছিলেন এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। ভার্দুন-এর কাছে এসে ড্রাইভারকে বললেন, "আমাকে একবার মিউসি ক্যানেলের পাশে নিয়ে চলতো।" গাড়ী সেখানে পৌঁছলে বললেন—"আমি একটু একা থাকতে চাই।"

ড্রাইভার ইঙ্গিত বুঝলেন, একটু দূরে এগিয়ে গেলেন তিনি।

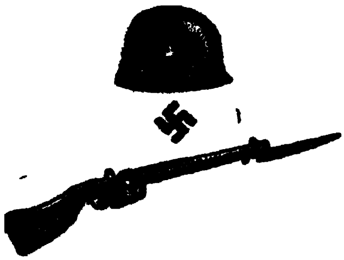
একটু পরে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলেন ড্রাইভার। মনে হল গাড়ীর দিক থেকেই এসেছে পিস্তলের আওয়াজ। ছুটে এসে দেখলেন জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন স্তুলনাগেল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর মুখ।

জল থেকে টেনে হিঁচড়ে গাড়ীতে তুললেন তিনি স্তুলনাগেলকে। গুলি লেগেছিল স্তুলনাগেলের চোখে। চোখ দিয়ে নেমে আসছিল তরল রক্তের ধারা। প্রচণ্ডবেগে গাড়ী চালিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন ভার্দুর হাসপাতালে।

হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে একটি অপারেশন করা হল। স্তুলনাগেল-এর একটি চোখ তুলে ফেলতে হল। কয়েক ঘণ্টা পরে যেন জ্ঞান ফিরে আসতে লাগলো তাঁর। সেই আধো ঘুম আধো জাগরণে স্তুলনাগেল বারেবারেই উচ্চারণ করতে লাগলেন—রোমেল, রোমেল।

শিয়রে দাঁড়ানো গেষ্টাপো আরও এগিয়ে এল। ঝুঁকে পড়লো কথা শোনার জন্য। স্তুলনাগেল তখনো ডিলিরিয়ামের ঘোরে বলে চলেছেন নানা কথা।

তাঁর ডিলিরিয়ামের কথা থেকেই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল গেষ্টাপোদের কাছে, যে সর্ষেতেই ভূত রয়েছে। জেনারেল রোমেলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।



হেরলিংটনে রোমেলের দিনগুলি কাটছিল ঘটনাবিহীন ভাবে। লোকজন আসতোও খুব কম। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু ডক্টর এ্যালব্রেখট। রোজই তিনি আসতেন, খুব ভালো করে রোমেলকে পরীক্ষা করতেন, তারপর বলতেন, "মনে হচ্ছে আর কয়েকদিন পরেই জিপে চেপে আবার যুদ্ধ করতে ছুটে যেতে পারবেন।"

রোমেলও হেসে ফেলতেন তাঁর কথা শুনে।

যখন ঝলমলে রোদ উঠতো, দিনের তাপ একটু বাড়তো, রোমেল বাগানে পায়চারী করতেন। কখনও সঙ্গে থাকতেন ফ্রাউ রোমেল, কখনও বা একা।

পায়চারী করতে করতে ভাবতেন তিনি, 'একে একে সব আশা ধুলিস্যাৎ হচ্ছে। একে একে সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে। স্টফেনবার্গ নেই, স্তুলনাগেল নেই, ফিল্ড মার্শাল ভন ক্লুগও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পরিচিত বিশ্বস্ত মানুষগুলো নিহত কিংবা মৃত।' ক্রমশ এক নৈরাশ্যবোধ আচ্ছন্ন করতো তাঁকে।

আর ঠিক তখনি মনে হতো, "শুরু তো সব সময়ই

করা যায়। শেষ হবার আগে তাই শেষ চেষ্টার শুরু এবার করতে হবে। অনেকেই মারা গেছে, তবু অনেকে তো বেঁচেও আছে। এখনও আমি বেঁচে আছি, বেঁচে আছে স্পাইডেল, স্ট্রোলিন, জেনারেল বেক। আমাদের সময় সীমিত। চুপচাপ অদৃষ্টবাদীর মত বসে থাকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে কবরের নিভৃত বিশ্রাম। তার আগেই চেষ্টা করতে হবে পালা বদলের।"

বৈচিত্রহীন দিনগুলিতে নিভৃতে রোমেল ও ফ্রাউ রোমেল কথা বলতেন। আক্ষেপ করে বলতেন রোমেল, "ক'দিনের জন্য, মাত্র ক'দিনের জন্যও যদি আবার ফিরে পেতাম আগের স্বাস্থ্য, আগের উদ্যম—তো একবার দেখতাম চেষ্টা করে।"

"কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি আগের মতো হতে পারবে।" সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন ফ্রাউ রোমেল।

"হয়তো হবে, কিন্তু হয়তো তখন খুব বেশী দেরী হয়ে যাবে।"

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ স্পাইডেল এসে হাজির হলেন। ছয়ই সেপ্টেম্বর, মনোরম আবহাওয়ায় স্পাইডেলকে কাছে পেয়ে খুব খুশী হলেন রোমেল।

"আপনার শরীর কেমন"? জানতে চাইলেন স্পাইডেল।

"ভাল।" সংক্ষেপে উত্তর দিলেন রোমেল। "এসব কথা থাকুক। এখন বলুন দিকি আর কিছু ভাবছেন আপনারা, হিটলারকে উৎখাত করার ব্যাপারে?" একটু থেমে বললেন, "আগে বলুন, আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় আছে তো।"

"ব্যক্তিগত নিরাপত্তা?" তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললেন স্পাইডেল। "হিটলার যাদের ওপর বিরূপ হন, তাদের সকলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা শেষ হয়। গেষ্টাপোরা ছায়ার মতো ওত পেতে আছে। আমার সব খবর বোধ হয় এতক্ষণে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে।"

রোমেল একদৃষ্টে স্পাইডেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তেজনায় স্পাইডেলের নিঃশ্বাস ঘনঘন পড়ছিল, চোখ জোড়া দেখাচ্ছিল অতিরিক্ত উজ্জ্বল।

প্রসঙ্গান্তরে আসার জন্য রোমেল বললেন, "আপনার কম্যাণ্ডের সব খবর ভাল তো?"

"কম্যাণ্ডের খবর সম্ভবত ভালো। আগামীকাল নতুন একজন চিফ অফ স্টাফ, কম্যাণ্ডের ভার নেবেন। আমি পদচ্যুত হয়েছি।"

মুহূর্তে নেমে এল নীরবতা। হিটলারের জার্মানীতে পদচ্যুত হবার পর পদচ্যুত মানুষটির যে কি হয় তা রোমেলও জানতেন, স্পাইডেলও। রোমেল বুঝলেন, স্পাইডেলের পা মৃত্যুর গহ্বরে পড়েছে।

নীরবতা স্পাইডেলই ভাঙ্গলেন। বললেন, "ওসব কথা থাক। আমি আপনাকে কয়েকটি খবর দিতে এসেছি। কাইটেল ও জোড্‌ল আপনার চিরকেলে শত্রু। চিরটাকাল আপনার বিরুদ্ধাচরণ করায় সম্ভবত ওটাই এখন ওদের স্বভাব হয়ে গেছে। ওরা আপনার কথা উঠলেই বলে—ও সেই 'ভীতুর' কথা বলছেন? তা ছাড়া আপনি খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, জার্মান প্রেস ঘোষণা করেছে, ফিল্ড মার্শাল রোমেল গুরুতর আহত। তাঁর এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। কিন্তু কৈ বলা হোল না তো যে বিমান আক্রমণে তাঁর জিপ চুরমার হয়েছে, ড্রাইভার ডানিয়েল মারা গেছে। বলা হলনা যে, কর্ত্তব্যরত অবস্থায় জার্মানীর জনপ্রিয়তম ফিল্ড মার্শাল গুরুতর আহত হয়েছেন।"

"ও কথা থাক," বললেন রোমেল।

"না, থাক বলে থামিয়ে দেবেন না। আমরা, যারা এক সফল ষড়যন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলাম তাদের অনেকেই আজ নেই। আপনাকে তাই বিপদ এড়িয়ে বাঁচতেই হবে।"

আপনারও একই কারণে "বাঁচা দরকার।" কথায় রেশ টেনে বলেছিলেন রোমেল।

জেনারেল স্পাইডেল বেশীদিন মুক্ত ভাবে থাকার সুযোগ পাননি। স্পাইডেল জানতেন, তাঁরও ডাক আসবে। তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবেন নি।

তখনও ভোরের কুয়াশা চারদিক ঢেকে রেখেছে, ভোর সবে ছ'টা। ফিউডেনষ্টাড এ স্পাইডেলের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো একটি সৈন্য বাহিনীর জিপ। তারপরই বেজে উঠল কলিংবেল।

প্রথমে বেজে উঠেই থেমে গেল, তারপব একটু বেশী সময় ধরেই বাজলো, সব শেষে ক্রমাগত বাজতে লাগলো। বোঝা গেল, কলিং বোল বোতাম টিপে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। রকম সকম দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি খুব অসহিষ্ণু ও অস্থির প্রকৃতির।

জানালার পর্দা সরিয়ে স্পাইডেল দেখবার চেষ্টা করলেন। ঘন কুয়াশায় সঠিকভাবে দেখা গেল না কিছু। আবছা মত, একটি গাড়ীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি।

ক্রমাগত কলিং বেল বাজতে থাকায় তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছিল ভৃত্য। একজন সৈনিক শীতল চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, "জেনারেল স্পাইডেল কোথায়?"

"ওপরে, শোবার ঘরে। এখনো বের হননি।" জানিয়েছিল ভৃত্য।

"এই চিঠিটা এখুনি তাঁর হাতে পৌছে দিন।" আর্মি হাই কম্যাণ্ড এর সিল করা চিঠিটি তুলে দিয়েছিলেন সৈনিকটি, ভৃত্যের হাতে।

একটু পরেই স্পাইডেলের ঘরে করাঘাতের শব্দ হল। স্পাইডেল দরজার বাইরে মুখ বের করলেন। ভৃত্য চিঠিটি এগিয়ে দিল। তিনি সেটি নিয়ে খুলে পড়তে লাগলেন।

চিঠিটিতে লেখা ছিল, "এখুনি, পত্রবাহকের সঙ্গে একই গাড়ীতে আর্মি হেড কোয়ার্টাসে´ চলে আসুন।"

চিঠি পড়া শেষ হলে স্পাইডেল বললেন, "ওদের বল আমি এখুনি আসছি।"

স্পাইডেল স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। স্থিরভাবে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। দেখলেন সগু ঘুমজড়ানো চোখের কোণায় কোণায় টলমল করছে জলের রেখা। কোন কথা না বলে স্ত্রীর হাতে মৃত্ চাপ দিলেন তিনি।

ফ্রাউ স্পাইডেল ডুকরে কেঁদে উঠলেন। স্পাইডেল তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কেঁদোনা লক্ষ্মীটি। হিটলারের রাজত্বে এমনভাবে একে একে সবাইকেই যে যেতে হবে। আজ আমার যাবার পালা। যাবার সময় হাসিমুখে বিদায় দাও।"

ফ্রাউ স্পাইডেল হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কান্না ছলকে এল। কান্নাভেজা চোখে তিনি দেখলেন, স্পাইডেল যাবার জন্য পোষাক পরছেন।

স্পাইডেল পোষাক পরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখনও রোদ ওঠেনি, কুয়াশা হাল্কা হতে শুরু করেছে। চারদিকে অস্পষ্ট ছায়াছায়া ম্লান আলো। গাছগুলোও স্থির, শিশিরে ভারী হয়ে আছে পাতা। সেই নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশে, আঁধার কেটে আলো ওঠার প্রাক মুহূর্তে স্পাইডেল শেষবারের মত একবার তাকিয়ে দেখলেন, যতদূর দেখা যায় দেখলেন—তারপর জানালাটা ভেজিয়ে দিলেন। ফ্রাউ স্পাইডেলের পাশে খুব হয়ে দাঁড়ালেন। গভীর আবেগে কপালে চুমু খেলেন। তারপর বিদায় নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

সিঁড়িতে স্পাইডেলের জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুললো। নীচে ওরা প্রস্তুত হল। ওরাই স্পাইডেলকে জিপের দিকে নিয়ে চললো। তিনি জিপে উঠে বসলেন।

একটু পরেই রোমেলের বাড়ীর টেলিফোন বেজে উঠেছিল। ধরেছিলেন ফ্রাউ রোমেল। ওপাশ থেকে ব্যাকুল কণ্ঠ ভেসে

এসেছিল স্পাইডেলের ব্যক্তিগত অনুচর এর, "আজ আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।"

"কেন কি হয়েছে?"

"ভোর রাত্রে ওরা এসেছিল। জেনারেল স্পাইডেলকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।"

"সে কি! দাঁড়ান, আমি ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে কথাটা বলছি।"

খবর শুনে রোমেল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "কি করে এটা হতে পারে। আর্মির একটা নিয়মকানুন আছে। এখনও আইনত আমিই আর্মি গ্রুপ বি-এর কম্যাণ্ডে আছি। আমার অনুমতি ছাড়া এমনভাবে তো স্পাইডেলকে নিয়ে যেতে পারে না।"

সেদিনই রোমেল হিটলারকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, "ফ্যুয়েরার। খবর পেলাম আমার কম্যাণ্ডের জেনারেল স্পাইডেলকে গেষ্টাপো ধরে নিয়ে গেছে, আশ্চর্যের কথা, কম্যাণ্ডার হিসাবে আমাকেও কিছু জানানো হয়নি। এই ঘটনায় আমি খুবই মর্মাহত।"

স্পাইডেল যেদিন ভোরে গেষ্টাপো জিপে চড়ে অজানা পথে যাত্রা করেছিলেন; সেদিনই বিকালের দিকে রোমেলের এক প্রতিবেশী ফোন করেছিলেন। ফোন ধরেছিলেন ফ্রাউ রোমেল।

"আপনাদের সবর খবর ভালতো?"

"হ্যাঁ। ফিল্ড মার্শাল দ্রুত আরোগ্য লাভ করছেন।"

"আপনারা সজাগ আছেন তো?"

"কেন বলুন তো?"

"আপনাদের বাড়ীর আশেপাশে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি জনা দুয়েক লোক উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

"কবে দেখেছেন ?"

"ক'দিন ধরেই দেখছি, আজও একটু আগে দেখেছি। তাই ভাবলাম খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিই।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ, এখুনি ফিল্ড মার্শালকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি।"

খবর শুনে রোমেলের কপালে কয়েকটি ভাঁজ পড়লো।—তবে কি গেষ্টাপো এবার আমার ওপরও নজর রাখা শুরু করলো নাকি।—একটু পরেই মনে হলো—না, অসম্ভব। এ হতেই পারে না।

তিনি দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী এলডিঙ্গারকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, "শুনতে পাচ্ছি আমাদের বাড়ীর দিকে কেউ কেউ খুব উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ আজকে তো দু'জনকে দেখলাম, কালো চশমা পরে গাছের আড়াল থেকে কিছু দেখবার চেষ্টা করছিলো।"

"তাদের পাকড়াবার চেষ্টা করনি।"

"করেছি। পরে শুনলাম, ওরা যুদ্ধ থেকে নতুন এসেছে। ইঞ্জিনিয়ার। এখন এদিকেই কাজকর্ম করবে।"

"যাই হোক কড়া নজর রেখ।"

তারও কিছু পরে, রোমেলের বাড়ীর কিছু দূরের এক সরাইখানার মালিক ফোন করলেন। তিনি রোমেলের সেক্রেটারী এডজুটেণ্ড ব'টার-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।

"খবর কি ?" জানতে চাইলেন এডজুটেণ্ড ব'টার।

"খবর খুব সুবিধের নয়। আপনাদের বাড়ীর কাছে দুটি লোক ঘোরাঘুরি করছে, খবর পেয়েছেন।"

"হ্যাঁ। ওরা তো ইঞ্জিনিয়ার। এলডিঙ্গার বলছিল, ওরা নতুন এসেছে এদিকে"

"কিন্তু তাই যদি হবে, তবে আমার বাড়ীর কাছে গাছের আড়ালে

গাড়িকে লুকিয়ে রেখে, ওরা আপনাদের বাড়ির আশে পাশে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে বেড়াবে কেন?"

"আপনি ঠিক দেখেছেন? আপনার বাড়ির কাছে ওরা গাড়ি লুকিয়ে রেখেছে!"

"আপনি আসুন, আপনাকেও দেখাবো, এখনও আছে।"

"ও আচ্ছা। ফোনে সজাগ করে দেবার জন্য ধন্যবাদ। এখুনি দেখছি কি করা যায়।"

সেক্রেটারী, রোমেলকে গিয়ে জানালেন, "ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই মনে হচ্ছে।" সরাইখানার মালিক যা বলেছেন, ফোনে রোমেলকে তাও জানালেন। ইতিমধ্যে এলডিঙ্গাবও এসে হাজির হলেন।

"বাইরে থেকে উঁকি মারলে তো কিছু বলতে পারি না। বড় জোর বলতে পারি—উঁকি দিচ্ছেন কেন মশাই। ভেতরে যদি ব্যাটাদের পাই তো দেখে নেব।" চাপা রাগে ফেটে পড়লেন এলডিঙ্গার।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতেই দেখা গেল রোমেলের বাড়ির দিকে হেড লাইট জ্বেলে একটি গাড়ি এগিয়ে আসছে। রোমেলের বাড়ির সামনে এসে হেড লাইট নিভে গেল, গাড়ির ইঞ্জিন থেমে গেল।

পথশ্রমে ক্লান্ত একজন মানুষ কলিং বেল টিপলেন। এলডিঙ্গার তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বসতে বলে, রোমেলকে খবর দিতে গেলেন।

আগত মানুষটি স্টাটগার্ডের মেয়র স্ট্রোলিন। তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন—বাড়ি জুড়ে এক বিষণ্ণতা বিরাজ করছে, বাড়িটি ঘিরে অনেক জোড়া চোখ পাহারায় রয়েছে।

রোমেল ঘরে ঢুকতেই স্ট্রোলিন বলে উঠলেন, "আজ সকালে স্পাইডেলকেও ধরে নিয়ে গেছে।"

'সস্‌স্‌' ঠোঁটের ওপর তর্জনী তুলে, শব্দ করে, আস্তে কথা বলতে ইঙ্গিত করলেন রোমেল।

স্ট্রোলিন একদৃষ্টে রোমেলের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল এই মানুষটি মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁকে বলেছিলেন—'আপনি ফিল্ড মার্শাল রোমেলের কাছে এসেছেন। আপনার এত গোপনীয়তার কি আছে।' আজ সেই মানুষটিই বলেছেন—আস্তে কথা বলুন। আশঙ্কা করছেন, হয়তো তাঁর বাড়ীতে গোপনে বসানো হয়েছে কোন যন্ত্র, যার সাহায্যে বহুদূর গেলেও শোনা যাবে ভেতরের নিভৃত কথোপকথন।

স্ট্রোলিন জানতে চাইলেন, "ব্যাপার কি?"

রোমেল একে একে সারাদিনের ঘটনা জানালেন। সব ঘটনা সব আলোচনার শেষে আবার এসে পড়লো স্পাইডেলের নাম।

"স্পাইডেলকে কোনভাবে মুক্ত করে আনা যায় কি! আমাদের মধ্যে ওই সবচেয়ে বেপরোয়া ভাবে উদ্যোগী হয়েছিল হিটলারকে উৎখাত করতে। ওকে পাশে পাওয়া যে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন।"

"আমি তো আজই ফ্যুয়েরারকে একটা চিঠি পাঠিয়েছি। এই দেখুন তার কপি।"

রোমেল ড্রয়ার খুললেন। স্ট্রোলিন তাকিয়ে দেখলেন ড্রয়ারের সামনের দিকে রয়েছে একটি পিস্তল।

স্ট্রোলিন কোন কথা না বলে চিঠিটি পড়লেন। বললেন, "মনে হয় এতে কিছু কাজ হতে পারে, কি বলেন!"

"সারাদিনের সব ঘটনা দেখার পর এখন ভরসা কমই পাচ্ছি। আমি আর্মি কম্যাণ্ডে ফোন করেও জানতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম—ফিল্ড মার্শাল হিসাবে আমাকে জানানো হোক—কেন এ্যারেস্ট করা হল? কোন সদুত্তর পাইনি।"

কথায় কথায় রাত হয়েছিল। স্ট্রোলিন উঠে পড়লেন। বিদায় নিলেন রোমেলের কাছে। ফিরে চললেন স্টাটগার্টের দিকে।

হারলিংটনে রোমেলের বাড়ীতে তখন চাপা উত্তেজনা। ফ্রাউ রোমেলের মন জুড়ে অজানা আশঙ্কা, এলডিঙ্গার সতর্ক প্রহরায় ব্যস্ত। ছেলে ম্যানফ্রেড সেই গুমোট দিনগুলোতে কিছুটা পরিবর্তনের আভাস আনতো। হাসিতে, কথায় মাতিয়ে তুলতো।

উলম্ থেকে একজন স্থানীয় নাৎসীনেতা (জার্মান ভাষায় যাদের বলা হয় মেইয়াব) একদিন দেখা করতে এলেন রোমেলের সঙ্গে।

তাঁর আসবার কথা নয়, তিনি কখনও আসেন না; তবু অনাহূত ভাবে হঠাৎ হাজির হলেন রোমেলের বাড়িতে। রোমেল তখন ফ্রাউ রোমেল ও ম্যানফ্রেডকে নিয়ে চা খাচ্ছেন।

"ফিল্ড মার্শাল, আপনার শরীর ভাল তো!"

"হ্যাঁ পুরোপুরি।" সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন বোমেল।

"কয়েকজনের কাছে শুনলাম, আপনি নাকি সব ভরসা আশা হারিয়ে ফেলেছেন। মনে কবছেন, এই যুদ্ধে জয়লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব অবাস্তব, এমনকি জয়লাভ কথাটা কল্পনা করাও নাকি অলীক!"—মেইয়ার মাছের মত অচঞ্চল চোখে জানতে চাইলেন।

কিশোর ম্যানফ্রেডেরও মনে হল, লোকটার কথার ভঙ্গীটা ভাল নয়। মনে হল, লোকটার হয়তো অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

ফ্রাউ রোমেলও ভাবছিলেন একই কথা। ভাবছিলেন, রোমেল যেন বেফাস কিছু বলে না ফেলেন। ভাবছিলেন, 'নবাগত এই আপদটা বিদেয় হলে এখন বাঁচি।'

চা খেতে খেতে রোমেল ঘাড় নাড়লেন।

"কিন্তু আপনার এমন কথা মনে হওয়ার কারণ ? জার্মানী এখনও যুদ্ধ করছে জয় লাভের আশা নিয়েই। তবু আপনার এ কথা মনে হচ্ছে কেন ?" জানতে চেয়েছিলেন মেইয়ার।

"কেন মনে হচ্ছে," কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন রোমেল। "মনে হচ্ছে তার কারণ আমি একজন ফিল্ড মার্শাল। আমি যুদ্ধ বুঝি। বুঝতে পারি, যুদ্ধের গতি কোন দিকে যাচ্ছে।"

"কিন্তু," পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন মেইয়ার, "যারা যুদ্ধ চালানোর অনুমোদন দিচ্ছেন বা পরিচালনা করছেন, তাঁরাও তো যুদ্ধ বোঝেন।"

ম্যানফ্রেডের অস্বস্তি লাগছিল। কিশোর হলেও বুঝতে পারছিলেন, লোকটি বাবার কথা বেশী শুনতে চাইছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছে। ফ্রাউ রোমেলও চাইছিলেন ওদের কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত হোক, রোমেল ওর প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন।

রোমেল, মেইয়ারের প্রশ্ন এড়াবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করলেন না। বললেন, "নিতান্ত নির্বোধ আর অন্ধ ছাড়া যে কেউ বুঝতে পারে যুদ্ধের গতি কোন দিকে। ম্যাপের দিকে তাকিয়ে দেখুন না, শত্রু যেখানে যেখানে আধিপত্য স্থাপন করেছে সেখানে পিনের মাথায় ছোট ছোট নীল পতাকা পুঁতেছি। আর আমরা যেখানে যেখানে এগিয়েছি সেখানে গাঢ় খয়েরী রঙের পতাকা পুঁতেছি। আমার পেছনের ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে দেখুনতো—নীলে ছেয়ে আছে কিনা! স্ট্র্যাটেজিক পজিশনের দিকে যদি দেখেন তবে দেখতে পাবেন শ্রেষ্ঠতম স্থানগুলো ওদের দখলে।"

"তাহলে বলছেন কোন আশাই নেই।"

"প্রথম থেকেই তো বলছি। এখনও যুদ্ধ চালানো মানে হচ্ছে এক অসম্ভব ইচ্ছার মায়ামরীচের পেছনে ছোটা।"

"হিটলার তো বলছেন নতুন নতুন ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র আমাদের হাতে

আসছে। তাই দিয়ে অসম্ভবের সীমানা থেকে সম্ভবকে আমরা ছিনিয়ে আনতে পারবো।

"হিটলার এখনও বলছেন বুঝি।" কথা শেষে রোমেল হেসে ফেলেছিলেন। "মিষ্টার মেইয়ার, শুনুন, আমি যখন আফ্রিকায় ছিলুম তখন একদিন ফ্যুয়েরার আমাকে ওরকম কিছু ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ছোট জলযান করবো, আর সেটা সবচেয়ে আগে আপনাকে দেবো ফিল্ড মার্শাল রোমেল। সেগুলো নাকি অদ্ভুত, অসাধারণ। যত সব ধাপ্পা। সেগুলো এখনো জন্ম নেয়নি ফ্যাক্টরী থেকে।"

"তাহলে কি আপনার ধারণা যে হিটলার ভুল করছেন।

"প্রচণ্ড মুর্খামি করছেন বলুন।" ঝলসে উঠেছিলেন রোমেল।

"ফিল্ড মার্শাল, আপনি হিটলার সম্পর্কে বড্ড বেশী স্পষ্ট কথা বলে ফেলছেন যে। জানেনতো গেষ্টাপোর কান দেওয়ালেও পাতা থাকে।

ফ্রাউ রোমেল তাকালেন রোমেলের চোখের দিকে। দৃষ্টিতে নিষেধ করবার চেষ্টা করলেন তাঁকে।

রোমেল তবু ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে বলে চললেন, "গেষ্টাপো তো একের পর এক লোককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এমন করে কোন সমস্যার সমাধান হবে কি? আমার যা বলবার তা আমি খোলাখুলিই বলবো।"

মেইয়ার আর কথা বাড়াননি। রোমেলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন।

ফ্রাউ রোমেল এগিয়ে এসে বললেন, "একে স্পষ্টভাবে সব কথা বলে দিলে?"

রোমেল অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে বললেন, "এখন আমার আক্ষেপ হচ্ছে। কেন আরও কঠিনভাবে স্পষ্ট কথাটা হিটলারের ঐ দালালকে আমি বলতে পারলুম না তার জন্য।"

দেখতে দেখতে গড়িয়ে গেল আরও একটি মাস, অতিক্রান্ত হল ফ্রাউ রোমেলের বহু উদ্বেগপূর্ণ প্রহর। ঘটলোনা কোন অঘটন। এলডিঙ্গার সজাগ রইলেন। ফ্রাউ রোমেল ও ম্যানফ্রেডের সাহচর্যে রোমেলের সময় যাচ্ছিল কেটে।

আবার একদিন আর্মি হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন এল। অক্টোবরে সাত তারিখের সেই ফোন এসেছিল ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের তরফ থেকে। কথা বলছিলেন জেনারেল বার্গডর্ফ।

"ব্যাপার কি?" জানতে চেয়েছিলেন রোমেল।

"আপনি দশ তারিখে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

"কিন্তু আমি যে অসুস্থ। এতটা পথ যেতে আমার ডাক্তার অনুমতি দেবেন কিনা সেটাতো সুনিশ্চিতভাবে আগে জেনে নিতে হবে।"

"আপনার শারীরিক কোন অসুবিধাই হবে না। আপনার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হবে।

"এত বন্দোবস্ত করেছেন, কিন্তু কেন আর্মি কম্যাণ্ডে ডেকে পাঠাচ্ছেন তার কোন ইঙ্গিত পেতে পারি কি"—জানতে চেয়েছিলেন রোমেল।

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই," বলেছিলেন বার্গডর্ফ। "ফ্যুয়েরার চান যে আপনি আবার কাজে যোগ দিন। আপনার নেতৃত্ব আবার লাভ করুক আমাদের সেনাবাহিনী।"

"আচ্ছা, আমি কালই আপনাকে আমার যাওয়া সম্পর্কে কনফার্ম করবো।"

ফোন রেখে দিয়ে রোমেল তাকালেন ফ্রাউ রোমেলের দিকে। উৎসুক ভাবে তাকিয়ে ছিলেন ফ্রাউ রোমেল। এলডিঙ্গারও জানার জন্য উৎসুক ছিলেন, আর্মি হাইকম্যাণ্ড কি বললো উৎকণ্ঠ উৎসুক চোখগুলোর দিকে একপলক তাকিয়ে হেসে

ফেললেন রোমেল। বললেন, "তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, এক প্রচণ্ড উত্তেজনায় তোমরা ফেটে পড়ছো। খবর খুব খারাপ নয়, বরং খুবই ভালো। শোন হে এলডিঙ্গার, হিটলার আমাকে আবার চাকরি করার জন্য ডেকে কাইটেলের সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন।"

"সেতো ভাল কথা। তার জন্য আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে ডেকে পাঠালেন কেন?" সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করলেন এলডিঙ্গার।

"বাঃ, আর কোথায় পাঠাবেন? এখন যুদ্ধের পরিস্থিতি কেমন সব আলোচনা করে খতিয়ে দেখতে হবে না?"

'যদি আমার কথা শোনেন তবে বলবো আপনার না যাওয়াই উচিৎ।"

একান্ত সচিব এলব্রেখটকে রোমেল বলেছিলেন ফোনের কথা। এলব্রেখট বলেছিলেন, "আপনি কি সত্যিই বার্লিন যাচ্ছেন নাকি?"

মৃদু হেসে বলেছিলেন রোমেল, "আপনি কি বলেন?"

"আমার তো মনে হয় একদমই যাওয়া উচিৎ নয়।"

একই পরামর্শ দিলেন ষ্টক। ফ্রাউ রোমেলও শঙ্কা মিশ্রিত গলায় বললেন, "তুমি যেন যেও না।"

চাপা হাসিতে ভরে উঠলো রোমেলের মুখ। বললেন, "আচ্ছা আমি কি একবারও বলেছি যাবো? বার্লিন আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে ডাক এসেছে। কাইটেলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি উত্তরে বলেছি, পরে কনফার্ম করছি।"

একটু থেমে বলেছিলেন, "বার্লিনে আর্মি হাইকম্যাণ্ডের ডাকে যে গিয়েছে, সে কি আর ফিরে আসে!"

অক্টোবরের এগার তারিখে দেখা করতে এসেছিলেন এডমিরাল

রুজ। তাঁকে আরও পরিষ্কার ভাবে বললেন রোমেল, "আমি হাইকম্যাণ্ড থেকে ফোন করে বলেছিল, আমি যেন বার্লিনে কাইটেলের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমি জানিয়ে দিয়েছি, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। যদি আমি যেতাম তাহলে পরে আপনারা শুনতে পেতেন আমি মারা গিয়েছি, আমার মোটর এক্সিডেন্ট হয়েছিল। যেন এক ফর্মুলায় বাঁধা মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল!"

এডমিরাল রুজও সম্ভাবনটাকে উড়িয়ে দিতে পারেননি। বিগত দিনের ঘটনা প্রবাহ থেকে তিনি বুঝতে পারছিলেন—রোমেল যদি যেতেন তাহলে হয়তো সত্যিই তার প্রাণসংশয় হতে পারতো। হতে পারেন তিনি জনপ্রিয়, তবু হয়তো ঘোষিত হত তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর।

এডমিরাল রুজ ফিরে যাবার ঠিক দুদিন পরে স্টাটগার্টের ওয়ার ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন তলব পড়লো রোমেলের। রোমেল তখন বাড়িতে নেই। তাঁর সঙ্গে বেরিয়েছেন এলডিঙ্গারও! ফোনটি ধরলেন রোমেলের একজন কর্মচারী, সচকিত হয়ে শুনলেন স্টাটগার্ট থেকে ফোন।

"ফিল্ড মার্শাল তো এখন বাড়ি নেই। এলডিঙ্গার-এর সঙ্গে তিনি বেরিয়েছেন। আপনাদের বক্তব্য যদি আমাকে জানান তবে ওনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি।" বিনীতভাবে বললেন কর্মচারীটি।

"ফিল্ড মার্শালকে জানাবেন যে আগামীকাল জেনারেল বার্গডর্ফ ও জেনারেল মাইসেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

রোমেল ও এলডিঙ্গার ফিরে এলে কর্মচারীটি পৌঁছে দিয়েছিলেন স্টাটগার্টের খবর।

"দেখছি দুজন জেনারেলই আসছেন।" একপলক খবরটির দিকে তাকিয়েই বললেন রোমেল।

"কিন্তু কেন?" জানতে চেয়েছিলেন এলডিঙ্গার।

"এমন তো হতে পারে যে, দুজন জেনারেল আমার সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়েই আলোচনা করতে চান, হয়তো কোথায় আমি আবার কাজে যোগ দিতে পারি তাও জানতে উৎসুক তাঁরা।"

"অন্য কিছু নয়তো?"

"না, মনে হয় না অন্য কিছু। অন্য কিছুই যদি হতো তবে দুজন জেনারেল তো আসবার কোন দরকার ছিল না। একজন এলেই চলতো। তাতেই অনায়াসে হাসিল করা যেতে পারতো কাজ।"

"সেদিন জেনারেল বার্গডর্ফ আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে ফোনে যেতে বললেন বার্লিনে, আজকে স্টাটগার্ট থেকে ফোনে বলছেন এখানে আসবেন। আমার কিন্তু যাই বলুন, একটু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।"

"না, না। দেখো ওরা আমার সঙ্গে আলোচনাই করতে আসছে।" একটু থেমে রোমেল বলছিলেন এলডিঙ্গারকে, "আসলে হয়েছে কি জানো, ফ্যুয়েরার যে নিষ্পেষণের, হত্যার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন তাতে আমরা সবাই সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছি। আমাদের নিরাপত্তার জন্যই হয়তো এই সন্দিগ্ধতা দরকার। তাই তোমার মনে এমন হচ্ছে।"

পরের দিন খুব ভোরে উঠেছিলেন ফ্রাউ রোমেল। গত রাত্রে তাঁর নিদ্রা গিয়েছিল বারবার কেটে। অজানা শঙ্কার ডঙ্কা বাজছিল তাঁর বুকে।

রোমেলও উঠেছিলেন অনেক সকালে। জামা কাপড় পরে চায়ের টেবিলে যখন তিনি এলেন তখন তাঁকে দেখাচ্ছিল নিরুদ্বিগ্ন।

চা খেতে খেতে ম্যানফ্রেড জিজ্ঞাসা করলো, "আর কেউ আসছেন

নাকি? চায়ের টেবিল দেখে মনে হচ্ছে আজ কারও আসার কথা আছে।"

"হ্যাঁ। আজ দু'জন জেনারেল আসছেন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে।" জানালেন ফ্রাউ রোমেল।

"কেন?" শঙ্কায় স্থির হয়েছিল ম্যানফ্রেডের চোখ জোড়া।

"এমনি। মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে ওরা আলোচনা করতে চান।" বললেন রোমেল।

ম্যানফ্রেড তাকালেন এলডিঙ্গার এর দিকে। এলডিঙ্গার নিঃশব্দে কাপে চুমুক দিলেন। ম্যানফ্রেডের চোখ গেল মায়ের দিকে, দেখলেন ফ্রাউ রোমেলের সামনে রাখা চা যেমনকে তেমনই আছে। খাবার কোন ইচ্ছাই যেন তাঁর নেই। পরিবেশটা স্বাভাবিক মনে হল না ম্যানফ্রেডের।

রোমেল ঘাড় ঘুরিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির ম্যাপটা দেখছিলেন। মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন, দু এক খণ্ড পেস্ট্রি মুখে দিচ্ছিলেন।

তারপর রোজকার মতই হল পারিবারিক গল্প। রোমেল ম্যানফ্রেডকে বললেন, "সম্ভবত ওরা আসছে আমাকে আমার কাজে যোগ দেবার কথা জানাতে। দেখলেতো, সেরে উঠতে না উঠতেই কেমন ডাক এসে গেল আমার।"

"অর্থাৎ তুমি কতটা প্রয়োজনীয় তাই প্রমাণিত হল বল!"

ম্যানফ্রেডের কথায় হেসে উঠলেন ওরা সবাই।

চা খাওয়া শেষ হলে ওরা চারজনে বের হলেন হেঁটে বেড়াতে। অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা হেঁটে বেড়ালেন, গাছের পাশ দিয়ে, বাগানের মাঝ দিয়ে, পাকা সড়কের ওপর দিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বেড়ালেন তাঁরা। কথা বলতে বলতে, গাছগাছালি পাখাপাখালির মধ্যে দিয়ে হাঁটা শেষ করে যখন তাঁরা বাড়ি ফিরে এলেন তখন ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে।

সবুজ গাছের মাঝ দিয়ে ঘন সবুজ রংয়ের একটি গাড়ি রোমেলের বাড়ির কাছে যখন এসে দাঁড়ালো। ঘড়িতে তখন বাজে বেলা একটা। গাড়ির দরজা খুলে নেমে এলেন জেনারেল বার্গডর্ফ, জেনারেল মাইসেল ও মেজর এর্নবার্গার।

ফিল্ড মার্শাল রোমেল এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন ফ্রাউ রোমেল, ম্যানফ্রেড, এলডিঙ্গার। তাঁদের সঙ্গেও মাইসেল ও বার্গডর্ফএর পরিচয় করিয়ে দিলেন রোমেল।

জেনারেল বার্গডর্ফ সরাসরি মূল কথায় চলে এলেন, "ফিল্ড মার্শাল রোমেল, আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।"

রোমেল তাকালেন ফ্রাউ রোমেলের দিকে। ইঙ্গিত বুঝলেন ফ্রাউ রোমেল। ম্যানফ্রেডের হাত ধরে তিনি ওপরের ঘরে চলে গেলেন।

রোমেল বসবার ঘরের দিকে এগুলেন। সঙ্গে জেনারেল মাইসেল ও বার্গডর্ফ। ঘরে ঢোকাব আগে এলডিঙ্গার এর দিকে ঘুরে বললেন, "তুমি ধরে কাছেই থেকো। দরকারী কাগজগুলো তৈরী রেখ।"

এলডিঙ্গার নির্নিমেষে চেয়ে দেখলেন, বোমেলের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এলডিঙ্গার দরজার বাইরে অপেক্ষায় রইলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, সময় যেন বড় ধীরে এগুচ্ছে, যেন অন্তহীন সময় ধরে রোমেল জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

প্রায় এক ঘন্টা পরে রোমেলের ঘরের দরজা খুলে গেল। প্রথমে বেরিয়ে এলেন জেনারেল মাইসেল, অল্প একটু পরে জেনারেল বার্গডর্ফ। রোমেল তারও কিছু পরে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। জেনারেল দুজন নীচে তখন বাগানের দিকে তাকিয়েছিলেন।

ম্যানফ্রেড একমনে ছবি আঁকছিলেন। জানালা দিয়ে রোমেল তা দেখে এগিয়ে গেলেন। ফ্রাউ রোমেলের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ফ্রাউ রোমেল বলতে যাচ্ছিলেন, "খবর কি? ওরা চলে গেছে?" তাঁর বলা আর হল না। রোমেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর সব প্রশ্ন স্তব্ধ হয়ে গেল।

রোমেলের মুখ ফ্যাকাসে, অভিব্যক্তিহীন। যেন কোন প্রচণ্ড আঘাত তাঁর সমস্ত জীবনী শক্তিকে অপহরণ করেছে।

"কি হয়েছে তোমার?" আর্তনাদ করে উঠলেন ফ্রাউ রোমেল। "তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো? ডাক্তারকে ফোন করবো?"

"আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছি।" শীতল কণ্ঠে বললেন রোমেল।

ডুকরে কেঁদে উঠলেন ফ্রাউ রোমেল। বুঝতে পারলেন, জেনারেলরা কি খবর নিয়ে এসেছেন। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, বললেন, "কি বললো ওরা! বল।"

"ওরা আমাকে বললো, 'ফ্যুয়েরার বলেছেন যে আমার জন্য দুটি পথ ওঁরা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। একটি বিচারের কাঠগড়া, অন্যটি বিষ খেয়ে মৃত্যু। হিটলার জানিয়েছেন, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যদি তাই করি তবে আমার সমস্ত গৌরবকে বিকৃতভাবে সমালোচনা করা হবে, অপবাদের কালিমায় ঢেকে দেওয়া হবে। আর এ'সব না করে যদি বিষ খেয়ে নিই, তবে আমার গৌরব আমারই থাকবে। পূর্ণ মর্যাদায় আমাকে সমাহিত করার বন্দোবস্তও করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন হিটলার।"

"কিন্তু কেন?" চিৎকার করে উঠলেন ফ্রাউ রোমেল।

"ওরা বলছে আমি নাকি হিটলারকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। হত্যা করার পরিকল্পনায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম। বলছে, জেনারেল

স্পাইডেল নাকি ওদের সে কথা জানিয়েছিল। আজ জেনারেল স্পাইডেলকে পাবে কোথায়, তাঁকে যে ওরাই সরিয়েছে। কিছুই করতে পারলুম না, শুধু অভিযোগে অভিযুক্ত হলুম।"

"আগাগোড়াই বানানো কথা।"

"হিটলারের জার্মানীকে দীর্ঘদিন সেবা করার পুরস্কার। ভয়ঙ্কর কয়েকফোঁটা বিষ।"

"না, না!" ফ্রাউ রোমেল উত্তেজনায় রোমেলের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, "না, বিষ খেয়োনা। তার চেয়ে তুমি বরঞ্চ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।"

ম্লান হাসলেন রোমেল। বললেন, "এতদিন এত কথা শোনা, এত ঘটনা দেখার পরও তুমি আজ এই কথা বলছো। কোথায় গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করবো আমি? বার্লিনে গিয়ে? বার্লিনে কি জীবিত আমি পৌছাবো? গাড়ী পৌছানোর পর দেখা যাবে হয় আমি বিষে নীল হয়ে আছি, নয়তো রক্তে আমার জামা-কাপড় ভেসে যাচ্ছে।

ফ্রাউ রোমেল কোন কথা বলতে পারছিলেন না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমেল বিষ পান করবেন, করতে বাধ্য হবেন—এই বোধটাই তাঁকে আচ্ছন্ন রেখেছিল।

"তোমরা সাবধানে থেকো।" রোমেল গভীর গলায় বললেন।

ফ্রাউ রোমেল আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। ডুকরে কেঁদে উঠলেন। মৃত্যু পথযাত্রী মানুষটি জীবনের দিকে পিছু ফেরার আগে অন্যকে জীবন সম্পর্কে সজাগ করছে!

ম্যানফ্রেড জানতোনা বাড়িজুড়ে এতক্ষণে কি ভয়ঙ্কর এক আসন্ন বিষাদের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। জানতোনা মৃত্যু অতর্কিতে তাঁদের বাড়িতেও হানা দিয়েছে। সে তার ঘরে নিজের মনেই আঁকা ছবিতে রংএর পর রংএর প্রলেপ দিচ্ছিল।

রংয়ের পর রং তুলিতে মেখে এক সময় ওর খেয়াল হ'ল—"অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে তো। দেখি বাবার কথাবার্তা শেষ হল নাকি।' সিঁড়ির দিকে এগুলো সে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি আসতেই দেখা হল একজন কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ম্যানফ্রেড, "বাবা কোথায়? কথা বলা শেষ হয়েছে জেনারেলদের সঙ্গে?"

"উনি ওপরের ঘরে গেছেন।" বললো কর্মচারীটি।

ম্যানফ্রেড মায়ের ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, "ওরা কি বললো বাবা, তোমাকে আবার যুদ্ধে যাবার জন্য অনুরোধ করলো?" ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখল, মা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন, বাবাকে দেখাচ্ছে কেমন ফ্যাকাশে।

"ব্যাপার কি?" পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় আঁচ করে জানতে চাইলেন ম্যানফ্রেড।

রোমেল এগিয়ে এলেন, ম্যানফ্রেডের কাঁধে হাত রেখে ছোট্ট একটু ঝাঁকানি দিলেন। বললেন, "সাবধানে থেকো. আমি চললাম।"

"কোথায় চললে?" বিমূঢ় গলায় প্রশ্ন করেছিলেন ম্যানফ্রেড।

"স্টুল্পনাগেল, স্পাইডেলের মতো আমারও ডাক এসেছে। সঙ্গে এসেছে আরও একটি নিশ্চিত নির্দেশ, আমাকে বিষ পান করতে হবে। বিদায়।"

ম্যানফ্রেডের ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হল। বলার চেষ্টা করলেন, "বিদায় বাবা!" কিন্তু স্বর বের হল না কোন। শুধু থর থর করে বার কয়েক কেঁপে উঠলো।

ফ্রাউ রোমেল ডুকরে কেঁদে উঠে ম্যানফ্রেডের হাত ধরলেন। ম্যানফ্রেড ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন—রোমেল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন।

এলডিঙ্গার লক্ষ্য করছিলেন, জেনারেল মাইসেল ও জেনারেল বার্গডর্ফ বহুক্ষণ ধরে বাগান দেখছেন। খবর নিয়ে জানলেন রোমেল ওপরে গেছেন। সম্ভবত ফ্রাউ রোমেলের ঘরে।

এলডিঙ্গার ভেতরে ভেতরে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিলেন। ভাবছিলেন—'চুলোয় যাক সংযম কিংবা নিয়ম। জানা যাক আগে ব্যাপারটা কি?' চতুর্দিকের নৈঃশব্দ তাঁর অসহনীয় লাগছিল। নীচে বাগানে তুই জেনারেলের চোখের নিরুদ্দেশ দৃষ্টি তাঁকে আরও ভীত করে তুলছিল।

"আপনাকে ফিল্ড মার্শাল রোমেল একটু ডাকছেন"—একজন ভৃত্য এসে এলডিঙ্গারকে জানালেন। তাঁর চমক ভাঙলো।

"কোথায়?" জানতে চাইলেন তিনি।

ডান দিকে তর্জনি ঘোরালেন ভৃত্য। এলডিঙ্গার দেখলেন, রোমেল দাঁড়িয়ে আছেন পিছু ফিরে। ভঙ্গি বরাবরের মতই ঋজু।

তুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। রোমেল চোখ তুলে তাকালেন এলডিঙ্গার-এর দিকে!

স্তব্ধ কবিডরে মুহূর্তে চোখের ভাষা তুজনেই তুজনের পড়তে পেরেছিলেন। রোমেল দেখেছিলেন এলডিঙ্গার-এর চোখে গভীর বিষাদ, আকুল আকুতি। এলডিঙ্গার রোমেলের চোখে দেখেছিলেন আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাষ, শেষ বিদায়ের প্রস্তুতি।

এলডিঙ্গার দীর্ঘ তিরিশ বছর রোমেলের সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত মানুষটি রোমেলের কাছে শেষ বারের মত জানতে চাইলেন, "একবার এখনো চেষ্টা করলে কেমন হয়?"

"কিসের চেষ্টা?" রোমেল প্রশ্ন করলেন।

"এখনও আমাদের বাড়ীতে অনেক বন্দুক আছে। দেওয়ালের আলমারীতে, বন্ধ সেফে অনেক গুলি আছে, এখনও আমাদের পাশে অনেকগুলো অনুগত তাজা প্রাণ আছে।"

রোমেল মুখে কিছু বললেন না। তাঁর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ফুটে উঠলো।

এলডিঙ্গার বলে চললেন, "আমাদের গাড়িও তৈরী আছে। প্রথমে যদি ওদের, মানে জেনারেল মাইসেল ও বার্গডর্ফকে গুলি করে মাটিতে গনগনে গরম রক্তে ভাসিয়ে শুইয়ে দিই, প্রয়োজন হলে আর যারা বাধা দেবে তাদেরও ট্রিগারের মুখে চুপ করিয়ে দিই, তারপর যদি গাড়ী করে প্রচণ্ড বেগে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি—তাহলে হয়তো এ বিপদটাকে আমরা কাটিয়েও উঠতে পারি।" এলডিঙ্গার গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন।"

"না, তা আর হয় না।" রোমেল বললেন।

"না, না! রাজি আপনাকে হতেই হবে। এখান থেকে বেরিয়ে যদি কোন ভাবে আমরা এই কথাটা সব'ইকে জানাতে পারি যে, জার্মানীর জনগণ শুনুন। আপনাদের প্রিয় ফিল্ড মার্শালকে প্রকারান্তরে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ফ্যুয়েরাব। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেশদ্রোহীতার। আপনারাই বলুন, দেশদ্রোহীতা রোমেলের পক্ষে সম্ভব কিনা। তাহলে তামাম জার্মানীর মানুষেরা হয়তো আপনার পেছনে এসে দাঁড়াবে।"

"না, তা আর হয় না।" রোমেল আগের উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলেন।

"কিন্তু কেন? নিশ্চিত পরাজয়ের কাছ থেকে আপনি জয়কে বহুবার বহু যুদ্ধে ফিরিয়ে এনেছেন। এখন কেন মৃত্যুর হাত থেকে জীবনকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবেন না!" এলডিঙ্গার ক্ষুব্ধভাবে জানতে চাইলেন।

'না, তা আর হয় না।' রোমেল একটু থামলেন, তারপর বললেন, 'যুদ্ধে ঝুঁকি নেওয়া যেতো। তাতে চরম যদি কিছু ঘটতো তো আমার মৃত্যু হতে পারতো, অন্য কিছু নয়।

আমার গৌরব, আমার পরিবারের নিশ্চিত নিরাপত্তা অটুট থাকতো। কিন্তু এবারকার ঘটনাটা একটু ভিন্ন। দীর্ঘদিন আমি রোগশয্যায়। শত্রু পরিবেষ্টিত। এখন যদি আমি বাঁচবার শেষ চেষ্টা করি, তবে তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে অনিশ্চিত। যদি ব্যর্থ হই তবে নিশ্চিতভাবে আমার সমস্ত গৌরবকে কালিমায় ঢেকে দেওয়া হবে, পরিবারের ওপরও নেমে আসবে মৃত্যু কিংবা চরম দুর্গতির অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা। ম্যানফ্রেড এখনও কিশোর, পরিপূর্ণ জীবনের আমন্ত্রণ ওর সামনে আগামী দিনের পথকে খুলে দিয়েছে, ফ্রাউ রোমেলও এখন জীবনের মাত্র মধ্য পথে। মৃত্যুর অন্ধকার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তাই (আমি চাই ওদের জীবন আলোকিত হোক, আমার জীবনের ক্ষতিতেও ওদের জীবনের গতি দুর্বার থাকুক।")

এলডিঙ্গার তবু মানতে পারছিলেন না রোমেলের বক্তব্য। নতুন যুক্তি দেখাতে চাইলেন। কিন্তু রোমেল একই উত্তরে প্রত্যাখ্যান করলেন, "না, তা আর হয় না।"

রোমেল এলডিঙ্গার এর হাত ধরলেন। মৃদু চাপ দিলেন। তাদের গায়ে এসে লাগছিল অক্টোবরের ঠাণ্ডা বাতাস, হাতে পরম হৃদ্যতার উষ্ণ উত্তাপ। ছোট্ট একটি ঝাঁকি দিয়ে রোমেল হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

এলডিঙ্গার অভিব্যক্তিহীন হয়ে গিয়েছিলেন মুহূর্তের জন্য। ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ম্যানফ্রেড। সেও বিস্মিত বিহ্বল, হতচকিত। ঘটনার আকস্মিকতায় মুহ্যমান। তাঁরা দেখলেন, রোমেল গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, দৃপ্ত অথচ চটুল পদক্ষেপ। যেন বরাবরের মতই কাজের তাগিদে চলেছেন।

জেনারেল মাইসেল ও জেনারেল বার্গডর্ফ তখনও বাগানে, রোমেলের অপেক্ষায়, নিরুদ্দেশ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রোমেল তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। গাড়িতে উঠে বসলেন।

মাইসেল ও বার্গডর্ফ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলেন। গাড়ি নিঃশব্দে চলতে স্থুরু করলো।

রোমেলের বাড়িতে তখন ফ্রাউ রোমেলের ডুকরে ওঠা কান্না প্রতিধ্বনী তুলছে, বাড়ির প্রতিটি মানুষের মন জুড়ে তুমুল আলোড়ন। আভাসে সবাই বুঝতে পেরেছিলেন, আসন্ন ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা। ম্যানফ্রেড, এলডিঙ্গার তখনও চেতনারহিত, যেন বজ্রাহত।

দূরে তখন পূর্ণ প্রস্তুতি চলছিল। রোমেলের শবাধার অলঙ্করণ সুচারুভাবেই হচ্ছিল।

রোমেলের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশো গজ এগিয়ে এসে ব্লব্যেরণ রোডের ওপর গাড়ি থামলো। মাইসেল ঘুরে তাকালেন বার্গডর্ফ এর দিকে। বার্গডর্ফ নির্বিকার মুখে বললেন, "আপনি ও ড্রাইভার এখানে গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ পায়চারী করুন। ততক্ষণে আমি রোমলের সঙ্গে তু'চারটে কথা বলে নিই।"

মাইসেল গাড়ি থেকে নামলেন। ফিরে একবার রোমেলের মুখের দিকে তাকালেন। নিরুদ্বিগ্ন, অভিব্যক্তিহীন মুখ। ড্রাইভারের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

বার্গডর্ফ, রোমেলের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এসে তিনি পায়চারী শুরু করেছিলেন। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে তিনি খুবই উত্তেজিত। ড্রাইভার ডোজ ভাবছিলেন, ব্যাপারটা কি?

একটু পরেই সব কিছু স্পষ্ট হল। ডোজ দেখলেন, ফিল্ড মার্শাল রোমেল একবার আকাশের দিকে তাকালেন, দূরের গাছপালার দিকে ঘাড় ফেরালেন, তাদের দিকে একবার ফিরে তাকালেন। তারপর তাঁর হাত উঠে এল মুখের সামনে। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে

উঠলেন। শরীর বেঁকে গেল। মাত্র বারকয়েক কেঁপে উঠল। মাথার টুপিটা ছিটকে পাশে গড়িয়ে পড়ল। দেহটা এলিয়ে পড়ল এলোমেলো ভাবে।

আরও পাঁচ মিনিট পর বার্গডর্ফ ইঙ্গিতে মাইসেল ও ডোজকে ডাকলেন। গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলেন রোমেলের দেহ স্পন্দনহীন। ডোজ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, নীচু হয়ে বসে রোমেলকে বসাবার চেষ্টা করলেন। গায়ে হাত দিতেই মৃত্যুর শীতলতা তিনি অনুভব করলেন। টুপিটা কুড়িয়ে রোমেলের মাথায় পরিয়ে দেবার জন্য তিনি হাত বাড়ালেন। আর ঠিক তখনি তিনি চমকে উঠলেন, দেখলেন রোমেলের বিষে নীল হয়ে যাওয়া ঠোঁটে যেন এক তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ আর তীব্র ধিক্কারের অভিব্যক্তি।

ফোন আসবে এলডিঙ্গার জানতেন। জানতেন জার্মাণীতে যখনই কোন সেনানায়কের ওপর মৃত্যু চাপিয়ে দেওয়া হয় তখনই তাদের বাড়িতে সরকারী তরফ থেকে ফোন আসে। জানায়, মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক দুর্ঘটনায় কিংবা হার্ট এ্যাটাকে।

এলডিঙ্গার তাই ফোন এর সামনে বসেছিলেন। ম্যানফ্রেডও পাশে বসে। এলডিঙ্গার এর মন জুড়ে পুরানো দিনের স্মৃতি তখন তোলপাড় করছে। মাঝে মাঝে চোখ গিয়ে পড়ছে টেলিফোনের ওপর। আর তখনই তার সমস্ত চিন্তা যাচ্ছিল টুকরো টুকরো হয়ে। অজান্তে চোখ গিয়ে পড়ছিল ম্যানফ্রেডের মুখে।

রোমেল চলে যাবার ঠিক পঁচিশ মিনিট পরে ফোন বেজে উঠলো। এলডিঙ্গার ম্যানফ্রেডের পিঠে হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে ফোনের দিকে এগোলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "এলডিঙ্গার কথা বলছি।"

ওপাশ থেকে এরেনবার্গার এর গলা পাওয়া গেল, "এলডিঙ্গার! একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে, বলা যেতে পারে চরম সর্বনাশ হয়েছে। ফিল্ড মার্শাল রোমেলের হঠাৎ করোনারী এ্যাটাক হয় সাঙ্ঘাতিক-রকম। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ অত্যধিক ও আকস্মিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না। জার্মানীর পক্ষে এ এক ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ।"

এলডিঙ্গার কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে এরেনবার্গারকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, 'কি অনায়াসে এরা এমন মিথ্যা বলছে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হত্যার নাটকের প্রযোজক পরিচালক এল নায়কের কাছে। বধ্যভূমি তৈরী হল। নায়ককে বলা হল—যাও হে হেঁটে যাও। তুমি মরে যাবে। তবু নায়কের ভঙ্গিতেই মর।' এলডিঙ্গার এর কোন উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছিলেন এরেনবার্গার। বিরক্ত গলায় বললেন, "এলডিঙ্গার! আপনি শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন কি ঘটছে!"

"হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছি, বোধহয় বুঝতেও পেরেছি" কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন এলডিঙ্গার।

"তাহলে?"

বাধা দিলেন এলডিঙ্গার, বললেন,……"আপনি ফ্রাউ রোমেলের কাছে এখুনি আসবেন তাইতো?"

"হ্যাঁ তাঁকে এই খবরই দেবেন।"

ম্যানফ্রেড এতক্ষণ কান খাড়া করে কথা শুনছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, একটু আগে আবেগের উষ্ণ উত্তাপে যে মানুষটি বলেছিলেন, 'ম্যানফ্রেড বিদায়' তিনি আর নেই। সে মায়ের কাছে যাবার জন্য পা বাড়ালো। ফ্রাউ রোমেলের ডুকরে ওঠা কান্নার স্বর তখনও থামেনি।

এলডিঙ্গার যখন ফ্রাউ রোমেলের ঘরে ঢুকলেন তখন ফ্রাউ রোমেল, রোমেলের একটি বড় ছবির সামনে মাথা নীচু করে বসে, দুহাতে মুখ

ঢাকা, মাঝে মাঝে ফুলে উঠছে দেহটা, মাঝে মাঝে গমকে গমকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ।

ম্যানফ্রেডও নিষ্পলক। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রোমেলের ছবির দিকে। দীর্ঘ ছবি। পরিপূর্ণ ফিল্ড মার্শালের পোশাক। ভ্রুক্ষেপহীন অভিব্যক্তি।

এলডিঙ্গার ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন ফ্রাউ রোমেলের কাছে। বললেন, "ওরা এখুনি আপনার কাছে আসবে।"

"না! ওদের বলুন আমি একটু একা থাকতে চাই"। মনে হল যেন বহুদূরের কোন প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর, এমনই অস্ফুটে বললেন ফ্রাউ রোমেল।

এলডিঙ্গার নীচে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন, একটু পরেই এরেনবার্গের গাড়ি এসে দাঁড়ালো। তীব্র ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে তাকিয়ে রইলেন এলডিঙ্গার।

এরেনবার্গ, এলডিঙ্গার এর পাশে এসে দাঁড়ালেন। "আমি ফ্রাউ রোমেলের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই," বললেন তিনি।

"না, তা হবে না। তিনি এখন একটু একা থাকতে চান।"

"অল্প সময়ের জন্য একটু দেখা করতে চাই।"

"না। তার অনুমতি নেই।" দৃঢ়ভাবে জানালেন এলডিঙ্গার।

"তাহলে হাসপাতালে আপনিই একবার চলুন; অবশ্য যদি আসতে ইচ্ছা করেন! একবার দেখে আসতে পারেন পরলোকগত ফিল্ড মার্শালকে।"

সেদিন ফ্রাউ রোমেলের কাছে অনেকেই ফোন করেছিলেন,

জানিয়ে ছিলেন সমবেদনা। ভৃত্যেরা খবর পৌঁছে দিয়েছিলেন ফ্রাউ রোমেলের কাছে।

এলডিঙ্গার হাসপাতালে রোমেলের মৃতদেহের সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন। এরেনবার্গার তাঁর সঙ্গে যেন ছায়ার মতো লেগে রইলেন। এলডিঙ্গারের ইচ্ছা ছিল রোমেলের মৃত দেহের পাশে কিছুক্ষণ একা থাকেন, সম্ভব হলে ডাক্তারদের সঙ্গেও দু-একটি কথা বলেন। কিন্তু এরেনবার্গার তাকে কোন সুযোগই দিলেন না। একটু পরে বললেন, "আমাদের বাইরে যেতে হবে।"

এলডিঙ্গার বাধ্য হয়েই বেরিয়ে এলেন।

অল্প সময়ের জন্য হলেও এলডিঙ্গার দেখেছিলেন রোমেলের মুখে যেন কোন ধিক্কারএর অভিব্যক্তি ধরা দিয়েছে। তাঁর আশ্চর্য লাগছিল। দীর্ঘদিন রোমেলের সঙ্গে তিনি থেকেছেন, রোমেলের হাসি মুখ দেখতেই তিনি অভ্যস্ত—অপরিচিত এই অভিব্যক্তি তাঁকে অবাক করলো।

রোমেলের বাড়িতে তখন তীব্র এক বিষাদবোধ বিরাজ করছিল। যেন বাড়িটিতে জীবনের সমস্ত স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে যে বাড়িতে প্রতিটি কাজ হত, সেই বাড়িতে সকলেই সব কাজ যেন ভুলে গেল, যেন কোন জড়ত্ব তাদের আচ্ছন্ন করলো, যেন মৃত্যুর শীতলতা, বিয়োগ-বিষণ্ণতা সর্বব্যাপী হল।

এলডিঙ্গার হাসপাতাল থেকে ফিরে ফ্রাউ রোমেলের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, "হাসপাতালে দেখে এলাম তাঁকে। শুধু দেখাবারই সুযোগ পেয়েছি। কিছু নতুন করে জানবার সুযোগ পাইনি। বিকালে চলুন, আপনিও একবার দেখে আসবেন।"

ফ্রাউ রোমেল জানতেন, রোমেলের অবর্তমানে যাদের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন এলডিঙ্গার।

বুঝেছিলেন এলডিঙ্গার-এর কাছে ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সমর্পণ করলেও তাঁর কোন ক্ষতি কোনদিনও হবেনা। বললেন, "বেশ"।

বিকালে ফ্রাউ রোমেল হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ম্যানফ্রেড ও এলডিঙ্গার। তাঁরা রোমেলের মৃতদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডাক্তার এগিয়ে এসে নিজে থেকেই বলেছিলেন, "হাসপাতালে যখন উনি এসে পৌঁছলেন, তখনই পরীক্ষা করে দেখেছি উনি মৃত। তবু একবার শেষ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।"

এলডিঙ্গার-এর জিভ শাণিয়ে উঠেছিল। ঠোঁটের ডগায় এসেছিল বিদ্রূপভরা প্রশ্নটা, "কি করে কিছু করা যাবে? সাইনাইডে মৃত্যু যে মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। হিটলারের রাজত্বে সাইনাইডও নির্ভেজাল, অব্যর্থ।"

প্রশ্নটা মনে আসলে এলডিঙ্গার প্রকাশ্যে কিছু বললেন না, নিজেকে সামলে নিলেন। রোমেলের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি মানুষই বুঝতে পারছিলেন—মৃতদেহের সামনে নৈঃশব্দকে অবাধে খেলতে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যেহেতু তাঁরা সব কিছুই জানেন, যেহেতু তাঁদের অন্তরাত্মা এক তীব্র ধিক্কারে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে সে হেতু তাঁদের সরবতা হয়তো কোন কঠিন সত্যকে প্রকাশ করে ফেলবে। ফলে পরিণাম আরও তীব্র বেদনার কোন কিছু হয়ে উঠতে পারে।

ম্যানফ্রেডের চোখের পলক পড়ছিল না। একদৃষ্টে দেখছিলেন তাঁর বাবার মুখের অভিব্যক্তি। চেনা মুখ অচেনা অভিব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে অর্থ খুঁজবার চেষ্টা করছিলেন।

তাকিয়েছিলেন ফ্রাউ রোমেলও। তাঁর চোখের জল তখন জমাট বেঁধে গিয়েছিল। মুখ ছিল পাথরের মূর্তির মতো—অভিব্যক্তিহীন। যেন হারানো কিংবা পাওয়ার বোধ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

এলডিঙ্গার আড়চোখে একবার চারপাশটা দেখে নিলেন। দেখলেন, আশে পাশে আর কেউ নেই। ডাক্তারের দিকে একটু ঘন হয়ে এগিয়ে গেলেন, বললেন, "শুনেছি মৃত্যুর কারণ সঠিকভাবে বোঝা না গেলে পোস্টমর্টেম করতে হয়। শুনেছি বলেই জানতে ইচ্ছা করছে, কোন পোস্টমর্টেম আপনারা করেছেন নাকি?"

ডাক্তার ঘুরে তাকালেন এলডিঙ্গারের দিকে। তীব্রভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন, "যে মৃত্যু অস্বাভাবিক শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই পোস্টমর্টেমের কথা ওঠে। ফিল্ড মার্শাল রোমেলের মৃত্যু এত স্বাভাবিক যে এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠেই না।"

রোমেলের নীল হয়ে যাওয়া মুখটির দিকে তাকিয়ে এলডিঙ্গার বললেন, "তবু যদি ওঠে।"

"না, উঠতে পারে না। সরকারী নির্দেশেও বলা হয়েছে, পোস্টমর্টের কোন প্রয়োজন নেই।"

"ও তাই বলুন, নির্দেশনামা জারী হয়েছে বুঝি!" বিদ্রূপে ঝলসে উঠলেন এলডিঙ্গার।

ফ্রাউ রোমেল ঘুরে তাকালেন এলডিঙ্গারের দিকে। দৃষ্টিতে নিষেধ করলেন তাঁকে। এলডিঙ্গার আর কথা বাড়ালেন না। তাঁরা বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

১৫ই অক্টোবর, রোমেল আবার হেরলিংটনের বাড়িতে ফিরে এলেন শকটবাহীত হয়ে। ফ্রাউ রোমেল ও ম্যানফ্রেড দুয়ারে দাঁড়িয়েছিলেন। এলডিঙ্গার তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে হাতের একটা আঙুলের কোণা চিবুচ্ছিলেন। বাইরে হেমন্তের বাতাসে বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ছিল বাগানের কিছু ফুল। বাড়ির অন্যান্য লোকজন—কেউ

সিঁড়িতে, কেউ সদরে কিংবা দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছিল, স্পন্দনহীন মূর্তির মত।

এলডিঙ্গার শকটের দিকে এগিয়ে গেলেন। শকটবাহীদের ইঙ্গিত করলেন বসবার ঘরের দিকে যেতে। তাঁদের পিছু পিছু ফ্রাউ রোমেল ও ম্যানফ্রেড এসে ঘরে ঢুকলেন। ঘরের এক দেওয়ালে রোমেলের ছবি, অন্য দেওয়ালে নানা রংয়ের আলপিন পোতা ম্যাপ। আগের দিন এই ঘরেই রোমেল দেখা করেছিলেন বার্গডর্ফ ও মাইসেলের সঙ্গে। আগের দিনই জানা গিয়েছিল মৃত্যু এই বাড়ির চৌকাঠে পা দিয়েছে। আজকে এসে পৌঁছালো মৃত্যুশীতল দেহ।

ম্যানফ্রেডের চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ফ্রাউ রোমেল নীচু হয়ে রোমেলের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, তাঁর চোখের তারা স্থির, মুখে তীব্র ধিক্কারের অভিব্যক্তি। পেছনে খুট করে একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখলেন, শবদেহের দু'পাশে দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্রাউ রোমেল তাদের থেকে চোখ সরিয়ে আবার রোমেলের দিকে তাকালেন। একই অভিব্যক্তি তাঁব মুখে ফুটে উঠলো।

সরকারীভাবে ঘোষিত হল, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জানাচ্ছি, ফিল্ড মার্শাল রোমেল আর আমাদের মধ্যে নেই। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।"

প্রকাশিত ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই চিঠি কিংবা টেলিগ্রামের জোয়ার আছড়ে পড়ল পোষ্ট অফিসে পোষ্ট অফিসে। সহর, গঞ্জ, দূরতম প্রান্ত থেকেও আসতে লাগলো আন্তরিক ও দুঃখে ভেজা চিঠি, নানা বয়সের পুরুষের, নারীর। সব চিঠিরই বক্তব্য প্রায় এক। "ফ্রাউ রোমেল, আপনার শোকে আমরাও মুহ্যমান। রোমেল আমাদের শ্রেষ্ঠ বীর, কিংবদন্তীর নায়ক মহান পুরুষ" কিংবা আরও কিছু বিশেষণ।

ফ্রাউ রোমেল কিছু চিঠির ওপর চোখ বুলিয়েছিলেন। পরিচারককে বলেছিলেন, "যত্ন করে রেখে দিও চিঠিগুলি, আন্তরিকতার এই স্মারকগুলো আমি রাখতে চাই।"

এলডিঙ্গার একবার চিঠির স্তূপ আর একবার রোমেলের মুখ দেখছিলেন। চিঠির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছিলেন, "যে মানুষটিকে তাঁর দেশবাসী এত আন্তরিকভাবে ভালবাসতো, যাঁর মৃত্যুতে এতজন মুহ্যমান, সেই মানুষটির মৃত্যু নীল হয়ে যাওয়ার আদেশও তো সেই দেশেরই একজন নেতা দিয়েছেন।" তিনি রোমেলের মুখে ধিক্কারের অভিব্যক্তির অর্থ যেন খুঁজে পেলেন।

টেলিগ্রাম এসেছিল ফ্যুয়েরার হিটলারের তরফ থেকেও। ফ্রাউ রোমেলকে তিনি একটি বার্তায় জানিয়ে ছিলেন, "আপনার স্বামীর মৃত্যুতে আপনাকে আমার গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। উত্তর আফ্রিকার মহান যুদ্ধে ফিল্ড মার্শাল রোমেলের বীরত্ব-গাঁথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এলডিঙ্গার টেলিগ্রামটি পড়া শেষ হলে ম্যানফ্রেডের হাতে তুলে দিলেন। কিশোর ম্যানফ্রেডের চিবুক দৃঢ় হল। আলতোভাবে অজস্র চিঠির মধ্যে ফ্যুয়েরারের চিঠিটিও রেখেছিল সে।

শোকবার্তা এল অনেকের থেকে। ডক্টর গোয়েবলস, রিবেনট্রপ, জেনারেল গ্যামবারা, ফিল্ড মার্শাল মডেল সবাই শোকবার্তা পাঠালেন। বাঁধা গতে রোমেলের প্রশস্তি গাইলেন। শুধু খবর এলনা দুজনের কাছ থেকে। তাঁরা হলেন কাইটেল ও জোড.ল। রোমেল যখন জীবিত, তখন তাঁরা তাঁর প্রতি বরাবর শীতল ব্যবহার করেছেন। রোমেলের দেহ যখন মৃত্যুশীতল তখনও কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না তাঁদের ব্যবহারে।

হিটলারের চিঠির সুরটি ছিল ভিন্ন। সত্যের ইঙ্গিত তার মধ্যে

ছিল। হিমলার ফ্রাউ রোমেলকে লিখেছিলেন, "সব শুনলাম। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমি কাণ্ডকারখানা দেখে শিউরে উঠছি। আমিও একজন জেনারেল। ঘটনার খবর পেয়ে আমার শোণিতে আমি উষ্ণ রক্ত স্রোতের প্রবাহ অনুভব করছি। বিশ্বাস করুন, এই ঘটনার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ ছিল না।"

ফ্রাউ রোমেল চিঠিটি পড়ে অত দুঃখের মধ্যেও মৃদু হাসলেন। বিদ্যুতের মত শ্লেষের অভিব্যক্তি খেলে গেল তাঁর মুখে। মনে মনে বললেন তিনি, "কাইটেল ও জোডল কোন শোকবার্তা পাঠায়নি। খবরে ওদের শোক পাবার কথাও নয়। ওরা বরাবর বিরোধী। ওদের চরিত্রই এই। কিন্তু হিমলার! আপনার সুর এমন নরম হল কেন? রোমেলের হত্যা কিংবা আত্মহত্যার নির্দেশ রচয়িতাদের মধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিম্বিত ছায়া ধরা দেয় নাকি? আপনার মদত না পেলে কাইটেল কিংবা জোডলের এতটা সাহস হোত কি? এমন কি কোন সেনানায়কের হত্যার পরিকল্পনা জার্মানীতে হয়েছে যাতে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল না?"

যে মানুষটিকে বলা হয়েছিল, "বেছে নিন যেটা পছন্দ হয়। হয় বিষ খেয়ে নীল হয়ে যান ও আপনার গৌরব অম্লান রাখুন, অথবা নিজের বক্তব্য নিজের পক্ষে পেশ করুন এবং কলঙ্কের কালিমায় নিজেকে, নিজের সব গৌরবকে কলঙ্কিত করুন—সেই মানুষটির মৃত্যুর পরই ঘোষণা করা হল, "পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।"

প্রস্তুতি চলল পূর্ণ উদ্যোগে। খবর এল ফ্রাউ রোমেলের কাছে। শুনে ফ্রাউ রোমেল শুধু একবার তাকালেন, শুনলেন। বললেন না কিছু।

এলডিঙ্গার খবর পেয়ে চাপা স্বরে ম্যানফ্রেডকে বললেন, ভড়ং

পুরোটাই আছে। জহ্লাদরা এবার পুরোহিতের কাজ করতে আসছে। আমাদের তাই দেখতে হবে।"

ফ্যুয়েরার ইতিমধ্যে আরও একটি আদেশ প্রচার করলেন, "রোমেলের মৃত্যুর দিন জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করা হবে।"

এই ধরনের মৃত্যুর পর এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা জার্মানীর কয়েকজন অফিসারের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা জানতেন, কি করে এমন অনুষ্ঠানে গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতা দেখাতে হয়। তাঁদেরই ওপর ভার পড়ল—রোমেলের শেষকৃত্যের সুবন্দোবস্ত করুন।

আশেপাশে যত সৈন্য ছিল সবার কাছে খবর গেল—"সবাই চলে এসো। সবাই অংশ গ্রহণ করো। স্বস্তিক পতাকায় ঢাকা রোমেলের মৃতদেহের প্রতি শেষবারের মতো পূর্ণ সামরিক অভিবাদন জানাও।"

আয়োজন সম্পূর্ণ হলে ফ্রাউ রোমেলের কাছে একজন অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "এবার অনুমতি দিন। আমরা টাউন হলের দিকে রওনা হবো।"

ফ্রাউ রোমেল নীরবে ঘাড় নাড়লেন। পাশে এলডিঙ্গার দাঁড়িয়ে, তাঁর হাত ম্যানফ্রেডের কাঁধে। চারজন অফিসার সাদা গ্লাভস হাতে এঁটে রোমেলের শবাধারটি তুলে ধরলেন। ম্যানফ্রেডের চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে নামল। এলডিঙ্গার-এর হাত ম্যানফ্রেডের কাঁধে হাল্কা চাপ দিল। ফ্রাউ রোমেল নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন। অদ্ভুত নিরাসক্ত মুখ। তাঁর মুখ অভিব্যক্তিহীন পাথরের মূর্তির মত। যেন কোনদিনই সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতি, কোন ছাপ সেখানে ফেলেনি।

উল্‌ম সহরের টাউন হলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় শায়িত রইলেন রোমেল। হলের বাইরেটা নানা আভরণে সাজানো হল। স্বস্তিক পতাকা ঝুললো, ঈগল দিয়ে সাজানো হল, লেখা হল নানা প্রশস্তি-বাণী। হলের মধ্যে স্বস্তিক পতাকায় ঢাকা মানুষটির মুখে ফুটে রইল একটিই অভিব্যক্তি, ধিক্কারের।

এলডিঙ্গার, ম্যানফ্রেড, ফ্রাউ রোমেল মৃতদেহের পাশে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা তাকিয়েছিলেন নির্নিমেষ। যতক্ষণ দেখা যায়, দুচোখ ভরে দেখতে চাইছিলেন তাঁরা। তাঁদের চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কানে কোন শব্দও সম্ভবত পৌঁছচ্ছিল না। তিন জোড়া চোখ একদৃষ্টে একটি মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

শেষ যাত্রার সময় এসে গেল। আফ্রিকান কর্পসের চারজন অফিসার-এর বদলে জার্মানীর চারজন জেনারেল এগিয়ে এলেন। শবাধার তারাই বহন করলেন, বাইরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল পদাতিক ও বিমান বাহিনীর সৈন্যরা, তাঁদের রাইফেলের নল মাটির দিকে। মিলিটারি ব্যাণ্ড বেজে উঠল। করুণ শোকের শব্দ-তরঙ্গ আছড়ে পড়ল উল্‌ম সহরের যতদূর সে শব্দ পৌঁছায় ততদূর। আরও কিছুদূরে দাঁড়িয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। দূর থেকে তাঁরা শেষবারের মত দেখতে এসেছিলেন রোমেলকে, তাঁর শেষকৃত্যকে।

একে একে অনেকে এসে পৌঁছলেন। নাৎসী পার্টির প্রতিনিধিরা, থার্ডরাইখয়ের প্রতিনিধিরা, মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরাও এসে পৌঁছলেন। সব শেষে এসে পৌঁছলেন ফিল্ড মার্শাল ভণ্ড রুণ্ডস্টেড্‌ট। তার সঙ্গে এলেন ফ্রাউ রোমেল, ম্যানফ্রেড, এলডিঙ্গার।

কিন্ত মার্শাল রুণ্ডস্টেড্‌ট একটি ভাষণ দিলেন। "দুই বিশ্বযুদ্ধে রোমেল যে মহান বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। আমাদের সামনে সমস্যা যখন প্রবল আকার ধারণ করছে ঠিক তখনি নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।"

ফ্রাউ রোমেল সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করছিল, 'আপনারা থামুন, অনুগ্রহ করে আপনারা থামুন। আপনারা এভাবে ডাহা ধাপ্পা দেবেন না। জহ্লাদের ছুরি হাতে যাদের মানায়, তারা ধর্মযাজকের পোষাক পরলে বিসদৃশ দেখায়। দৃষ্টি পড়ল ম্যানফ্রেডের দিকে। নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। নিজেব জন্য তাঁব কোন ভয় ছিল না, কিন্তু যদি ম্যানফ্রেডের কিছু হয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোন কথা উচ্চারণ কবা থেকে বিরত রইলেন।

ফ্রাউ বোমেল বক্তৃতার আর একটি কথাও শুনছিলেন না। অল্প দূরে কয়েকটি মুখ দেখে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ কবছিলেন। ইঙ্গিতে এলডিঙ্গাবের দৃষ্টিও সেই দিকে আকর্ষণ করলেন। তাঁদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ফ্রাউ স্পাইডেল ও ফ্রাউ স্ট্রোলিনের দিকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি যে তাদের নিবাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে এটা বুঝতে পারছিলেন ফ্রাউ বোমেল।

রুণ্ডস্টেড্‌ট তখনও ভাষণ দিয়ে চলেছেন। একটি বিরাট ফুলের মালা রোমেলেব শবধারের পাশে রাখতে রাখতে বললেন, "ফ্যুয়েরারের তরফে এই ফুলের মালা আমি অর্পণ করছি।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আবার ব্যাণ্ড বেজে উঠল। বাজানো হল "ইস্‌ এ্যাট" এর সুর। করুণ সুরে ধ্বনিত হল শেষ অভিবাদন, বহু সৈনিকের কাছ থেকে একজনের শেষ বিদায়ের বেহাগ।

তারপর সামরিক শকটে তুলে দেওয়া হল মৃতদেহ। এগিয়ে চলল বৈদ্যুতিক চুল্লির দিকে। মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই ফিল্ড মার্শাল রোমেলের নশ্বর দেহ, হল অতীতের স্মৃতি।

পরের দিন রোমেলের ভস্ম হেরলিংটনের বাড়ি এসে পৌঁছালো। পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় ভস্মাধারটি ফ্রাউ রোমেলের হাতে তুলে দেওয়া হল। ফ্রাউ রোমেল ছড়িয়ে রাখা একগুচ্ছ ফুলের মধ্যে সযত্নে সেটি রাখলেন। ভস্মাধারটি ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালেন ম্যানফ্রেড, এলডিঙ্গার ও রোমেলের বাড়ির পরিচারক, পরিচারিকারা।

দূরে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার জলের শব্দ ভেসে আসছিল। হেরলিংটনের সাদা রংয়ের বাড়িগুলোর লাল টালির ছাদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঝকঝকে দিন। মাঝে মাঝে বইছিল শিরশিরে বাতাস।

সময় অতিক্রান্ত হচ্ছিল প্রাত্যহিক নিয়মে। তবু ওরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরময় নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ, মেকি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের শেষে ওঁরা ওদের চোখের জলের নম্র উপচারে রোমেলের শেষ তর্পণ করলেন।